বাংলাদেশ বিষয়াবলি

বাংলাদেশের পরিচিতি

- সাংবিধানিক নাম– 'People's Republic of Bangladesh' (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ)।
- উৎপত্তি– বঙ্গ – বাঙ্গলা– সুবা–ই বাঙ্গলা– পূর্ববঙ্গ (১৯০৫) – পূর্ব পাকিস্তান (১৯৫৬)- বাংলাদেশ (৫ ডিসেম্বর ১৯৬৯)- প্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ (১৭ এপ্রিল ১৯৭১) নামকরণ করা হয়।
- সাংবিধানিকভাবে "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ" হয়– ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২
- 'ঢাকা' এ পর্যন্ত ৫ বার রাজধানী হয়- ১৬১০, ১৬৬০, ১৯০৫, ১৯৪৭, ১৯৭১
- বাণিজ্যিক রাজধানী – চট্টগ্রাম।
- স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস – ২৬ মার্চ (১৯৮০ সাল থেকে এ দিবস পালন করা হয়)।
- বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতি - এককেন্দ্রিক সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা
- রাষ্ট্রভাষা– বাংলা (সংবিধানের ৩নং অনুচ্ছেদ) জাতীয়তা – বাংলাদেশি।
- রাষ্ট্রপ্রধান-রাষ্ট্রপতি (বর্তমান রাষ্ট্রপতি- মো. সাহাবুদ্দিন, ২২তম)

বাংলাদেশের প্রশাসনিক পরিচিতি

বিভাগ

- বিভাগের প্রশাসনিক প্রধান - বিভাগীয় কমিশনার এবং বিভাগের পুলিশ প্রধান - ডিআইজি।
- বাংলাদেশের বর্তমান বিভাগ আছে – ৮টি
- বিভাগ সৃষ্টি হয়– ১৮২৯ সালে (১ম ৩টি বিভাগ– ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী)
- ১ম বিভাগ – ঢাকা (বর্তমানে ১৩টি জেলা নিয়ে গঠিত)
- স্বাধীনতার পূর্বে বিভাগ ছিল– ৪টি (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা)।
- সর্বশেষ বিভাগ– ময়মনসিংহ (বর্তমানে ৪টি জেলা নিয়ে গঠিত, ঢাকা বিভাগ থেকে পৃথক করে ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সালে এ বিভাগ সৃষ্টি করা হয়)
- আয়তনে বৃহত্তম বিভাগ ও বনভূমির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি রয়েছে যে বিভাগে – চট্টগ্রাম বিভাগে (১১টি জেলা)।
- আয়তনে ছোট বিভাগ, কম জেলা ও কম উপজেলা আছে যে বিভাগে– ময়মনসিংহ বিভাগে।
- জনসংখ্যায় বৃহত্তম বিভাগ ও সবচেয়ে বেশি জেলা নিয়ে গঠিত বিভাগ– ঢাকা বিভাগ।
- জনসংখ্যায় ছোট বিভাগ ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সবচেয়ে কম – বরিশাল বিভাগে (৬টি জেলা)।
- শিক্ষার হার সবচেয়ে বেশি– বরিশাল বিভাগে। (বিবিএস রিপোর্ট)
- শিক্ষার হার সবচেয়ে কম– ময়মনসিংহ বিভাগে (বিবিএস রিপোর্ট)।

ঢাকা প্রশাসনিক রাজধানী হয় মোট– ৫ বার

ক্রম	সাল	প্রতিষ্ঠাতা	বিশেষ তথ্য
প্রথম	১৬১০	ইসলাম খান	ইসলাম খান সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে সুবেদার ছিলেন তাই সম্রাটের নামানুসারে নামকরণ করেন জাহাঙ্গীরনগর
দ্বিতীয়	১৬৬০	মীর জুমলা	শাহ সুজা ১৬৪৯ সালে ঢাকা থেকে রাজধানী সরিয়ে নিলে ১৬৬০ সালে পুনরায় মীর জুমলা রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন
তৃতীয়	১৯০৫	লর্ড কার্জন	১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের ফলে সৃষ্ট নতুন প্রদেশের প্রথম প্রাদেশিক রাজধানী হয়
চতুর্থ	১৯৪৭	পাকিস্তান শাসনামলে	১৯৪৭ সালে পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের প্রদেশের পরিণত হলে পূর্ব পাকিস্তানের দ্বিতীয় বার প্রাদেশিক রাজধানী হয়।
পঞ্চম	১৯৭১	স্বাধীন বাংলাদেশ	১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করলে ১৯৭২ সালের সংবিধান দ্বারা বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা স্বীকৃত হয়

বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি

- ভূপ্রকৃতি অনুযায়ী বাংলাদেশকে বিভক্ত করা হয়– ৩টি ভাগে ■ টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ ■ প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ ■ সাম্প্রতিক কালের প্লাবন সমভূমি

টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ

- টারশিয়ারি যুগের পাহাড় বিভক্ত– ২ ভাগে।
  ১. উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়গুলো হলো- ময়মনসিংহ, শেরপুর, নেত্রকোনা, সিলেট, মৌলভীবাজারে অবস্থিত।
  ২. দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়গুলো হলো- চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজারে অবস্থিত।
- টারশিয়ারি যুগের পাহাড় গড়ে উঠেছে– আজ থেকে ১৩ কোটি বছর পূর্বে।
- মাটির বৈশিষ্ট্য– কাদা, বেলে মাটি ও শেল।
- এ সময়ে গড়ে ওঠা ভূমি মোট ভূমি ভাগের– ১২ শতাংশ।
- বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন ভূমিরূপ– টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ
- পলল পাখা জাতীয় ভূমিরূপ গড়ে উঠেছে– পাহাড়ের পাদদেশে
- বাংলাদেশের পাহাড়ী এলাকার গড় উচ্চতা– ২০৫০ ফুট
- উত্তরাঞ্চলের পাহাড়সমূকে বলা হয়– টিলা।
- দক্ষিণাঞ্চলের পাহাড়সমূকে বলা হয়– টিবি।
- বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি– পলি গঠিত সমতল ভূমি।
- পাদদেশীয় সমতল ভূমি– রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলের।
- ব-দ্বীপ সমভূমি– ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা ও ঢাকা জেলার অংশ বিশেষ
- বাংলাদেশে যে ধরনের ভূমিরূপ পাওয়া যায় না– মালভূমি।
- স্রোতজ সমভূমি– খুলনা, পটুয়াখালী অঞ্চল এবং বরগুনা জেলার অংশ।
- লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানের বৈশিষ্ট্য– ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বা আধা চিরহরিৎ জাতীয়
- বাংলাদেশের পর্বতের সাথে গঠনগত মিল আছে– আন্দিজ পর্বতের।

প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ

- ভূমি গড়ে উঠেছে– ২৫ হাজার বছর পূর্বে
- এ সময় গড়ে উঠা ভূমি– মোট ভূমি ভাগের ৮%
- মাটির বৈশিষ্ট্য– লালচে ও ধূসর
- সোপান বলতে বুঝায়– চত্বরভূমি
- রাজশাহীর বরেন্দ্রভূমি, টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহের মধুপুর বনাঞ্চল, গাজীপুরের ভাওয়ালের গড় এবং কুমিল্লার লালমাই পাহাড় জুড়ে বিস্তৃত।
- লালমাই পাহাড়ের গড় উচ্চতা– ২১ মিটার

ভূমি	আয়তন
বরেন্দ্র ভূমি	৯৩২০ বর্গ কি.মি.
মধুপুর বনাঞ্চল ও ভাওয়ালের গড়	৪১০৩ বর্গ কি.মি.
লালমাই পাহাড়	৩৪ বর্গ কি.মি.

সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি

- সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমিগুলো টারশিয়ারি যুগের পাহাড় ও প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ ছাড়া বাকি ৮০% এ সময়ে গড়ে ওঠা ভূমি
- সাম্প্রতিকালে গড়ে ওঠা ভূমির আয়তন– ১ লক্ষ ২৪ হাজার ২৬৬ বর্গ কিলোমিটার
- ভূমির বৈশিষ্ট্য– দোঁআশ মাটি
- বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু জেলা– দিনাজপুর (উচ্চতা– ৩৭.৫০ মিটার)
- বাংলাদেশের সবচেয়ে নিচু জেলা– কিশোরগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জ

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার

- বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার প্রধানত - ২ স্তর বিশিষ্ট (i. গ্রামভিত্তিক স্থানীয় সরকার, ii. শহর ভিত্তিক স্থানীয় সরকার)
- বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরভিত্তিক স্থানীয় সরকার মোট - ৫ স্তর বিশিষ্ট
- গ্রামভিত্তিক স্থানীয় সরকার - ৩ স্তর বিশিষ্ট (প্রথম- ইউনিয়ন পরিষদ, দ্বিতীয়- উপজেলা পরিষদ, তৃতীয়- জেলা পরিষদ)।
- শহর ভিত্তিক স্থানীয় সরকার - ২ স্তর বিশিষ্ট (প্রথম– পৌরসভা, দ্বিতীয়- সিটি কর্পোরেশন)।

CamScanner

ইউনিয়ন পরিষদ

- বর্তমান ইউনিয়ন পরিষদ আছে – ৪৫৭১ টি।
  [Note: ২০২২ সালের জনশুমারী ও গৃহগণনা অনুযায়ী – ৪৫৯৬টি]
- ইউনিয়ন পরিষদ সৃষ্টি করা হয় – ১৯৭৩ সালে
- গ্রাম অঞ্চলের স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন প্রতিষ্ঠান– ইউনিয়ন পরিষদ
- বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনের সর্বনিম্ন স্তর – ইউনিয়ন পরিষদ
- ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত – ১৩ জন সদস্য নিয়ে (১ জন চেয়ারম্যান, ৩ জন নারী সদস্য ও ৯ জন সাধারণ সদস্য)।
- প্রথম ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন হয় - ১৯৭৩ সালে।
- সংরক্ষিত মহিলা মেম্বার পদে নারী প্রার্থীরা অংশ গ্রহণ করে – ১৯৯৭ সালে
- বাংলাদেশের বৃহত্তম ইউনিয়ন – সাজেক (রাঙামাটি)
- সবচেয়ে ছোট ইউনিয়ন – হাজীপুর (ভোলা) *[সূত্র– জনশুমারি ২০২২]*
- জনসংখ্যায় বৃহত্তম ইউনিয়ন– ধামসোনা, ঢাকা এবং ক্ষুদ্রতম– সেন্টমার্টিন।
- দশম ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন হয়– ২০২১ সালে।
- বাংলাদেশ তথা এশিয়ার বৃহত্তম গ্রামের নাম – বানিয়াচং (হবিগঞ্জ)

উপজেলা

- বর্তমানে উপজেলা আছে – ৪৯৫ টি [ডাসার (মাদারীপুর), ঈদগাঁও (কক্সবাজার), মধ্যনগর (সুনামগঞ্জ)]
- উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তন হয় – ১৯৮৩ সালে
- উপজেলা নির্বাচন হয়– ৬ বার (১ম- ১৯৮৫, ১৯৯০, ২০০৯, ২০১৪, ২০১৯ এবং সর্বশেষ– ২০২৪ সালে)।
- উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন – হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ।
- আয়তনে সবচেয়ে বড় উপজেলা– শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।
- জনসংখ্যায় সবচেয়ে বড় উপজেলা – গাজীপুর সদর।

থানা পরিষদ

- বর্তমান থানা আছে – ৬৫২টি (সর্বশেষ- ঈদগাঁও, কক্সবাজার)
- আয়তনে সবচেয়ে বড় থানা – শ্যামনগর (সাতক্ষীরা)।
- আয়তনে সবচেয়ে ছোট থানা – ওয়ারী (ঢাকা)।
- জনসংখ্যায় বড় থানা – গাজীপুর সদর (গাজীপুর)।
- জনসংখ্যায় ছোট থানা – বিমানবন্দর থানা (ঢাকা)।
- দেশের ৬৫২তম থানা– ঈদগাঁও, কক্সবাজার।

জেলা

- বাংলাদেশের বর্তমান জেলা আছে– ৬৪টি (৬৫তম প্রস্তাবিত জেলা– ভৈরব)
- বাংলাদেশের প্রথম জেলা হয় – ১৬৬৬ সালে (চট্টগ্রাম)।
- বাংলাদেশের আয়তনে সবচেয়ে বড় জেলা – রাঙামাটি।
- নদী পথে সরাসরি ঢাকার সাথে সংযোগ নেই যে জেলার – রাঙামাটি।
- বাংলাদেশের আয়তনে সবচেয়ে ছোট জেলা – নারায়ণগঞ্জ।
- দেশ স্বাধীনের সময় জেলা ছিল – ১৯টি।
- রাষ্ট্রীয় বনভূমি নেই – ২৯টি জেলায়।
- জনসংখ্যায় সবচেয়ে বড় জেলা ও ঘনত্বের হার সবচেয়ে বেশি– ঢাকা জেলায়
- জনসংখ্যায় সবচেয়ে ছোট জেলা ও ঘনত্বের হার সবচেয়ে কম– বান্দরবানে
- বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের সর্বোচ্চ প্রশাসন – জেলা পরিষদ।

৫টি জেলার বানানের পরিবর্তন

৫ টি জেলার ইংরেজি বানান পরিবর্তন করে বাংলা ও ইংরেজি একই করা হয়– ২০১৮ সালের ২ এপ্রিল

জেলার নাম	পূর্ব বানান	বর্তমান বানান
বরিশাল	Barisal	Barishal
বগুড়া	Bogra	Bogura
চট্টগ্রাম	Chittagong	Chattogram
কুমিল্লা	Comilla	Cumilla
যশোর	Jessore	Jashore

শহরভিত্তিক স্থানীয় প্রতিষ্ঠান

- শহরভিত্তিক স্থানীয় প্রতিষ্ঠান- ২টি। (পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন)

পৌরসভা

- বর্তমান পৌরসভা– ৩৩০টি। (সর্বশেষ পৌরসভা- শ্যামনগর, সাতক্ষীরা)
- শহরাঞ্চলে সর্বনিম্ন স্থানীয় প্রশাসন – পৌরসভা।
- ঢাকা প্রথম পৌরসভা হয় - ১৮৬৪ সালে।
- প্রথম পৌরসভা নির্বাচন হয়- ১৯৭৩ সালে।
- আয়তনে বৃহত্তম পৌরসভা– বগুড়া সদর এবং ক্ষুদ্রতম– ভেদরগঞ্জ, শরীয়তপু

সিটি কর্পোরেশন

- মোট সিটি কর্পোরেশন - ১২টি (সর্বশেষ – ময়মনসিংহ, ২০১৮)।
- প্রথম সিটি কর্পোরেশন হয় - ১৯৯০ সালে (ঢাকা)।
- সবচেয়ে বড় সিটি কর্পোরেশন - গাজীপুর
- সবচেয়ে ছোট সিটি কর্পোরেশন - সিলেট
- ঢাকা সিটি কর্পোরেশন বিভক্ত হয় - ২০১১ সালে (ঢাকা উত্তর সি কর্পোরেশন ওয়ার্ড- ৫৪টি, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ওয়ার্ড- ৭৫টি)।
- সিটি কর্পোরেশনের সর্বনিম্ন একক - ওয়ার্ড।
- সিটি কর্পোরেশনের মেয়রকে বলা হয় - নগরপিতা।
- ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র- আবুল হাসনাত।
- ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের প্রথম নির্বাচিত মেয়র- মোহাম্মদ হানিফ (য নামে দেশের ১১.৮ কি.মি দৈর্ঘ্যের সবচেয়ে বড় ফ্লাইওভার তৈরি ক হয়েছে)।

বাংলাদেশের অবস্থান

- বাংলাদেশের অবস্থান– ২০°৩৪′ থেকে ২৬°৩৮′ উত্তর অক্ষাংশ ৮৮°০১′ পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে ৯২°৪১′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত।
- বাংলাদেশ উত্তর গোলার্ধের দেশ এবং মূল মধ্যরেখার পূর্ব দিকে অবস্থিত
- বাংলাদেশের উপর দিয়ে দুটি আন্তর্জাতিক রেখা অতিক্রম করেছে- ৯০ পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা এবং ট্রপিক অব ক্যানসার বা কর্কটক্রান্তি রেখা।
- রবার্ট ক্লাইভের নির্দেশে ব্রিটিশ ভূগোলবিদ জেমস রেনেল সমগ্র বাংলা ভ্রম করে ম্যাপ প্রস্তুত করেন– ১৭৭৯ সালে।
- বাংলাদেশের প্রতিপাদ স্থান- চিলির নিকট প্রশান্ত মহাসাগরে।
- লন্ডনের গ্রিনিচ মান মন্দির থেকে ঢাকার সময়ের পার্থক্য- GMT+6
- ১ ডিগ্রি = ৪ মিনিটের পার্থক্য হয়
- GMT (Greenwich Mean Time)- যা সময় গণনার সাথে জড়িত।
- মান মন্দির/মহাকাশ অবলোকন কেন্দ্র নির্মিত হয়- ভাঙ্গা, ফরিদপুর
- বাংলাদেশ আয়তনে পৃথিবীর– ৯৪তম দেশ (বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় তৃতীয় শ্রেণির বই অনুযায়ী- ৯০তম)।
- বাংলাদেশ জনসংখ্যায় পৃথিবীর – অষ্টম দেশ।
- বাংলাদেশ এশিয়া মহাদেশে জনসংখ্যায় – ৫ম দেশ।
- বাংলাদেশ মুসলিম বিশ্বে জনসংখ্যায় – ৪র্থ দেশ।
- বাংলাদেশ আয়তনে দক্ষিণ এশিয়ার – ৪র্থ দেশ।
- বাংলাদেশ জনসংখ্যায় দক্ষিণ এশিয়ায় – ৩য় দেশ।
- বাংলাদেশের সীমানা আছে – ২টি দেশের সাথে (ভারত, মিয়ানমার)

বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানা

উত্তর**	ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয় ও আসাম
দক্ষিণ**	বঙ্গোপসাগর, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ
পূর্ব**	ভারতের আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম এবং মিয়ানমার
পশ্চিম	ভারতের পশ্চিমবঙ্গ

সীমান্ত বাহিনী

বাংলাদেশ	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (BGB)
বাংলাদেশের উপকূলীয় বাহিনী	কোস্ট গার্ড
ভারত	বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (BSF)
মিয়ানমার	বর্ডার গার্ড পুলিশ (BGP)
পাকিস্তান	রেঞ্জার্স

CamScanner

সেভেন সিস্টার্স

- ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৭টি রাজ্যকে বলে– সেভেন সিস্টার্স।
- টেকনিক: আমিত্রি মে অনাম– (আ= আসাম, মি= মিজোরাম, ত্রি = ত্রিপুরা, মে= মেঘালয়, অ = অরুণাচল, না = নাগাল্যান্ড, ম = মনিপুর)
- ভারতের মোট রাজ্য – ২৮ টি (২০১৪ সালে অন্ধ্রপ্রদেশ ভেঙ্গে সৃষ্টি হয় সর্বশেষ রাজ্য– তেলেঙ্গানা)
- ভারতের মূল ভূখন্ডের সাথে সেভেন সিস্টার্সকে যুক্ত করেছে– শিলিগুড়ি করিডোর (এই করিডোরকে 'চিকেন নেক' বলা হয়)
- 'ভারতের সেভেন সিস্টার্স'র অন্তর্ভুক্ত রাজ্য – ৭টি।
- বাংলাদেশের সীমান্তে ভারতের মোট রাজ্য আছে– ৫টি (পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মিজোরাম, ত্রিপুরা ও মেঘালয়) *[মনে রাখুন = পশ্চিমবঙ্গ + আমিত্রিমে]*
- সেভেন সিস্টার্সভুক্ত রাজ্য বাংলাদেশের সীমানায় আছে– ৪টি (আসাম, মিজোরাম, ত্রিপুরা ও মেঘালয়) *[মনে রাখুন = আমিত্রিমে]*
- সেভেন সিস্টার্সভুক্ত বাংলাদেশের সীমানায় নেই – ৩টি রাজ্য (অরুণাচল, নাগাল্যান্ড ও মনিপুর) *[মনে রাখুন = অনাম]*
- বাংলাদেশের সাথে ভারতের যে রাজ্যের সীমান্ত সবচেয়ে বেশি – পশ্চিমবঙ্গ।
- বাংলাদেশের সাথে ভারতের যে রাজ্যের সীমান্ত সবচেয়ে কম – আসাম।
- বাংলাদেশের যে বিভাগের সাথে ভারতের সীমান্ত নেই – ঢাকা, বরিশাল।
- মিয়ানমারের সাথে সীমান্ত আছে বাংলাদেশের – চট্টগ্রাম বিভাগের।
- বাংলাদেশ ও মিয়ানমার উভয় দেশের সাথে ভারতের যে রাজ্যের সীমানা আছে – মিজোরাম। সিকিম ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় – ১৯৭৫ সালে।
- মিয়ামারের সাথে বাংলাদেশের সীমানা– ২টি; রাখাইন ও চিন প্রদেশের
- ভারত ও নেপালের মধ্যে অমীমাংসিত ভূখন্ড– কালাপানি, লেপুলেখ ও লিম্পিয়াথুরা
- বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে রয়েছে যে ভূখন্ড – শিলিগুড়ি করিডোর।
- চীন, ভুটান ও ভারতের মধ্যে সীমান্তবর্তী স্থান – ডোকলাম।
- ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে – সিয়াচেন হিমবাহ নিয়ে।
- ভারত ও চীনের মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে– গালওয়ান উপত্যকা, অরুণাচল প্রদেশ ও শ্রীনগর নিয়ে।
- বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে সীমান্তবর্তী স্থান – মংডু, ঘুমধুম।
- আসাম ভিত্তিক গেরিলা সংগঠন – উলফা (ULFA)

বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলা

- বাংলাদেশের মোট জেলা– ৬৪টি।
- বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলা – ৩২টি।
- ভারতের সাথে সীমান্তবর্তী জেলা (৩০টি), মিয়ানমারের সাথে সীমান্তবর্তী জেলা – ৩টি (রাঙামাটি, বান্দরবান, কক্সবাজার)।
- ভারত ও মিয়ানমার উভয় দেশের সাথে সীমানা আছে– রাঙামাটির।
- পার্বত্য চট্টগ্রামের যে জেলার সাথে ভারতের সীমান্ত নেই– বান্দরবান।
- পার্বত্য চট্টগ্রামের যে জেলার সাথে মিয়ানমারের সীমান্ত নেই– খাগড়াছড়ি।
- পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা নয় কিন্তু একমাত্র যে জেলা মিয়ানমারের সীমান্তবর্তী– কক্সবাজার।

বাংলাদেশের সীমান্ত দৈর্ঘ্য

- বাংলাদেশের মোট আয়তন– ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি.মি/৫৬,৯৭৭ বর্গমাইল

সীমান্ত দৈর্ঘ্য	বিজিবি'র তথ্য	মাধ্যমিক ভূগোল বই
বাংলাদেশের মোট সীমান্ত দৈর্ঘ্য	৫,১৩৮ কিমি	৪৭১১ কি.মি
মোট স্থল সীমানা	৪,৪২৭ কিমি	৩৯৯৫ কি.মি
উপকূলীয় /তটরেখার দৈর্ঘ্য	৭১১ কিমি	৭১৬ কি.মি
ভারতের সাথে সীমান্ত দৈর্ঘ্য	৪,১৫৬ কিমি	৩,৭১৫ কি.মি.
মিয়ানমারের সাথে সীমান্ত দৈর্ঘ্য	২৭১ কিমি	২৮০ কি.মি.

বাংলাদেশের দিকভিত্তিক অবস্থান

দিক	স্থান	ইউনিয়ন	থানা	জেলা
উত্তর	জায়গিরজোত	বাংলাবান্ধা	তেঁতুলিয়া	পঞ্চগড়
দক্ষিণ	ছেঁড়া দ্বীপ	সেন্টমার্টিন	টেকনাফ	কক্সবাজার
পূর্ব	আখাইনঠং	রেমাক্রি	থানচি	বান্দরবান
পশ্চিম	মনাকষা	মনাকষা	শিবগঞ্জ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ

বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী স্থান

রৌমারী, বড়াইবাড়ি	কুড়িগ্রাম	তামাবিল, নয়াগ্রাম, পাদুয়া	সিলেট
বুড়িমারী	লালমনিরহাট	বড়লেখা,ডোমাবাড়ি	মৌলভীবাজার
চিলাহাটি	নীলফামারী	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ
নালিতাবাড়ি	শেরপুর	বিলোনিয়া	ফেনী
হালুয়াঘাট	ময়মনসিংহ	চৌদ্দগ্রাম, বিবির বাজার	কুমিল্লা

বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা

- জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন করে – ১৯৮২ সালে।
- আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইনের নাম – UNCLOS-III (United Nations Convention on Law of the Sea)
- বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বঙ্গোপসাগরের তটরেখার দৈর্ঘ্য– ৭১১ কি.মি.
- বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমুদ্রসীমা– ১২ নটিক্যাল মাইল/২২.২৩ কি.মি
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা (Exclusive Economic Zone-EEZ)– ২০০ নটিক্যাল মাইল/৩৭০ কি.মি
- বাংলাদেশের মহীসোপান– ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল/৬৫৬ কি.মি.
- ১ নটিক্যাল মাইল = ১.৮৫৩ কিমি./৬০৭৬.১২ ফুট/১৮৫২ মিটার।
- সমুদ্র সমতল থেকে উঁচু জেলা – দিনাজপুর (৩৭.৫০ মিটার)।
- সমুদ্র সমতল থেকে সবচেয়ে নিচু জেলা – কিশোরগঞ্জ।
- আন্তর্জাতিক সমুদ্র বিষয়ক আদালত – ITLOS।
- বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের সমুদ্রসীমার রায় হয় – ২০১২ সালের ১৪ মার্চ (রায় দেয় – **'International Tribunal for the Law of the Sea' (ITLOS)** যা জার্মানির হামবুর্গে অবস্থিত)।
- বাংলাদেশ ও ভারতের সমুদ্রসীমার রায় হয় – ২০১৪ সালে ৭ জুলাই। রায় দেয় – নেদারল্যান্ডেসের হেগে অবস্থিত স্থায়ী সালিশি আদালত (PCA)
- PCA-এর পূর্ণরূপ হলো – Permanent Court of Arbitration
- বাংলাদেশ মিয়ানমারের কাছ থেকে সমুদ্র লাভ করে– ১,১১,৬৩১ কি.মি.
- বাংলাদেশ ভারতের কাছ থেকে সমুদ্র লাভ করে– ১৯,৪৬৭ কি.মি.
- বাংলাদেশের সমুদ্রের মোট আয়তন– ১,১৮,৮১৩ বর্গ কি.মি
- ব্লু-ইকোনমি/সুনীল অর্থনীতি হলো - সমুদ্র অর্থনীতি (১৯৯৪ সালে গুন্টার পাউলি 'The Blue Economy: 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs' এ গ্রন্থে ধারণা দেন)
- বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার প্রথম পূর্ণাঙ্গ মানচিত্র প্রকাশ করেছে– চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব মেরিন সায়েন্স অ্যান্ড ফিশারিজ।

নোট: আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন অনুযায়ী মহীসোপান– ৩৫০ নটিক্যাল মাইল, কিন্তু বাংলাদেশ মহীসোপানের মালিক– ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল।

CamScanner

বঙ্গোপসাগর (Bay of Bengal)

- পৃথিবীর বৃহত্তম বে উপসাগর – বঙ্গোপসাগর
- আয়তন – ২১ লক্ষ ৭২ হাজার বর্গকিলোমিটার।
- গড় গভীরতা – ২৬০০ মিটার (৮,৫০০ ফুট)।
- বঙ্গোপসাগরের গভীরতম খাদের নাম – গঙ্গাখাত বা Swatch of No Ground (গভীরতা ১৪ কিলোমিটার)
- বঙ্গোপসাগরের তলদেশে অবস্থিত বিশ্বের দীর্ঘতম অসামুদ্রিক উপদ্বীপ (Under water deltas) – বঙ্গপাখা/সাবমেরিন ক্যানিয়ন
- 'বেঙ্গল ফ্যান' ভূমিরূপটি অবস্থিত – বঙ্গোপসাগরে
- বঙ্গোপসাগরের ৯০°পূর্ব দ্রাঘিমা রেখার সমান্তরালে একটি নিমজ্জিত পবর্তশ্রেণি – Ninety East Ridge
- বিশ্বের বৃহত্তম সাবমেরিন পাখা বা ডুবো গিরিখাত – বঙ্গপাখা বা বেঙ্গল ফ্যান
- বঙ্গোপসাগরের সর্বকালের বৃহত্তম যুদ্ধ যা– মালবার ২০০৭ নামে পরিচিত।
- বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপের রাজধানী– পোর্ট ব্লেয়ার

ছিটমহল

- ছিটমহল– (Enclave) কোনো একটি রাষ্ট্রের একটি এলাকা, যে-এলাকা চতুর্দিক থেকে অন্য একটি রাষ্ট্র দ্বারা পরিবেষ্টিত তাই ছিটমহল।
- বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে মোট ছিটমহল ছিল – ১৬২ টি
- ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের ছিটমহল ছিল– ৫১টি। (বর্তমান মালিক ভারত)।
  - ■ কুচবিহারে– ৪৭টি ■ জলপাইগুড়িতে– ৪টি।
- বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতের ছিটমহল ছিল– ১১১টি। যা বাংলাদেশের রংপুর বিভাগের ৪টি জেলায় ছিল। (বর্তমান মালিক বাংলাদেশ)
- টেকনিক: কালাপনী (কা = কুড়িগ্রাম- ১২টি, লা = লালমনিরহাট- ৫৯টি, প = পঞ্চগড়- ৩৬টি, নী = নীলফামারী- ৪টি)
- বাংলাদেশের ছিটমহলগুলো ভারতের যে রাজ্যে ছিল – পশ্চিমবঙ্গে।
- "ছিটমহলবেষ্টিত জেলা" বলা হতো – লালমনিরহাটকে।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম ছিটমহল ছিল– দহগ্রাম ও আঙ্গরপোতা (৩৫ বর্গমাইল, লালমনিরহাটে অংশ ছিল)
- আলোচিত মশালডাঙ্গা ছিটমহল ছিল – কুড়িগ্রামে।
- দাশিয়ারছড়া ইউনিয়নের বর্তমান নাম – মুজিব-ইন্দিরা দাশিয়ারছড়া ইউনিয়ন।

ছিটমহল চুক্তি

- প্রথম ছিটমহল চুক্তি– ১৬ মে, ১৯৭৪ সালে।
- চুক্তির নাম– ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি।
- বিষয়বস্তু – বাংলাদেশ দিবে- বেরুবাড়ি, ভারত দিবে- তিন বিঘা করিডোর
- বাংলাদেশের ছিটমহল বিষয়ে চুক্তি আছে সংবিধানের-৩য় সংশোধনীতে।
- সর্বশেষ ছিটমহল চুক্তি কার্যকর হয়– ২০১৫ সালের ৬ জুন।
- উভয় দেশের ছিটমহল বিনিময় হয়– ৩১ জুলাই মধ্যরাত (১২:০১ মিনিট) তথা ১ আগস্ট, ২০১৫।
- ছিটমহল বিষয়ে চুক্তি– ভারতের সংবিধানের ১০০তম সংশোধনীর বিষয় ছিল

বাংলাদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু

- বাংলাদেশের জলবায়ু – ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু/আর্দ্র সমভাবাপন্ন।
- বাংলাদেশের আবহাওয়া – নাতিশীতোষ্ণ।
- উত্তর গোলার্ধ/বাংলাদেশের বড় দিন ও ছোট রাত – ২১ জুন।
- উত্তর গোলার্ধ/বাংলাদেশের ছোট দিন ও বড় রাত – ২২ ডিসেম্বর।
- উত্তর গোলার্ধ/বাংলাদেশের দিন ও রাত সমান থাকে – ২১ মার্চ, ২৩ সেপ্টেম্বর।
- দক্ষিণ গোলার্ধের ছোট দিন ও বড় রাত – ২১ জুন।
- দক্ষিণ গোলার্ধের বড় দিন ও ছোট রাত – ২২ ডিসেম্বর।
- সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাতের স্থান – লালাখাল, সিলেট।
- সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাতের বিভাগ ও জেলা – সিলেট।
- সর্বোচ্চ শীতলতম বিভাগ ও জেলা – সিলেট।
- উষ্ণ জেলা ও বিভাগ – রাজশাহী।
- সর্বোচ্চ শীতল স্থান – শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।
- সর্বনিম্ন বৃষ্টিপাত স্থান – লালপুর, নাটোর।
- সর্বোচ্চ উষ্ণতম স্থান – লালপুর, নাটোর।
- উষ্ণ মাস – এপ্রিল এবং শীতলতম মাস – জানুয়ারি।
- বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত – ২০৩ সে.মি.।
- "স্বতন্ত্র ঋতু" বলা হয় – বর্ষাকালকে।
- বাংলাদেশের গড় তাপমাত্রা – ২৬.০১ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
- বস্তুর ওজন সবচেয়ে বেশি - মেরু অঞ্চলে।
- বস্তুর ওজন সবচেয়ে কম - নিরক্ষীয়/বিষুবীয় অঞ্চলে।
- ৬৬°.৫ উত্তর অক্ষরেখাকে বলা হয়– সুমেরু বৃত্ত।

SPARRSO

- সরকারি মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন কেন্দ্র – SPARRSO
- পূর্ণরূপ– Space Research and Remote Sensing Organization
- প্রতিষ্ঠা – ১৯৮০ সালে (অবস্থান – আগারগাঁও, ঢাকা)।
- SPARRSO এর প্রধান- প্রধানমন্ত্রীর সমমর্যাদার পদ প্রধান উপদেষ্টা।
- কাজ – ঘূর্ণিঝড় ও দুর্যোগের পূর্বাভাস প্রদান।
- SPARRSO যে মন্ত্রণালয়ের অধীন– প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের।

বাংলাদেশের ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র এবং আবহাওয়া কেন্দ্র

- বাংলাদেশের ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র রয়েছে– ৪টি।

কেন্দ্র	অবস্থান	প্রতিষ্ঠাকাল
১. বেতবুনিয়া	রাঙামাটি	১৯৭৫
২. তালিবাবাদ	গাজীপুর	১৯৮২
৩. মহাখালী	ঢাকা	১৯৯৫
৪. জালালাবাদ	সিলেট	১৯৯৭

- বাংলাদেশের ১ম ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রের নাম– বেতবুনিয়া, রাঙামাটি।
- বাংলাদেশের সর্বশেষ ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রের নাম– জালালাবাদ, সিলেট।
- বাংলাদেশের আবহাওয়া কেন্দ্র রয়েছে – ৪টি (টেকনিক- পচা ঢাক)। (প = পটুয়াখালী, চ = চট্টগ্রাম, ঢ = ঢাকা, ক = কক্সবাজার)
- আবহাওয়া অধিদপ্তর যে মন্ত্রণালয়ের অধীন – প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের।

জাতীয় বিষয়াবলি

জাতীয় সংগীত (National Anthem)

- রচয়িতা/গীতিকার ও সুরকার– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- প্রথম ২ লাইন– 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি, চির দিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি'
- ইংরেজি অনুবাদক– সৈয়দ আলী আহসান।
- রচনার প্রেক্ষাপট– ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষিতে (বাংলা-১৩১২)
- জাতীয় সঙ্গীত নেয়া হয়– গীতবিতান কাব্যগ্রন্থের স্বরবিতান কাব্য থেকে।
- প্রথম প্রকাশ– ১৯০৫ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায়
- মোট লাইন– ২৫ (যা বোঝায় বাংলার প্রকৃতির কথা)
- জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে নেওয়া হয়– প্রথম ১০ লাইন।
- রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে বাজানো হয়– প্রথম ৪ লাইন।
- জাতীয় পতাকার সাথে জাতীয় সঙ্গীত প্রথম গাওয়া হয়– ১৯৭১ সালে ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে।
- জাতীয় সংগীত সরকারিভাবে গৃহীত হয় – ১৩ জানুয়ারি, ১৯৭২।
- প্রথম যে চলচ্চিত্রে গাওয়া হয়- জহির রায়হানের "জীবন থেকে নেয়া"।
- রবীন্দ্রনাথ জাতীয় সংগীত রচনা করেন - বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কা এর।
- ২০০৬ সালে বিবিসির শ্রোতা জরিপে শ্রেষ্ঠ বাংলা গান নির্বাচিত হয়– জাতীয় সংগীত।
- আমার সোনার বাংলা গানটি রচিত হয়েছিল– বাউল গীতিকার গগন হরকরার 'আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে' এই বাউল গানের সুরে।
- স্বাধীনতা দিবসে ঢাকার জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে ২ লক্ষ ৫৪ হাজার ৬৮১ জন মানুষ সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত গেয়ে বিশ্ব রেকর্ড করে– ২০১৪ সালে।

CamScanner

রণ সংগীত ও ক্রীড়া সংগীত

- বাংলাদেশের রণ সংগীত – চল চল চল। উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল
- রণ সংগীতের রচয়িতা – কাজী নজরুল ইসলাম।
- মোট লাইন– ২১। বাজানো হয়– ২১ লাইন
- রণ সংগীত ১৯২৮ সালে (১৩৩৫ বঙ্গাব্দ) 'নতুনের গান' শিরোনামে সন্ধ্যা কাব্যগ্রন্থে প্রকাশ করেন– কাজী নজরুল ইসলাম।
- বাংলাদেশের রণ সংগীত হিসেবে গৃহীত হয় - ১৩ জানুয়ারি, ১৯৭২।
- বাংলাদেশের ক্রীড়া সংগীতের রচয়িতা - সেলিমা রহমান ।
- ক্রীড়া সংগীতের কলি- 'বাংলার দুরন্ত সন্তান আমরা দুর্দম দুর্জয়'.....।
- কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে কানাডায় নির্মিত চলচ্চিত্র 'নজরুল' এর পরিচালক– ফিলিপ স্পারেল।

জাতীয় পতাকা

- ১৯৭০ সালের ৬ জুন মানচিত্র খচিত বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার প্রথম ডিজাইনার– কুমিল্লার শিব নারায়ণ দাস।
- জাতীয় পতাকা থেকে মানচিত্র বাদ দেওয়া সংক্রান্ত অধ্যাদেশ জারি করা হয়– ৪ জানুয়ারি, ১৯৭২
- জাতীয় পতাকার বর্তমান ডিজাইনার– পটুয়া কামরুল হাসান।
- জাতীয় পতাকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ– ১০:৬/ ৫:৩:১।
- জাতীয় পতাকার প্রথম উত্তোলন– ২ মার্চ, ১৯৭১।
- স্থান– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের সামনে বটতলায়।
- প্রথম পতাকা উত্তোলনকারী- আ.স.ম আব্দুর রব।
- জাতীয় সংগীতের সাথে প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন হয়– ৩ মার্চ, ১৯৭১ পল্টন ময়দানে।
- জাতীয় সংগীতের সাথে প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন– শাজাহান সিরাজ
- সরকারি অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গবন্ধুর বাসভবনসহ সারা দেশে প্রথম পতাকা উত্তোলন করা হয় – ২৩ মার্চ, ১৯৭১ সালে।
- বর্তমান পতাকা সরকারিভাবে গৃহীত হয়– ১৭ জানুয়ারি, ১৯৭২।
- প্রথম বিদেশি মিশনে প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন– ১৮ এপ্রিল, ১৯৭১ কলকাতা মিশনে, এম.আর হোসেন আলী কর্তৃক।
- সংবিধানের ৪(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার রং– সবুজ রঙের জমিনের উপর স্থাপিত রক্ত বর্ণের একটি ভরাট বৃত্ত

জাতীয় প্রতীক

- জাতীয় প্রতীকের রূপকার– কামরুল হাসান।***
- জাতীয় প্রতীকে রয়েছে –উভয় পাশে ধানের শীষ, ভাসমান শাপলা ফুল, পাট গাছের তিনটি পাতা ও উভয় পাশে দুটি করে তারকা।
- তারকা রয়েছে – ৪টি।** ব্যবহার করেন– রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী
- ৪ টি তারকা দিয়ে বুঝায়– সংবিধানের ৪টি মূলনীতি।
- পানি, ধান ও পাট প্রতীকে বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত হয়েছে– বাংলাদেশের নিসর্গ ও অর্থনীতি।
- এ তিনটি উপাদানের উপর স্থাপিত জলজ প্রস্ফুটিত শাপলা হলো– অঙ্গীকার, সৌন্দর্য ও সুরুচির প্রতীক।
- অনুমোদন পায় – ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২।**
- সংবিধানের যে অনুচ্ছেদে মনোগ্রামের কথা বলা হয়েছে– ৪(৩)

রাষ্ট্রীয় মনোগ্রাম***

- রাষ্ট্রীয় মনোগ্রাম/বাংলাদেশ সরকারের সিলমোহরের ডিজাইনার– এন এন সাহা (নিত্যানন্দ সাহা)।*** অন্যনাম – এএনএ সাহা।
- রাষ্ট্রীয় মনোগ্রামে তারকা আছে– ৪টি
- ব্যবহার করা হয়– সরকারি অফিস, নথি, স্মারক, চিঠি-পত্র ও বিজ্ঞপ্তিতে।
- মনোগ্রামে যা রয়েছে– লাল রঙের বৃত্তের মাঝে হলুদ রঙের বাংলাদেশের মানচিত্র। বৃত্তের উপরের দিকে লেখা রয়েছে "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ" নিচে লেখা রয়েছে "সরকার" এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ও সরকার এর লেখার মাঝে দুটি করে চারটি তারকা রয়েছে।

জাতীয় বিষয়....

জাতীয় ফুল	শাপলা	জাতীয় ফল	কাঁঠাল
জাতীয় বৃক্ষ	আম গাছ**	জাতীয় মাছ	ইলিশ
জাতীয় পশু	রয়েল বেঙ্গল টাইগার		

বাংলাদেশের জাতীয় ও অন্যান্য দিবস

তারিখ	দিবস
১ জানুয়ারি	জাতীয় গ্রন্থ দিবস
২ জানুয়ারি	জাতীয় সমাজসেবা দিবস
২৪ জানুয়ারি	গণঅভ্যুত্থান দিবস**
২ ফেব্রুয়ারি	জাতীয় জনসংখ্যা দিবস**
১ মার্চ	বীমা দিবস
২ মার্চ	জাতীয় পতাকা দিবস, ভোটার দিবস
৬ মার্চ	জাতীয় পাট দিবস***
২৫ মার্চ	কালো রাত দিবস, গণহত্যা দিবস
৩ এপ্রিল	জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস
১৭ এপ্রিল	মুজিবনগর দিবস
২৩ জুন	পলাশী দিবস
১৭ সেপ্টেম্বর	জাতীয় শিক্ষা দিবস
৩ নভেম্বর	জাতীয় জেল হত্যা দিবস
৭ নভেম্বর	জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস
১৫ নভেম্বর	জাতীয় কৃষি দিবস***
২১ নভেম্বর	সশস্ত্র বাহিনী দিবস
৩০ নভেম্বর	জাতীয় আয়কর দিবস***
১ ডিসেম্বর	মুক্তিযোদ্ধা দিবস**
৬ ডিসেম্বর	স্বৈরাচার পতন দিবস
৯ ডিসেম্বর	রোকেয়া দিবস
১০ ডিসেম্বর***	ভ্যাট দিবস (পূর্বে ভ্যাট দিবস ছিল ১০ জুলাই)
১৪ ডিসেম্বর	শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস
৩০ ডিসেম্বর	প্রবাসী দিবস

বর্তমান নাম ও পুরাতন নাম

বর্তমান নাম	পুরাতন নাম	বর্তমান নাম	পুরাতন নাম
রাজশাহী*	রামপুর বোয়ালিয়া	কুষ্টিয়া	নদীয়া
নোয়াখালী*	সুধারাম/ভুলুয়া	ফেনী	শমসের নগর
কুমিল্লা*	ত্রিপুরা	বাগেরহাট**	খলিফাবাদ
ময়মনসিংহ*	নাসিরাবাদ	যশোর	খলিফাতাবাদ
উত্তরবঙ্গ	বরেন্দ্রভূমি	গাইবান্ধা	ভবানীগঞ্জ

CamScanner

দিনাজপুর*	গন্ডোয়ানাল্যান্ড	গাজীপুর	জয়দেবপুর
খুলনা	জাহানাবাদ	সোনারগাঁও	সুবর্ণ গ্রাম
ফরিদপুর	ফতেহাবাদ	ময়নামতি	রোহিতগিরি
রাঙ্গামাটি*	হরিকেল	নিঝুম দ্বীপ**	বাউলার চর
আসাদগেট	আইয়ুব গেট	ভোলা	শাহাবাজপুর
শেরে বাংলা নগর	আইয়ুব নগর	লালবাগ কেল্লা*	আওরঙ্গবাদ দুর্গ
ঢাকা*	জাহাঙ্গীরনগর/ঢাবেক্কা/ঢাক্কা		
চট্টগ্রাম*	ইসলামাবাদ/পোর্ট গ্রান্ডে/ চট্টলা		
সিলেট	জালালাবাদ/শ্রীহট্ট		
বরিশাল*	চন্দ্রদ্বীপ/বাকলা/ইসমাইলপুর/বাকেরগঞ্জ		
কক্সবাজার	ফালংকী/পালংকী/প্যানোয়া		
শাহবাগ	বাগ-ই-শাহেন শাহ		

ভৌগোলিক উপনাম

উপনাম	স্থান	উপনাম	স্থান
পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ	বাংলাদেশ	ষড়ঋতুর দেশ	বাংলাদেশ
নদীমাতৃক দেশ	বাংলাদেশ	পর্যটন রাজধানী	কক্সবাজার
সোনালী আঁশের দেশ	বাংলাদেশ	সাগরকন্যা	কুয়াকাটা
বাংলাদেশের কুয়েত	খুলনা	প্রাচ্যের ডান্ডি	নারায়ণগঞ্জ
প্রথম Wi-Fi নগরী	সিলেট	১ম ডিজিটাল জেলা	যশোর
BD বৃহত্তম ব-দ্বীপ	সুন্দরবন	হিমালয়ের কন্যা	পঞ্চগড়
বাংলাদেশের প্রবেশদ্বার		চট্টগ্রাম	
বারো আউলিয়ার দেশ		চট্টগ্রাম	
৩৬০ আউলিয়ার দেশ, সাইবার সিটি		সিলেট**	
বাংলার শস্যভান্ডার/বাংলার ভেনিস		বরিশাল	
উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার		বগুড়া	
হেলথ সিটি / স্বাস্থ্য নগরী		চট্টগ্রাম	
গ্রিন সিটি/ক্লিন সিটি, সিল্ক সিটি**		রাজশাহী	

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা

- জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি - নায়েম (NAEM)।
- প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করেন - ডিপিই (DPE)
- প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি - ন্যাপ (NAPE)।
- বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশনের নাম– কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন (জাতীয় শিক্ষা কমিশন), ১৯৭২
- প্রথম জাতীয় অধ্যাপক নিয়োগ দেওয়া হয় - ১৯৭৫ সালে।
- প্রথম নারী জাতীয় অধ্যাপক - সুফিয়া আহমেদ।
- প্রাথমিক শিক্ষা আইন জারি হয় - ১৯৭৪ সালে।
- বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাস হয়– ১৯৯০ সালে।
- বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা (৬৮টি উপজেলায়) চালু হয় - ১৯৯২ সালে
- সারাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু হয়– ১ জানুয়ারি, ১৯৯৩।
- বর্তমান শিক্ষা কমিশনের নাম– কবির শিক্ষা কমিশন (২০০৯)
- বাংলাদেশে সর্বশেষ জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণীত হয় - ২০১০ সালে।
- বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষার স্তর– ১ম শ্রেণি থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত।
- বাংলাদেশের নিরক্ষরমুক্ত জেলা– ৭টি (প্রথম জেলা- মাগুরা, সর্বশেষ জেলা- সিরাজগঞ্জ)।
- বাংলাদেশে ক্যাডেট কলেজ– ১২টি (ছেলেদের- ৯টি ও মেয়েদের ৩টি)
- বাংলাদেশের প্রথম ক্যাডেট কলেজ– ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ, চট্টগ্রাম (১৯৫৮)। কিন্ডারগার্টেন (জার্মান শব্দ) চালু করে– ফ্রোয়েবল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (University of Dhaka)

নাথান কমিশন

- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ- নাথান কমিশন।
- গঠন– ২৭ মে, ১৯১২ সালে (কমিশনের প্রধান- রবার্ট নাথান)।
- মোট সদস্য– ১৩ জন (সদস্যপদ পেয়েও প্রত্যাখান করেন– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)
- ঢাবি প্রতিষ্ঠায় বিলম্ব হয়– ১৯১৪ সালে ১ম বিশ্বযুদ্ধের জন্য।
- পরবর্তীতে ঢাবি প্রতিষ্ঠার জন্য স্যাডলার কমিশন গঠন করেন– ১৯১৭ সালে
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট পাস হয়– ১৯২০ সালে।
- লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার পি.জে হার্টগ কে প্রথম ভিসি হিসে নিয়োগ– ১ ডিসেম্বর, ১৯২০ সালে।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যাত্রা শুরু করে– ১৯২১ সালের ১ জুলাই।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখেন– লর্ড হার্ডিঞ্জ, লর্ড ডানডাস।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালীন প্রথম তথ্য

- অনুষদ ছিল– ৩টি (কলা, আইন ও বিজ্ঞান)
- হল ছিল– ৩টি (জগন্নাথ হল, শহিদুল্লাহ হল ও সলিমুল্লাহ মুসলিম হল)
- বিভাগ ছিল– ১২টি। শিক্ষক ছিল– ৬০জন।
- ছাত্র-ছাত্রী ছিল– ৮৭৭ জন।(ছাত্র-৮৭৬ জন এবং ছাত্রী-১ জন)
- প্রথম ছাত্রী– লীলা নাগ (ইংরেজি বিভাগ)
- প্রথম মুসলিম ছাত্রী– ফজিলেতুন্নেসা জোহা (গণিত বিভাগ)
- প্রথম ভিসি (উপাচার্য)– পি, জে হার্টগ (১৯২০-১৯২৫)
- প্রথম চ্যান্সেলর (আচার্য)– লর্ড ডানডাস (১৯২১-১৯২২)
- প্রথম মহিলা ডিন (অনুষদ প্রধান)– বেগম আজিজুন্নেসা।
- প্রথম মহিলা শিক্ষিকা– করুণা কণা গুপ্তা (ইতিহাস বিভাগ)

ঢাবির সাথে জড়িত দিবস

দিবস	বিশেষ তথ্য
১ জুলাই	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস। (ঢাবি প্রতিষ্ঠা- ১ জুলাই, ১৯২১)
২৩ আগস্ট	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কালো দিবস। (২০০৭ সালে ২৩ আগস্ট সশস্ত্রবাহিনী কর্তৃক ঢাবির ছাত্র-শিক্ষককে লাঞ্ছিত করা হয়)।
১৫ অক্টোবর	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শোক দিবস। (১৯৮৫ সালে ১৫ অক্টোবর জগন্নাথ হলের ছাদ ধ্বসে ৩৯ জন প্রাণ হারায়)।

ডাকসু ও ডাকসু নির্বাচন

- ডাকসু বলতে বুঝায়– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ।
- ডাকসু প্রতিষ্ঠিত হয়– ১৯২৪ সালে।
- প্রথম ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়– ১৯২৪ সালে।
- স্বাধীনতার পর প্রথম নির্বাচন হয়-১৯৯০ সালে।
- সর্বশেষ নির্বাচন হয় – ১১ মার্চ, ২০১৯ (৩৭তম)।

সমাবর্তন

- ইংরেজি প্রতিশব্দ– Convocation.
- ঢাবিতে ১ম সমাবর্তন হয়– ১৯২৩ সালে। (প্রথম সমাবর্তনে বক্তা ছিলেন বুলওয়ার লিটন)
- স্বাধীনতার পর প্রথম সমাবর্তন হয়– ১৯৯৯ সালে।
- প্রথম ডক্টর অব লজ ডিগ্রি লাভ করেন- লর্ড ডানডাস।
- প্রথম ডক্টর অব সায়েন্স ডিগ্রি লাভ করেন- সি ভি রমন।
- প্রথম ডক্টর অব লিটারেচার ডিগ্রি লাভ করেন- হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
- ২০২২ সালের ১৯ নভেম্বর ঢাবির ৫৩তম সমাবর্তনে অতিথি ছিলেন ২০১৪ সালে অর্থনীতিতে নোবেল বিজয়ী ফ্রান্সের ড. জ্যাঁ তিরোল।

তথ্য তরঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

- কার্জন হল প্রতিষ্ঠিত হয়– ১৯০৪ সালে।
- ঢাবির লোগোর ডিজাইন করেন– সমরজিৎ রায় চৌধুরী
- বর্তমান লোগোর ব্যবহার হয়ে আসছে– ১৯৭৩ সাল থেকে
- নীতিবাক্য– সত্যের জয় সুনিশ্চিত (Truth shall prevail)

CamScanner

- মনোগ্রামের স্লোগান– শিক্ষাই আলো।
- ঢাবি যে হলের নাম এক সময় 'চামেলি হাউজ' ছিল– রোকেয়া হল, এটি মেয়েদের প্রথম হল; প্রতিষ্ঠিত হয় – ১৯৫৬ সালে।
- এক সময়ের আইনসভা ছিল ঢাবির যে হল– জগন্নাথ হল।
- গ্রীক মন্যুমেন্ট অবস্থিত– TSC তে।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখেন– নবাব সলিমুল্লাহ ও নওয়াব আলী চৌধুরী।
- ঢাবি প্রতিষ্ঠায় জমি দান করেন– নওয়াব আলী চৌধুরী ও নবাব সলিমুল্লাহ।
- মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাবির যে দার্শনিক শহিদ হন– অধ্যাপক গোবিন্দচন্দ্র দেব (দর্শন বিভাগ)।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রথম নারী ডক্টরেট ডিগ্রি প্রাপ্ত– ড. নীলিমা ইব্রাহিম।
- যে বিজ্ঞানী ঢাবির পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলেন- সত্যেন্দ্রনাথ বসু
- যে বিখ্যাত সাহিত্যিক ঢাবির ছাত্র ছিলেন- বুদ্ধদেব বসু।
- ১৯৭১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারে ১৯৫ জন ছাত্র শিক্ষক কর্মকর্তা ও কর্মচারী শহিদদের স্মরণে নির্মিত - স্মৃতি চিরন্তন।
- ২০২১ সালের ১লা জুলাই দেশের ইতিহাসে প্রথম প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ পালন করে- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ।
- টিএসসির (TSC) ছপতি - কনস্টানটাইন ডক্সাইড।
- সড়ক দুর্ঘটনায় স্মৃতি ছাপনা - চলচ্চিত্রকার তারেক মাসুদ ও মিস্তক মুনির কাগজের ফুল চলচ্চিত্রের লোকেশন দেখতে গিয়ে মানিকগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় ২০১১ সালে ১৩ আগস্ট মৃত্যুবরণ করেন। তাঁদের স্মরণে এই ছাপনা। ঢালি আল-মামুনের পরিকল্পনায় নকশা করেছেন - সালাউদ্দিন আহমেদ।
- ১৯৫৬ সাল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে প্রকাশিত পত্রিকা– সাহিত্য পত্রিকা।
- ঢাবিতে বিদেশি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আবাসিক হল – স্যার পি জে হার্টগ ইন্টারন্যাশনাল হল। (হলটি প্রতিষ্ঠা করা হয় – ১৯৬৬ সালে)
- বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাপিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রথম ভাস্কর্য – অপরাজেয় বাংলা।

ঢাবিতে উল্লেখযোগ্য ছাপত্য

ভাস্কর্যের নাম	অবছান	ভাস্কর
অপরাজেয় বাংলা**	কলাভবনের সামনে	সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালেদ
মুক্তি ও গণতন্ত্র তোরণ	নীলক্ষেত মোড়ে	রবিউল হুসাইন
স্বোপার্জিত স্বাধীনতা**	টিএসসি চত্বরে	শামীম শিকদার
দোয়েল চত্বর**	কার্জন হলের সামনে	আজিজুল জলিল পাশা
স্বাধীনতা সংগ্রাম**	ফুলার রোড	শামীম শিকদার
ক্যাকটাস	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	হামিদুজ্জামান খান
মা ও শিশু	মুজিব হল	নভেরা আহমেদ
নারী, শিশু ও পুরুষ	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	নভেরা আহমেদ
স্বামী বিবেকানন্দ	জগন্নাথ হল	শামীম শিকদার
বেগম রোকেয়া ভাস্কর্য	রোকেয়া হল	হামিদুজ্জামান খান
সন্ত্রাসবিরোধী রাজু ভাস্কর্য	টিএসসি চত্বরে	শ্যামল চৌধুরী***
শান্তির পায়রা/শান্তির পাখি	টিএসসি	হামিদুজ্জামান খান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লেখযোগ্য কয়েকজন ভিসি

- উপমহাদেশের প্রথম ভিসি, প্রথম মুসলিম ভিসি, প্রথম বাঙালি ভিসি– স্যার এ এফ রহমান।***
- ছাত্র হিসেবে প্রথম ভিসি, ভাষা আন্দোলনকালীন ভিসি, বঙ্গবন্ধু ও জিল্লুর রহমানকে বহিষ্কারক ভিসি– সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন।*
- '৬৯'এর গণঅভ্যুত্থানকালীন ভিসি, মুক্তিযুদ্ধকালীন ভিসি- বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী।***
- ১৯৭১ সালে পাকিস্তানিদের সাথে বিরোধ দেখা দিলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদ থেকে পদত্যাগ করেন– আবু সাঈদ চৌধুরী**
- যে প্রাক্তন উপাচার্য ভারতের এক প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির ভাই ছিলেন- ড. মাহমুদ হোসেন।
- ঢাবি'র বর্তমান ভিসি – অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান (৩০তম)।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবির জন্য গুরুত্বপূর্ণ)

- প্রতিষ্ঠা- ১৯৭০ সালে।
- আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা করে- ১২ জানুয়ারি, ১৯৭১ সালে।
- প্রতিষ্ঠাকালীন ও প্রথম ভিসি ছিলেন– মফিজউদ্দিন আহমেদ
- দ্বিতীয় ভিসি ছিলেন কবি ও সাহিত্যিক– সৈয়দ আলী আহসান
- প্রতিষ্ঠাকালীন অনুষদ ছিল- ১টি (সমাজবিজ্ঞান অনুষদ) এবং বর্তমান অনুষদ- ৬টি, ইনস্টিটিউট- ৪টি ও বিভাগ- ১৬টি।
- বাংলাদেশের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়, মোট হল - ১৬টি (ছাত্র হল ৮টি এবং ছাত্রী হল ৮টি)।
- বর্তমান ২০তম উপাচার্য- ড. মোহাম্মদ কামরুল আহসান (দর্শন বিভাগ)।
- বিখ্যাত নাট্যকার সেলিম আল দীন জাবির নাট্যকলা বিভাগের ছাত্র ও শিক্ষক ছিলেন তাঁর নামে সেলিম আল দীন নাট্যমঞ্চ রয়েছে- জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে।
- ক্রিকেটার মুশফিকুর রহিম, অভিনেতা হুমায়ুন ফরিদি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন- ইতিহাস বিভাগের।
- বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু শহিদ মিনার অবছিত - জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছপতি– রবিউল হুসাইন
- বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি ভাস্কর্য 'অমর একুশে' ছপতি - জাহানারা পারভীন।
- মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিমূলক অন্যতম ভাস্কর্য 'সংশপ্তক' এর ছপতি - হামিদুজ্জামান খান।
- জাবি'র বাংলা বিভাগ থেকে প্রকাশিত পত্রিকা– ভাষা সাহিত্য পত্র।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

- প্রতিষ্ঠা– ২০০৫ সালের, ২০ অক্টোবর।
- প্রথম ভিসি– অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম।
- বর্তমান ভিসি– অধ্যাপক ড. রেজাউল করিম (৭ম)
- ভাস্কর্য– ৭১ এর গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি (ভাস্কর- রাশা)।
- জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ম সমাবর্তন হয় – ২০২০ সালের ১১ জানুয়ারি।

অন্যান্য সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

- দেশের দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়– ১৯৫৩ সালের ৬ জুলাই। (প্রথম ভিসি- ইতরাত হোসেন জুবেরী)
- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে নির্মিত– গোল্ডেন জুবিলি টাওয়ার (ছপতি– মৃণাল হক)
- চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়-১৯৬৬ সালের ১৮ নভেম্বর।
- চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভিসি– এ আর মল্লিক
- সশস্ত্র বাহিনীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (BUP) প্রতিষ্ঠিত হয়- ২০০৮ সালে ঢাকার মিরপুরে।
- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত পত্রিকা– সাহিত্যিকী।

জ্ঞান চর্চায় গ্রিক দার্শনিক

SPAA

- SPAA দ্বারা গ্রিক দার্শনিকদের বুঝায়।
- এখানে গুরু শিষ্যের বা শিক্ষক ছাত্রের মধ্যে সম্পর্ক বিদ্যমান।
- S = সক্রেটিস
  - জ্ঞানের পিতা বলা হয়। (Father of Knowledge)
  - দর্শনের জনক বলা হয়। (Father of Philosophy)
  - হেমলক লতার বিষপানে মৃত্যু।
  - উক্তি- Knowledge is Virtue (জ্ঞানই পুণ্য)**
  - Virtue is Knowledge (সৎগুণই জ্ঞান)**
  - Know thyself (নিজেকে জানো),* We Want Justice.
  - I to die you to live which is better only God knows
  - An Unexamined life is not worth living**
  - মৃত্যুর পূর্বে সক্রেটিসের শেষ বাক্য ছিল– Crito, I owe a cock to Asclepius will you remember to pay the debt.

CamScanner

- P = প্লেটো
  - তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান- একাডেমিয়া।
  - গ্রন্থ- রিপাবলিক, ডায়ালগস, স্টেইটম্যান
  - আদর্শ রাষ্ট্র ধারণার প্রবর্তক- প্লেটো।
  - উক্তি- শাসক যদি ন্যায়পরায়ণ হয় আইন অনাবশ্যক, শাসক যদি হয় দুর্নীতি পরায়ণ আইন নিরর্থক।
  - Virtue is knowledge and can be acquired
  - Virtue is knowledge and education is the main thing acquire virtue
- A = এরিস্টটল
  - শিক্ষা প্রতিষ্ঠান- লাইসিয়াম।
  - জনক-রাষ্ট্রবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, যুক্তিবিদ্যা/তর্কশাস্ত্র।
  - গ্রন্থ- পলিটিক্স, ইথিকস, লজিক, রেটোরিক।
  - উক্তি:
  - (i) Man is Social & Political Animals (মানুষ সামাজিক ও রাজনৈতিক জীব)
  - (ii) যারা সমাজে বাস করে না তারা হয় দেবতা, না হয় পশু।
  - (iii) আইন হলো পক্ষপাতহীন যুক্তি।
  - (iv) Golden Mean (সুবর্ণ মধ্যক) হচ্ছে দুইটি চরম পন্থার মধ্যবর্তী অবস্থান। যার প্রবর্তক- এরিস্টটল
- A = আলেকজান্ডার
  - জন্ম- গ্রীস, রাজা- ম্যাসিডোনিয়া (খ্রিস্টপূর্ব-৩৩৫ অব্দে)
  - ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন- খ্রিস্টপূর্ব-৩২৭ অব্দে
  - ফিরে যান- খ্রিস্টপূর্ব-৩২৫ অব্দে।
  - মারা যান- খ্রিস্টপূর্ব ৩২৩ ব্যবিলনে (ইরাক)**
  - সমাধি – আলেকজান্দ্রিয়া, মিশর। সেনাপতি- সেলুকাস।
  - রাজা দশরথের পুত্র "ভরত" এর নাম অনুযায়ী ভারত নামকরণ করা হয়।

গৌতমবুদ্ধ

- জন্ম- খ্রিস্টপূর্ব ৫৬৩ অব্দে নেপালের কপিলা বস্তুর লুম্বিনিতে।**
- বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক, লাইট অব এশিয়া বলা হয়
- গ্রন্থ- ত্রিপিটক (পালি ভাষায় লেখা)
- মৃত্যু- ৮০ বছর বয়সে খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৩ অব্দে ভারতের কুশিনগরে দেহত্যাগ করেন। নির্বাণ লাভ যে ধর্মের সাথে সম্পর্কিত- বৌদ্ধ।**

বাংলার ইতিহাস ও উৎপত্তি

- সমগ্র বাঙালি জনগোষ্ঠীকে ভাগ করা হয়েছে- ২ ভাগে
  ১. প্রাক আর্য বা অনার্য জাতি গোষ্ঠী ২. আর্য জনগোষ্ঠী
- প্রাক আর্য বা অনার্য জাতি গোষ্ঠীকে আবার ৪ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে- নেগ্রিটো, অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও ভোটচীনীয়
- বাংলা ভাষা যে ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত- ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর
- প্রাচীন সাহিত্যে নিষাদ নামে পরিচিত- আদি অস্ট্রেলীয়
- দ্রাবিড় জাতি এ দেশে আসে- প্রায় ৫ হাজার বছর পূর্বে।
- আর্য সংস্কৃতি সমধিক বিকাশ লাভ করে- পাল শাসনামলে
- আর্যরা এদেশে আসে- ইরান থেকে
- আর্য সাহিত্যকে বলে- বৈদিক সাহিত্য
- হিন্দু সমাজ চার শ্রেণিতে বিভক্ত – ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রীয়, বৈশ্য, শূদ্র
- নৃতাত্ত্বিকভাবে বাঙালিদের আদি গোষ্ঠীকে বলা হয়- অস্ট্রেলীয়
- বাঙালিদের প্রধান অংশ গড়ে উঠেছে- অস্ট্রিক জাতি থেকে।
- বাঙালি আদি জনগোষ্ঠীর ভাষা ছিল- অস্ট্রিক।
- প্রাচীন ভারতের ইতিহাস গ্রন্থ রাজতরঙ্গিনীর লেখক- কলহন।
- ইতিহাস শব্দের উৎপত্তি গ্রিক শব্দ-Historia থেকে
- ইতিহাস শব্দের শাব্দিক অর্থ – ঐতিহ্য
- ইংরেজি History শব্দের আভিধানিক অর্থ – অনুসন্ধান বা গবেষণা
- ইতিহাসের জনক – গ্রিক দার্শনিক হেরোডোটাস
- ইসলামের ইতিহাসের জনক- আল মাসুদী
- বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের জনক- থুকিডাইডিস।
- বাংলা শব্দের উৎপত্তি হয় – বঙ্গ ধাতু থেকে।
- বাঙালি জাতির পরিচয়- শংকর জাতি হিসেবে।
- বাংলার আদি জনগোষ্ঠীর ভাষা ছিল- অস্ট্রিক।
- "বঙ্গ" নামের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় – হিন্দুদের ঋগ্বেদের "ঐতরেয় আরণ্যক" গ্রন্থে।
- দেশবাচক "বঙ্গ" নামের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়- আবুল ফজলের "আইন-ই-আকবরী" গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে।
- তাম্রলিপি- তামার পাত্রে খোদাই করা শাসনাদেশ।
- বাংলার প্রাচীনতম বন্দরের নাম- তাম্রলিপ্ত।
- চীনা দেশীয় ইতিহাসের জনক- সুমা কিয়েন।
- সুমা-কিয়েন ভারতীয় ইতিহাসের গ্রন্থ লেখেন- ঐতিহাসিক দলিল।
- ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ যিনি – ইতিহাসবেত্তা।

জনপদ

প্রাচীন বাংলায় ছোট বড় ১৬টি জনপদের নাম পাওয়া যায়। তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ জনপদগুলো হচ্ছে.....

পুণ্ড্র *** (Pundra)	• অবস্থান-বগুড়া, রাজশাহী, রংপুর ও দিনাজপুর • জড়িত নদী- করতোয়া • রাজধানী ছিল- পুণ্ড্রনগর/পুণ্ড্রবর্ধন (বর্তমান নাম মহাস্থানগড়) • বিশেষত্ব-বাংলার সবচেয়ে প্রাচীন জনপদ ও সবচেয়ে সমৃদ্ধ জনপদ (মৌর্যরা শাসন করে) • বাংলার প্রাচীনতম নগর- পুণ্ড্র নগর বা মহাস্থানগড় • ১৮৭৯ সালে আলেকজান্ডার কানিংহাম আবিষ্কার করেন- মহাস্থানগড় • মৌর্য সম্রাট অশোক মৌর্য শাসনের প্রাদেশিক রাজধানী করেন- পুণ্ড্রনগর বা পুণ্ড্রবর্ধন • মহাস্থানগড়ের নিদর্শন: শাহ সুলতান বলখীর (মাহী সাওয়ার) মাজার, ভাসু বিহার, পরশুরামের প্রাসাদ, গোবিন্দ ভিটা, জীয়ত কুণ্ড, খোদাই পাথর, বেহুলা লখিন্দরের বাসরঘর, ব্রাহ্মী শিলালিপি/মহাস্থান ব্রাহ্মীলিপি, মিহির ভাইয়ার বাসা
বঙ্গ** (Vanga)	• অবস্থান- বৃহত্তর ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল অঞ্চল • বিশেষ তথ্য: বাংলার সবচেয়ে বৃহত্তম জনপদ- বঙ্গ
সমতট*** (Samatata)	• অবস্থান- বৃহত্তম কুমিল্লা ও নোয়াখালী • রাজধানী ছিল - বড় কামতা (পূর্ব নাম- রোহিতগিরি) • ৭ম শতকে হিউয়েন সাং এ জনপদ ভ্রমণ করেন।
হরিকেল*** (Harikela)	• অবস্থান- সিলেট, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম • বিশেষত্ব – সর্বপূর্ব দিকের জনপদ
বরেন্দ্র (Varendra)	• অবস্থান- উত্তরবঙ্গ (গঙ্গা ও করতোয়া নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল) • এ জনপদের নামে বাংলাদেশের ১ম জাদুঘর বরেন্দ্র রিসার্চ জাদুঘর ১৯১০ সালে রাজশাহীতে প্রতিষ্ঠা করা হয়।
গৌড় (Gour)*	• অবস্থান- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বিহার উড়িষ্যা। • রাজধানী ছিল- কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ) • বাংলাদেশের একমাত্র জেলা চাঁপাইনবাবগঞ্জ এ জনপদের অন্তর্ভুক্ত। • গৌড়ের প্রথম ধারণা পাওয়া যায় প্রাচীন কালের বৈয়াকরণিক- পাণিনির গ্রন্থে।
রাঢ় (Radha)	• অবস্থান-ভাগীরথী নদীর পশ্চিমতীর • অপরনাম ছিল – সুহ্ম • রাজধানী- কোটিবর্ষ। (বর্তমান অবস্থান- পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ দিনাজপুর।)

CamScanner

বাংলায় ভ্রমণকারী বিদেশি পর্যটক

নাম	দেশ	সময়	শাসক	গ্রন্থ
মেগাস্থিনিস	গ্রীক দূত	খ্রিস্টপূর্ব ৩০২	চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য	ইন্ডিকা**
ফা হিয়েন ***	চীনা ১ম পর্যটক	৩৮০- ৪১৪ খ্রি.	২য় চন্দ্রগুপ্তের	ফো কুয়ো কিং
হিউয়েন সাং	চীন (৭ম শতকে)	৬৩০-৬৪৪ খ্রি.	হর্ষবর্ধন	সিদ্ধি**
মা হুয়ান	চীন	১৪০৫-১৪৩৩খ্রি.	গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ	ইং ইয়াই শেংলান
ইবনে বতুতা	মরক্কো	১৩৩৩ খ্রিস্টাব্দ	(ভারতে) মোহাম্মদ বিন তুঘলক	কিতাবুল রেহলা
ইবনে বতুতা	মরক্কো	১৩৪৫-৪৬ খ্রিস্টাব্দ	(বাংলায়) ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ	কিতাবুল রেহলা**

- ইতালির বিখ্যাত যে পর্যটক ইতালি থেকে চীনে আসেন– মার্কোপোলো**
- ইংল্যান্ডের রালফ ফিচ বাংলায় আসেন– ২ বার (১৫৮৪ ও ১৫৮৮)
- গংজেন যার সহযোগী ছিলেন– মা হুয়ানের

প্রাচীন রাজবংশ

মৌর্য বংশ (খ্রিস্টপূর্ব ৩২১ – ১৮৫)

প্রতিষ্ঠাতা	চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য (বাংলার ১ম সম্রাট)
শ্রেষ্ঠ শাসক	সম্রাট অশোক
শেষ শাসক	বৃহদ্রথ
রাজধানী	পাটালীপুত্র

- প্রাচীন ভারতের প্রথম রাজবংশ– মৌর্য বংশ।
- কনৌজের রাজা নন্দকে পরাজিত করে মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন– চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য।
- খ্রিস্টপূর্ব ২৬১ অব্দে কলিঙ্গ যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন– সম্রাট অশোক।
- প্রাচীন ভারতে বৌদ্ধ ধর্মকে বিশ্ব ধর্মে রূপান্তরিত করেন – সম্রাট অশোক
- বৌদ্ধ ধর্মের কনস্ট্যানটাইন বলা হয়– সম্রাট অশোককে।
- চন্দ্র গুপ্ত মৌর্যের প্রধানমন্ত্রী ছিল– চাণক্য বা কৌটিল্য (তাঁর গ্রন্থ– অর্থশাস্ত্র)
- তিব্বতের রাজার অনুরোধে বৌদ্ধ ধর্মকে দুর্নীতিমুক্ত করতে সেখানে যান– মুন্সিগঞ্জের অতীশ দীপংকর (জন্ম – বজ্রযোগিনী গ্রামে)।
- পুন্ড্র বর্ধন/মহাস্থানগড়ের রাজধানী স্থাপন করেন– সম্রাট অশোক।
- মৌর্য যুগের গুপ্তচরদের বলা হতো– সঞ্চারা

চাণক্য

- জন্ম– খ্রিস্টপূর্ব ৩৭০ অব্দে এবং মৃত্যু– খ্রিস্টপূর্ব ২৮৩ অব্দে
- প্রাচীন ভারতীয় অর্থনীতিবিদ, দার্শনিক ও রাজ উপদেষ্টা হিসেবে পরিচিত– চাণক্য
- চাণক্যের উপাধি– কৌটিল্য বা বিষ্ণুগুপ্ত
- রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থ– অর্থশাস্ত্র (১৫ খণ্ডের বই), চাণক্যনীতি
- রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পান্ডিত্যের জন্য ভারতের ম্যাকিয়াভেলি বলা হয়– চাণক্যকে
- চাণক্য অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপনা করেছেন– তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়
- উপদেষ্টা ছিলেন– চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ও বিন্দুসার

গুপ্ত বংশ

প্রতিষ্ঠাতা	১ম চন্দ্রগুপ্ত
শ্রেষ্ঠ শাসক	সমুদ্র গুপ্ত
শেষ শাসক	২য় জীবিত গুপ্ত/বিষ্ণু গুপ্ত
অন্যতম শাসক	২য় চন্দ্রগুপ্ত
রাজধানী	পাটালীপুত্র

- কাব্য রচনার জন্য কবিরাজ উপাধি পান– সমুদ্রগুপ্ত
- প্রাচীন ভারতের নেপোলিয়ন বলা হয় – সমুদ্রগুপ্তকে
- চীনা প্রথম পর্যটক ফা হিয়েন যার শাসনামলে বাংলাতে আসেন– দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়
- দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের উপাধি – বিক্রমাদিত্য, বীরবিক্রম, সিংহবীর।
- গুপ্ত যুগের বিখ্যাত কবি "কালিদাসের" মহাকাব্য হলো – মেঘদূত।**
- প্রাচীনকালে সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা হয়– গুপ্ত যুগকে।
- চতুরঙ্গ বা দাবা খেলার প্রচলন হয়– গুপ্ত যুগে
- গুপ্ত যুগের গুণী ব্যক্তি ও প্রতিভাবানদের প্রধান ৯ জনকে বলা হতো– নবরত্ন
- কালীদাস, অমর সিংহ, বরাহ মিহির বিখ্যাত সাহিত্যিক ছিলেন– গুপ্তযুগের
- সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার ছিলেন– মহাকবি কালিদাস
- অভিজ্ঞান শকুন্তলম নাটক, রঘু বংশ ও কুমার সম্ভব মহাকাব্য রচনা করেন– কালিদাস
- সংস্কৃত কবি, ব্যাকরণবিদ এবং প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ অভিধান প্রণেতা– অমরসিংহ
- বিখ্যাত অভিধান 'অমরকোষ' এর লেখক– অমরসিংহ
- বরাহ মিহির প্রাচীনকালে বিখ্যাত ছিলেন– জ্যোতির্বিদ
- বরাহ মিহিরের বিখ্যাত গ্রন্থ– বৃহৎ সংহিতা
- ভারতবর্ষের গুপ্ত যুগের ভাস্কর্যকে বলা হতো– ধ্রুপদী
- রাজা কনিষ্ক যে বংশের শাসক ছিলেন– কুষাণ
- ঔষধি ব্যবস্থা আয়ুর্বেদ বিষয়ক 'চরক সংহিতা' গ্রন্থের লেখক– চরক
- কুষাণ সম্রাট প্রথম কনিষ্কের আয়ুর্বেদ চিকিৎসক ছিলেন– চরক

গৌড় রাজ্য

- গৌড় বংশের শক্তিশালী ও স্বাধীন রাজা – শশাঙ্ক।
- বাংলার প্রথম স্বাধীন রাজা বা সম্রাট– শশাঙ্ক
- স্বাধীন গৌড় রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা – শশাঙ্ক (৬০৬-৬৩৭ খ্রিঃ)।
- শশাঙ্কের উপাধি – মহাসামন্ত, রাজাধিরাজ, গৌড়েশ্বর, গৌড়রাজ।
- শশাঙ্কের রাজধানী ছিল – কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ)।
- শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলায় দেখা দেয়- মাৎস্যন্যায়।
- বঙ্গাব্দ চালু করেন – শশাঙ্ক (৫৯৪ খ্রিস্টাব্দে)।
- শশাঙ্ক ও মাৎস্যন্যায় সম্পর্কে গ্রন্থ লিখেন– তিব্বতীয় লেখক লামা তারানাথ
- গৌড়ের কথা প্রথম পাওয়া যায়- ইতিহাসবিদ ও বৈয়াকরণিক পাণিনির গ্রন্থে
- গুপ্ত রাজাদের অধীনে বড় কোনো অঞ্চলের শাসন কর্তাকে বলা হতো– মহাসামন্ত। শশাঙ্ক ছিলেন গুপ্ত রাজা মহা সেন গুপ্তের – একজন সামন্ত।

মাৎস্যন্যায় (৬৩৭-৭৫০ খ্রিঃ)

- অর্থ– আইনশৃঙ্খলার অবনতি, অরাজকতাপূর্ণ অবস্থা, বিশৃঙ্খলতা।
- সময়কাল– ৭ম-৮ম শতক (প্রায় ১০০ বছর)।**
- মাৎস্যন্যায়ের সূচনা হয় – শশাঙ্কের মৃত্যুর পর।
- অবসান ঘটে– রাজা গোপালের পাল বংশের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।
- মাৎস্যন্যায় ঘটে– তাম্রপাল শাসনামলে**

হর্ষবর্ধন

- সিংহাসনে আরোহন করেন – ৬০৬ খ্রিঃ (শশাঙ্কের সমসাময়িক শাসক ছিলেন), রাজধানী ছিল – কনৌজে।
- হর্ষবর্ধনের সভাকবি – বানভট্ট ।
- হর্ষবর্ধনের জীবনীমূলক গ্রন্থ 'হর্ষচরিত' এর লেখক– বানভট্ট।
- পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়– নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়, বিহার (ভারত)
- ৭ম শতকের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বাধ্যক্ষের পদ অলংকৃত করেন – শীলভদ্র, তাঁর ছাত্র ছিলেন – চীনের পরিব্রাজক হিউয়েন সাং।

CamScanner

পাল বংশ

প্রতিষ্ঠাতা	রাজা গোপাল (৭৫০ খ্রিস্টাব্দ)
শ্রেষ্ঠ শাসক	ধর্মপাল
শেষ শাসক	মদন পাল (অপশনে না থাকলে দিব রামপাল)

- বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন 'চর্যাপদ' রচিত হয়– পাল আমলে।
- পাল রাজারা ছিল-দেশীয় শাসক (ধর্ম ছিল– বৌদ্ধ)।
- বাংলার দীর্ঘস্থায়ী ও বংশানুক্রমিক শাসন প্রতিষ্ঠা করেন – পাল রাজারা (প্রায় চারশত বছর)
- নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরের সোমপুর বিহারের প্রতিষ্ঠাতা – ধর্মপাল।**
- রামপালের আত্মজীবনীমূলক ইতিহাস গ্রন্থ– রামচরিত (লেখক– সন্ধ্যাকর নন্দী)

সেন বংশ

প্রতিষ্ঠাতা	হেমন্ত সেন
শ্রেষ্ঠ শাসক	বিজয় সেন
শেষ শাসক	কেশব সেন (শেষ হিন্দু রাজা)
লক্ষণ সেনের রাজধানী ছিল	নদীয়া বা নবদ্বীপ

- কৌলিন্য প্রথার প্রচলন করেন– বল্লাল সেন।
- ঢাকেশ্বরী মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা– বল্লাল সেন।
- সেনদের ধর্ম ছিল– হিন্দু ধর্ম।
- সেনরা আসেন – দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক থেকে।
- দানসাগর, অদ্ভুত সাগর রচনা করেন – বল্লাল সেন।
- দানসাগর, অদ্ভুত সাগর সমাপ্ত করেন– লক্ষ্মণ সেন (উপাধি- গৌড়েশ্বর)

Note: ১২০৪ সালে লক্ষ্মণ সেন বখতিয়ার খিলজির নিকট পরাজিত হলে পালিয়ে বিক্রমপুরে আশ্রয় নেয় এবং এখানে কিছু দিন শাসন করেন। সর্বশেষ ১২৩০ সাল পর্যন্ত কেশব সেন শাসন করেন। তবে কেশব সেন অপশনে না থাকলে উত্তর হবে লক্ষ্মণ সেন।

বিভিন্ন গ্রন্থ ও ধর্ম গ্রন্থ

ইসলাম ধর্ম গ্রন্থ	আল-কুরআন	ফেরদৌসি	শাহানামা
আর্যদের আদি গ্রন্থ	বেদ	বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থ	ত্রিপিটক
আল বেরুনী	কিতাবুল হিন্দ	খ্রিস্টান ধর্ম গ্রন্থ	বাইবেল
আবুল ফজল	আইন-ই-আকবরী	কলহন	রাজতরঙ্গিনী
বাল্মীকি	রামায়ণ		
হিন্দু	বেদ, রামায়ণ ও মহাভারত		
মিনহাজ উস সিরাজ	তবকাত-ই-নাসিরী		
গোলাম হোসেন সলিম	রিয়াজ আস সালাতিন (ঐতিহাসিক গ্রন্থ)		

মুসলিম শাসন

- ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন আসে মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে– ৭১২ খ্রিস্টাব্দে
- মুহাম্মদ বিন কাসিম আক্রমণ করেন– মুলতান ও সিন্ধু
- এ সময় সিন্ধু ও মুলতানের শাসক ছিল – রাজা দাহির
- ইরাকের গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফের জামাতা ছিল – মুহাম্মদ বিন কাসিম
- সুলতান মাহমুদ ১০০০ থেকে ১০২৭ সাল পর্যন্ত – মোট ১৭ বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন।
- সুলতান মাহমুদ গুজরাটের সোমনাথ মন্দির ধ্বংস করেন– ১০২৬ সালে
- সুলতান মাহমুদ ভারতবর্ষ আক্রমণ করে – ধন-সম্পদ লুট করেছেন কিন্তু মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেননি।
- মুসলিম বীর "তারিক বিন জিয়াদ" স্পেনের রাজা রডারিককে পরাজিত করে স্পেন জয় করেন– ৭১১ সালে।
- ১১৯১ সালে ১ম তরাইনের যুদ্ধ হয় – মুহাম্মদ ঘুরী ও পৃথ্বী রাজের মধ্যে। এ যুদ্ধে পরাজিত হয়– মুহাম্মদ ঘুরী।
- ১১৯২ সালে ২য় তরাইনের যুদ্ধে মুহাম্মদ ঘুরী পৃথ্বী রাজকে পরাজিত করে – ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।
- বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় বখতিয়ার খলজীর হাত ধরে– ১২০৪
- সেন বংশের শাসক লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন– বখতিয়ার খিলজি।

দিল্লীর স্বাধীন সুলতানী শাসন (সালতানাত)

দিল্লীর স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠিত হয়	১২০৬ সালে
দিল্লীর স্বাধীন সালতানাতের পতন ঘটে	১৫২৬ সালে
দিল্লীর স্বাধীন সালতানাত টিকে ছিল	মোট ৩২০ বছর
প্রতিষ্ঠাতা	কুতুবউদ্দীন আইবেক
প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা	ইলতুৎমিশ
একমাত্র মহিলা সুলতান	সুলতানা রাজিয়া
শেষ শাসক	ইব্রাহীম লোদী
রাজধানী	দিল্লী

- ১৫২৬ সালে প্রথম পানি পথের যুদ্ধে লোদি বংশের শেষ শাসক ইব্রাহি লোদি পরাজিত হলে – বাবর মোঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।
- দাস বংশের প্রতিষ্ঠাতা– কুতুবউদ্দিন আইবেক।
- দিল্লীর কুতুব মিনার নির্মাণ করেন– কুতুবউদ্দিন আইবেক।
- দিল্লীর লাখ বক্স বলা হয়– কুতুবউদ্দিন আইবেককে।
- দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করেন– আলাউদ্দিন খিলজি।

বাংলার স্বাধীন সুলতানী শাসন

বাংলার স্বাধীন সুলতানী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়	১৩৩৮ সালে***
বাংলার স্বাধীন সুলতানী শাসনের পতন ঘটে	১৫৩৮ সালে
বাংলার স্বাধীন সুলতানী শাসন টিকে ছিল	মোট ২০০ বছর
প্রতিষ্ঠাতা	ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ্
প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা	শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ্
শ্রেষ্ঠ শাসক	আলাউদ্দিন হোসেন শাহ্
শেষ শাসক	গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ্
রাজধানী	সোনারগাঁও ও গৌড়

- বাংলার সবগুলো জনপদকে একত্রিত করে 'বাঙালাহ' নাম দেন– শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ
- শামসুদ্দিন ইলিয়াশ শাহ এর উপাধি– শাহ-ই- বাঙাল
- 'ইলিয়াস শাহী' বংশের প্রতিষ্ঠাতা– শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ
- 'হোসেন শাহী' বংশের প্রতিষ্ঠাতা– আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (১৪৯৪-১৫১৯)
- সুলতানী শাসনামলে যার শাসনকালকে 'স্বর্ণযুগ' বলা হয়েছে– আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন)
- বাংলার আকবর বলা হয় – আলাউদ্দীন হোসেন শাহকে।
- আলাউদ্দিন হুসেন শাহের রাজধানী ছিল – একডালা।
- পারস্যের কবি হাফিজের সাথে পত্র আদান প্রদান করেন– গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ।

পানি পথের যুদ্ধ

- এ পর্যন্ত পানি পথের যুদ্ধ হয়– ৩টি।
- পানিপথ নামক স্থানটি অবস্থিত – ভারতের হরিয়ানা প্রদেশে যমুনা নদীর তীরে, পানিপথ– একটি গ্রামের নাম

যুদ্ধ	সাল	পক্ষ-বিপক্ষ	ফলাফল
১ম যুদ্ধ	১৫২৬	বাবর– ইব্রাহিম লোদী (জয়ী– বাবর)	ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, প্রথম কামানের ব্যবহার করেন বাবর
২য় যুদ্ধ	১৫৫৬	বৈরাম খাঁ-হিমু (জয়ী– বৈরাম খাঁ)	দিল্লী উদ্ধার
৩য় যুদ্ধ	১৭৬১	দুররানি সাম্রাজ্য ও মারাঠা (দুররানিদের জয় হয়)	দুররানি সাম্রাজ্যের বিস্তার

- পানি পথের তৃতীয় যুদ্ধের উপর লিখিত নাটক– রক্তাক্ত প্রান্তর (মুনীর চৌধুরী)
- পানি পথের তৃতীয় যুদ্ধের উপর লিখিত মহাকাব্য– মহাশশ্মান (কায়কোবাদ)

CamScanner

মুঘল শাসন (১৫২৬–১৮৫৭ খ্রি.)

- ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম শাসক– জহিরউদ্দীন মোহাম্মদ বাবর। (১৫২৬ সালে পানি পথের প্রথম যুদ্ধের মাধ্যমে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন– ভারতবর্ষে)
- বাংলায় মুঘল শাসনের প্রতিষ্ঠাতা– সম্রাট আকবর (১৫৭৬ সালে রাজমহলের যুদ্ধে দাউদ খান কররানীকে পরাজিত করে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠা করেন– বাংলায়
- মুঘল বংশের শেষ শাসক– ২য় বাহাদুর শাহ (১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহকে সমর্থন করায় মুঘল বংশের পতন হয়)।
- মুঘল আমলে বাংলার নাম ছিল– সুবা-ই-বাঙ্গালা।
- দক্ষ শাসক ছিল – ৬ জন।
- মনে রাখার টেকনিক: বাবার হইল আবার জ্বর সারিল ঔষধে।
  - বাবার = বাবর (যে মুঘল সম্রাট নিজের আত্মজীবনী নিজেই লিখেন)
  - হইল = হুমায়ুন (বাংলাকে জান্নাতাবাদ ঘোষণা করেন)
  - আবার = আকবর (মুঘল বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক)
  - জ্বর = জাহাঙ্গীর (তাঁর সুবেদার ইসলাম খাঁ ১৬১০ সালে ঢাকাকে প্রথম রাজধানী করেন)
  - সারিল = শাহজাহান (Prince of Builders বলা হয়)
  - ঔষধে = আওরঙ্গজেব (জিন্দাপীর বলা হয়)

দক্ষ মুঘল শাসক ৬ জন

জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবর

- জন্ম : ১৪৮৩ সালে তুর্কিস্তানের ফারগনায়
- শাসনকাল– (১৫২৬-৩০ খ্রিঃ)।
- ভারতের উত্তর প্রদেশের অযোদ্ধায় বাবরী মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন– ১৫২৮ সালে। উগ্রবাদী হিন্দুরা ১৯৯২ সালে ৬ ডিসেম্বর এই মসজিদটি ধ্বংস করে। সমাধি – কাবুলে (আফগানিস্তান)।
- মুঘল সম্রাটদের মধ্যে প্রথম আত্মজীবনী লেখেন – বাবর।**
- আত্মজীবনী– তুযুক-ই-বাবর বা বাবরনামা (তুর্কি ভাষায় লেখা)

নাসিরুদ্দিন মুহম্মদ হুমায়ুন

- ডাকনাম– নাসিরুদ্দিন। হুমায়ুন নামার লেখক– গুলবদন বেগম।
- শাসনকাল– প্রথম (১৫৩০– ৪০ খ্রি:), দ্বিতীয় (১৫৫৫–৫৬খ্রিঃ)
- গ্রন্থাগারের সিঁড়ি থেকে পড়ে মারা যান।
- ১৫৩৮ সালে গৌড় তথা বাংলাকে ঘোষণা করেন – "জান্নাতাবাদ" **
- সমাধি – দিল্লি (ভারত)। হুমায়ূনের বোনের নাম ছিল – গুলবদন বেগম

জালালুদ্দিন মুহম্মদ আকবর

- ভারতবর্ষে দীর্ঘ সময় (৪৯ বছর) শাসন করেন, তার সময়ে সবচেয়ে বেশি সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করে।
- ডাক নাম– জালালুদ্দিন। শাসনকাল– (১৫৫৬-১৬০৫খ্রি:)।
- সমাধি – সেকেন্দ্রা (ভারত)।** মৃত্যুবরণ করেন– ১৬০৫ সালে

নুরুদ্দীন মুহম্মদ জাহাঙ্গীর

- ডাকনাম – সেলিম। সম্রাট আকবর ডাকতেন – শেখুবাবা নামে।
- শাসনকাল – (১৬০৫-২৭ খ্রি.)।
- স্ত্রী ছিল – মেহেরুন্নেসা বা নূর জাহান বেগম।
- বারো ভূঁইয়াদের পতন ঘটান এবং ইংরেজদের বাণিজ্য কুঠির নির্মাণের অনুমতি দেন – জাহাঙ্গীর।**
- আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ– তুযুক-ই-জাহাঙ্গীর।
- সমাধি– লাহোর, পাকিস্তান।

সম্রাট শাহজাহান

- পুরোনাম– শাহবুদ্দিন মুহাম্মদ খুররম।
- ডাক নাম– খুররম।
- শাসনকাল– ১৬২৭-৫৮খ্রি.।
- ১৭৩৯ সালে পারস্যের "নাদির শাহ" ময়ূর সিংহাসন লুণ্ঠন করেন।
- হুগলি থেকে পর্তুগিজদের বিতাড়িত করেন– শাহজাহান।
- তাঁর চার পুত্র– খুররম (আওরঙ্গজেব), শাহরিয়ার, দারাশিকো, শাহ সুজা।
- সমাধি – আগ্রা, উত্তরপ্রদেশ, ভারত।

আওরঙ্গজেব

- জীবনকাল ছিল– ১৬৫৮-১৭০৭ খ্রি.।
- উপাধি – আলমগীর শাহ গাজী।
- ডাক নাম ছিল– আলমগীর।
- সমাধি – খুলতাবাদ, মহারাষ্ট্র, ভারত।
- তিনি অত্যন্ত দ্বীনদার ও ধার্মিক ছিলেন।
- মুঘল বংশের ষষ্ঠ শাসক ছিলেন।
- কুচবিহারের নামকরণ করা হয়– আলমগীরনগর।
- জিজিয়া কর পুনঃস্থাপন করেন।

আকবরের উল্লেখযোগ্য কর্ম

- বাংলা সনের প্রবর্তন, নববর্ষের প্রচলন, পহেলা বৈশাখের সূচনা করেন।
- 'মনসবদারি' প্রথার প্রচলন ও ফতেহপুর সিক্রি নির্মাণ করেন।
- 'জিজিয়া কর' (অমুসলিমদের নিরাপত্তা কর) ও 'তীর্থকর' রহিতকরণ করেন
- পাঞ্জাবের 'অমৃতসর স্বর্ণমন্দির' নির্মাণ, জালালী সন প্রচলন করেন।
- 'দ্বীন-ই-ইলাহী' নতুন ধর্মের প্রচলন, ফসলি সনের সাথে সম্পর্কিত।

আকবরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

আবুল ফজল	সম্রাট আকবরের সভাকবি
তানসেন	রাজসভার গায়ক
টোডরমল	রাজস্ব মন্ত্রী/অর্থমন্ত্রী
বীরবল	কৌতুককার

শাহজাহানের উল্লেখযোগ্য কর্ম

- আমমহল, খাস মহল, শীষ মহল, তাজমহল, ময়ূর সিংহাসন নির্মাণ করেন।
- দিল্লির জামে মসজিদ, দিল্লির লাল কেল্লা নির্মাণ করেন।
- সালিমার উদ্যান নির্মাণ করেন।

সর্বশেষ মুঘল সম্রাট ২য় বাহাদুর শাহ

- সিপাহী বিদ্রোহকে সমর্থন করায় তাকে নির্বাসন দেওয়া হয়– রেঙ্গুনে (মিয়ানমার)।
- রেঙ্গুনের বর্তমান নাম– ইয়াঙ্গুন
- মৃত্যু– ১৮৬২ সালে ৮৭ বছর বয়সে। সমাধি– রেঙ্গুনে (মিয়ানমার)।
- সিপাহী বিদ্রোহের সাথে স্মৃতি বিজড়িত স্থান– বাহাদুর শাহ পার্ক।

Note: ১৮৫৮ সালে ঢাকার নবাব আব্দুল গণি রানি ভিক্টোরিয়া সরাসরি ১৮৫৮ সালে ভারত বর্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করলে তার স্বরণে ভিক্টোরিয়া পার্ক নির্মাণ করেন। পরবর্তী ১৯৫৭ সালে ভিক্টোরিয়া পার্কের নাম পরিবর্তন করে নামকরণ করা হয় বাহাদুর শাহ পার্ক।

আগ্রার তাজমহল

- অবস্থিত– ভারতের উত্তর প্রদেশ, আগ্রা।
- যে নদীর তীরে– যমুনা, অপরনাম– মমতাজ মহল।
- নির্মাণ কাল– ১৬৩২-১৬৫৩ খ্রি. (সপ্তদশ শতক)
- নির্মাণ শ্রম– ২০ হাজার শ্রমিক ২২ বছরে নির্মাণ করেন।
- স্থপতি– ওস্তাদ আহমেদ লাহৌরি।
- ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষণা করা হয়– ১৯৮৩ সালে (২৫২ তম)
- বিশ্বের সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম অংশ– তাজমহল।

প্রেক্ষাপট: শাহজাহানের দ্বিতীয় স্ত্রী আরজুমান্দ বেগম যিনি 'মমতাজ' নামে পরিচিত। তিনি ১৬৩১ সালে চতুর্দশ কন্যা সন্তান গৌহর বেগমকে জন্ম দিতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। শাহজাহান মমতাজের স্মৃতিকে ধরে রাখতেই এটি নির্মাণ করেন।

CamScanner

বাংলায় ও দিল্লিতে মুঘল স্থাপত্য***

স্থপতি	স্থাপত্যকর্ম
শায়েস্তা খান	লালবাগ কেল্লা, ছোট কাটরা, সাত গম্বুজ মসজিদ, বিনত বিবির মসজিদ
শেরশাহ	আফগান দুর্গ
শাহজাহান	দিল্লি লাল কেল্লা, তাজমহল, ময়ূর সিংহাসন, সালিমার উদ্যান, আমমহল, খাসমহল
মীর জুমলা	ঢাকা গেট***
তারা মসজিদ	মীর্জা গোলামপীর***
হোসনি দালান বা ইমাম বাড়া	মীর মুরাদ (১৭ শতকে ঢাকার বকশি বাজারে নির্মিত শিয়া ধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয় ও কবরস্থান)

বাংলায় সুবেদারী শাসন***

বাংলার সুবেদার	উল্লেখযোগ্য কর্ম
মানসিংহ	• মানসিংহ আকবরের সুবেদার ছিলেন। • বারো ভূঁইয়াদের সাথে যুদ্ধ করেন। • বারো ভূঁইয়াদের দমন করতে ব্যর্থ হন।
ইসলাম খান**	• ইসলাম খান সম্রাট জাহাঙ্গীরের সুবেদার ছিলেন। • বারো ভূঁইয়াদের দমন করেন। • ঢাকাকে প্রথম রাজধানী করেন (১৬১০)। • ঢাকার নামকরণ করেন জাহাঙ্গীরনগর। • খোলাইখাল খনন করেন। • নৌকা বাইচের প্রচলন করেন।
শাহ সুজা	• শাহ সুজা সম্রাট শাহজাহানের সুবেদার ছিলেন। • সম্রাট শাহজাহান ও মমতাজের পুত্র ছিলেন। • বিনা শুল্কে ইংরেজদের অবাধ বাণিজ্য সুবিধা দেন। • ঢাকার চকবাজারে 'বড় কাটরা' নির্মাণ করেন।
মীর জুমলা (১৬৬০-৬৩)	• মীর জুমলা সম্রাট আওরঙ্গজেবের সুবেদার ছিলেন। • ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত 'ঢাকা গেট' নির্মাণ করেন • ১৬৬৩ সালে আসাম যুদ্ধ করেন শাহ সুজার সাথে। • ওসমানী উদ্যানে সংরক্ষিত কামানটি আসাম যুদ্ধে ব্যবহার করেন। • মুন্সিগঞ্জের 'ইন্দ্রাকপুর দুর্গ' নির্মাণ করেন।
শায়েস্তা খান** (১৬৬৪-১৬৮৮)	• শায়েস্তা খান ছিলেন আওরঙ্গজেবের মামা ও সুবেদার। • চট্টগ্রাম ও সন্দ্বীপ দখল করেন। • চট্টগ্রামের নাম রাখেন "ইসলামাবাদ" • পর্তুগিজ জলদস্যুদের বিতাড়িত করেন। • 'লালবাগ কেল্লা' নির্মাণ করেন • চকবাজারে ছোট কাটরা ও চক মসজিদ নির্মাণ করেন • ঢাকা মোহাম্মদপুরে সাত গম্বুজ মসজিদ নির্মাণ করেন। • মির্জা আবু তালিব ইতিহাসে 'শায়েস্তা খান' নামে পরিচিত • বাংলায় স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ ঘটে শায়েস্তা খানের সময়। • টাকায় ৮ মণ চাল পাওয়া যেত শায়েস্তা খানের সময়। • ঢাকার নারিন্দায় বিনত বিবির মসজিদ নির্মাণ করেন।

- বাংলায় সুবেদারী শাসন চালু হয়– মুঘল আমলে।
- বাংলায় প্রথম সুবেদার ছিলেন– ইসলাম খাঁ।
- মুঘল আমলে বাংলার নাম ছিল– সুবাহ বাংলা।
- সমগ্র বাংলায় সুবেদারি শাসন প্রতিষ্ঠা করেন– জাহাঙ্গীর।
- ইউরোপীয় প্যারাডাইজ অব নেশন হিসেবে বর্ণনা করেন– সুবাহ বাংলাকে।

নবাবী শাসন**

- বাংলায় নবাবী শাসন চালু হয়– মুঘল আমলে।
- বাংলার প্রথম নবাব– মুর্শিদকুলী খান (১৭০৩ সাল)
- বাংলার শেষ নবাব– নিজাম উদ্দৌলা (১৭৬৫-১৭৬৬ সাল)
- বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব– মুর্শিদকুলী খান (১৭১৭ সাল)
- বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব– সিরাজ উদ্দৌলা (১৭৫৭ সাল)
- আলীবর্দী খানের প্রকৃত নাম – মির্জা মুহম্মদ আলী।
- নবাব সিরাজ উদ্দৌলার ডাকনাম ছিল- মির্জা মোহাম্মদ। কিন্তু হত্যাকারী ছিল – মোহাম্মদী বেগ।
- বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করেন– মুর্শিদকুলী খান।
- নবাব সিরাজ উদ্দৌলার নানা ছিলেন– আলীবর্দী খান।
- আলীবর্দী খান নবাব ছিলেন– ১৭৪০-১৭৫৬ সাল পর্যন্ত।
- আলীবর্দী খানের কন্যা ছিল– ৩ জন (মায়মুনা, ঘসেটি, আমেনা)
- নবাব সিরাজ উদ দৌলা ছিলেন– আমেনা বেগমের ছেলে।
- সিরাজ উদ দৌলা কলকাতা নগরীর নাম রাখেন 'আলীনগর' – ১৭৫৬ সালে
- ১৭৫৬ সালে 'অন্ধকূপ হত্যা' প্রচারিত হয়– ইংরেজ চিকিৎসক হলওয়েল কর্তৃক
- রাজস্ব আদায়ের ইজারাদারি প্রথার প্রচলন করেন– মুর্শিদকুলী খান
- নবাবী শাসনামলে বাংলায় অত্যাচার ও লুটপাট করত– বর্গী/মারাঠা সৈন্যরা
- আফগান সৈন্যদের বিদ্রোহ ও মারাঠাদের দমন করেন– আলীবর্দী খান

শূর শাসন (১৫৪০-১৫৫৫ খ্রি.)

- শের শাহ এর জন্ম– আফগানিস্থান।
- শের শাহ এর সমাধি– বিহারের সাসারাম, ভারতে।
- প্রতিষ্ঠাতা – শের শাহ ১৫৪০ সালে কনৌজের যুদ্ধে হুমায়ুনকে পরাজিত করে শূর শাসন প্রতিষ্ঠা করে।
- ঘোড়ার ডাকের প্রচলন করেন– শের শাহ। ডাক – চিঠি পাঠানো।
- দাম মুদ্রার প্রচলন করে– শের শাহ।
- গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড বা সড়ক-ই-আজম নির্মাণ করেন– শের শাহ।
- গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড বা সড়ক-ই-আজম অবস্থিত– নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও থেকে দিল্লি পর্যন্ত।
- কবুলিয়াত ও পাট্টা ব্যবস্থা প্রচলন করে– শের শাহ।
- শের শাহ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নির্মাণ করেন– আফগান দুর্গ।

বারো ভূঁইয়া

- *প্রেক্ষাপট: ১৫৭৬ সালে মুঘল সম্রাট আকবর ও দাউদ খান কররানীর মধ্য রাজমহলে যুদ্ধ হয়। সম্রাট আকবর কররানীকে পরাজিত করে বাংলায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা করলে বাংলার অনেক শাসক বিদ্রোহ করে। তাঁরাই বারো ভূঁইয়া নামে ইতিহাসে পরিচিত।*
- বারো ভূঁইয়া হলো– বাংলার অসংখ্য জমিদার বা বারো জন জমিদার।
- বারো ভূঁইয়াদের নেতা ছিলেন– ঈশা খাঁ
- ঈশা খাঁ রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন– সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ।
- বারো ভূঁইয়াদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন – ঈশা খাঁ
- ঈশা খাঁর মৃত্যুর পর নেতা হয়– তাঁর ছেলে মুসা খাঁ।
- বারো ভূঁইয়াদের মধ্যে অন্যতম শক্তিশালী ছিলেন– যশোরের প্রতাপাদিত্য
- ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে প্রকাশিত প্রথম গদ্য গ্রন্থ "রাজা প্রতাপাদিত্য" লেখক– রামরাম বসু।
- বারো ভূঁইয়াদের দমনের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন– আকবরের সুবেদার মানসিংহ
- বারো ভূঁইয়াদের চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে– জাহাঙ্গীরের সুবেদার ইসলাম খাঁ।

CamScanner

বাংলায় বাণিজ্য

- ➢ ১৪৮৭ সালে আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে ইউরোপ হতে পূর্ব দিকে আসার জল পথ আবিষ্কার করেন- বার্থোলোমিউ দিয়াজ।
- ➢ ১৪৯২ সালে "আমেরিকা" আবিষ্কার করেন- ইতালির নাবিক ক্রিস্টোফার কলম্বাস
- ➢ ১৪৯৮ সালে ইউরোপ থেকে জলপথে প্রথম সফলভাবে ভারতবর্ষের কালিকট বন্দরে আসেন- পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো দা গামা।

দেশ	সাল	জাতি	পরিচিতি
পর্তুগাল ***	১৫১৬	পর্তুগিজ	ফিরিঙ্গি
নেদারল্যান্ডস	১৬০২	ডাচ্‌	ওলন্দাজ
ব্রিটেন	১৬০৮	ইংরেজ	ব্রিটিশ
ডেনমার্ক	১৬১৬	ডেনিশ	দিনেমার
ফ্রান্স	১৬৬৮	ফরাসি	ফরাসি

- ➢ সর্বপ্রথম বাণিজ্য করতে আসে- পর্তুগিজ জাতি।
- ➢ পর্তুগিজরা ১৫০২ সালে সর্বপ্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেন- কেরালার কোচিনে।
- ➢ পর্তুগিজরা কোচিনে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন- এটি ভারতের প্রথম ইউরোপীয় দুর্গ।
- ➢ ফিরিঙ্গি শব্দটি এসেছে- ফারসি শব্দ থেকে।
- ➢ পর্তুগিজরা চট্টগ্রামে আসে- ১৫১৮ সালে।
- ➢ পর্তুগিজদের অধীনে চট্টগ্রামের সমৃদ্ধি ঘটে এবং একটি বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয় যা পরিচিতি পায়- পোর্টো গ্রান্ডে বা বিশাল বন্দর নামে।
- ➢ ১৫৩৮ সালে চট্টগ্রাম থেকে পর্তুগিজদের বিতাড়িত করেন- শের শাহ।
- ➢ ১৫৮১-১৬৬৬ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম অধীনে ছিল- মিয়ানমারের আরাকানদের
- ➢ মগ এবং পর্তুগিজ জলদস্যুদের একসাথে বলা হতো – হার্মাদ।
- ➢ পর্তুগিজদের হুগলি থেকে উচ্ছেদ করেন- মুঘল সম্রাট শাহজাহান।
- ➢ ১৬৬৬ সালে মগ ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের চট্টগ্রাম থেকে বিতাড়িত করেন- শায়েস্তা খান।
- ➢ সর্বপ্রথম আসার চেষ্টা করলেও সর্বশেষ আসে- ফরাসি জাতি।
- ➢ "কলকাতা" নগরীর প্রতিষ্ঠাতা- জব চার্নক (১৬৯০ সাল)
- ➢ ইংরেজরা কলকাতায় "ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ" নির্মাণ করেন- ১৬৯৮ সালে
- ➢ "ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি" গঠিত হয়- ১৬৬৪ সালে।
- ➢ ইউরোপের গৃহযুদ্ধ/৩০ বছরের যুদ্ধের অবসান হয় – ১৬৪৮ সালে ওয়েস্টফালিয়ার চুক্তির মাধ্যমে।**

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি

- ➢ ইংল্যান্ডের রানি প্রথম এলিজাবেথ এবং দিল্লী সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে প্রাচ্যের সাথে বাণিজ্য করার জন্য ২১৮ জন ইংরেজ বণিকদের প্রচেষ্টায় "ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি" গঠিত হয়- ১৬০০ সালে ইংল্যান্ডে।**
- ➢ ক্যাপ্টেন হকিন্স ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমসের সুপারিশপত্র নিয়ে বাণিজ্য কুঠি স্থাপনের উদ্দেশ্যে সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে আসেন- ১৬০৮ সালে।
- ➢ ক্যাপ্টেন হকিন্সের আবেদনক্রমে বাণিজ্য কুঠি নির্মাণের অনুমতি দেন- সম্রাট জাহাঙ্গীর***
- ➢ ১৬১২ সালে ইংরেজরা উপমহাদেশে প্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেন- সুরাট, ভারত**
- ➢ প্রথম ইংরেজ দূত হিসেবে স্যার টমাস রো সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে আসেন- ১৬১৫ সালে
- ➢ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রথম বাংলায় কুঠি স্থাপন করেন- সম্রাট শাহজানের সময়
- ➢ ১৬৩৩ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রথম বাংলায় কুঠি স্থাপন করেন- হরিহরপুর, দ্বিতীয়টি – হুগলি (১৬৫১), তৃতীয়টি – কাশিমবাজার (১৬৫৮)
- ➢ ১৬৯০ সালে সুতানটি, কলকাতা ও গোবিন্দপুর গ্রাম নিয়ে কলকাতা নগরী প্রতিষ্ঠা করেন – ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এজেন্ট জব চার্নক (১২০০ টাকার বিনিময়ে) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন কেন্দ্র ছিল- কলকাতা
- ➢ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতা নেয়- ১৭৫৭ সালে
- ➢ বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করে- ১৭৬৫ সালে (মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের কাছ থেকে)।
- ➢ কোম্পানির অবসান- ১৮৫৮ সালে।***
- ➢ কোম্পানির শাসন ছিল- ১০০ বছর (১৭৫৭-১৮৫৮ সাল পর্যন্ত)**

কনফিউশন দূর করুন

- ➢ বাংলায় ব্রিটিশদের প্রথম গভর্নর – লর্ড ক্লাইভ।
- ➢ বাংলায় ব্রিটিশদের শেষ গভর্নর – ওয়ারেন হেস্টিংস।
- ➢ বাংলায় ব্রিটিশদের প্রথম গভর্নর জেনারেল – ওয়ারেন হেস্টিংস।
- ➢ বাংলায় ব্রিটিশদের ব্রিটিশদের শেষ গভর্নর জেনারেল – উইলিয়াম বেন্টিংক
- ➢ ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের প্রথম গভর্নর জেনারেল – উইলিয়াম বেন্টিংক।
- ➢ ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের শেষ গভর্নর জেনারেল – লর্ড ক্যানিং।
- ➢ ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের প্রথম ভাইসরয়/রাজ প্রতিনিধি – লর্ড ক্যানিং (১৮৫৭)
- ➢ ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের শেষ ভাইসরয়/রাজ প্রতিনিধি – লর্ড মাউন্টব্যাটেন

ইংরেজ শাসকদের সংস্কার

সংস্কারক/শাসক	সংস্কার কার্যক্রম
লর্ড ক্লাইভ	• দ্বৈতশাসন প্রতিষ্ঠা করে (১৭৬৫ সালে)। • ইংরেজ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন (১৭৫৭)
ওয়ারেন হেস্টিংস	• দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার বিলোপ সাধন (১৭৭২) • পাঁচশালা ভূমি বন্দোবস্ত (১৭৭৩) • সাম্রাজ্যবাদী স্বত্ব বিলোপ নীতি (১৭৭৪) • উপমহাদেশে প্রথম রাজস্ব বোর্ড গঠন
লর্ড কর্নওয়ালিস **	• জমিদারি প্রথার সূত্রপাত • ভারতে সিভিল সার্ভিস ব্যবস্থা চালু করেন • দশশালা ভূমি বন্দোবস্ত প্রবর্তন • চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩) • সূর্যাস্ত আইন প্রবর্তন (১৭৯৩) • সতীদাহ প্রথা প্রর্বতন (১৭৯৩)
লর্ড ওয়েলেসলি	• অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির প্রবর্তন • টিপু সুলতানের সাথে মহীশুর যুদ্ধ করেন।
উইলিয়াম বেন্টিংক **	• কলকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠাতা (১৮৩৫) • ফার্সির পরিবর্তে ইংরেজি ভাষা চালু (১৮৩৫) • সতীদাহ প্রথা বিলোপ আইন করেন (১৮২৯)
লর্ড রিপন	• উপমহাদেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন
লর্ড ডালহৌসি ***	• স্বত্ব বিলোপ নীতির প্রবর্তন। • ১৮৫০ সালে ভারতে টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা চালু করেন • ভারতে টেলিগ্রাফ সেবা চালু ছিল ১৬২ বছর • ২০১৩ সালে এই সেবা বন্ধ করে দেয়া হয় • কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন (১৮৫৭) • রেল লাইনের প্রচলন (১৮৫৩) • বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়ন (১৮৫৬)
লর্ড ক্যানিং ****	• কাগজি মুদ্রা প্রচলন (১৮৫৭) • সিপাহী বিপ্লবকালীন গভর্নর জেনারেল/ ভাইসরয় • ভারতবর্ষে পুলিশি ব্যবস্থা চালু করেন- ১৮৬১
লর্ড মেয়ো	• ভারতবর্ষে ১ম আদমশুমারি চালু করেন (১৮৭২)
লর্ড হার্ডিঞ্জ **	• ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখেন। • হার্ডিঞ্জ ব্রিজ প্রতিষ্ঠা করেন (১৯১৫) • বঙ্গভঙ্গ রদ করেন (১৯১১)

- ➢ বিধবা বিবাহ প্রবর্তনে চেষ্টা করেন- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর**
- ➢ ১৮৮২ সালে উইলিয়াম হান্টারের নামানুসারে উপমাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশনের নামকরণ করা হয় – হান্টার কমিশন (Hunter Commission)
- ➢ হিন্দু বিধবাদের বিয়ে যে আইনের দ্বারা হয়- The Hindu Widow's Re-marrige Act, 1856
- ➢ ভারতের কর্ণাটকের মহীশুর রাজ্যের রাজা টিপু সুলতান যে ইংরেজ গভর্নর জেনারেলের সাথে যুদ্ধ করেন- লর্ড ওয়েলেসলি।

CamScanner

বাংলায় মন্বন্তর

২ বার

নাম	বাংলা সাল	ইংরেজি সাল
ছিয়াত্তরের মন্বন্তর	১১৭৬	১৭৭০**
পঞ্চাশের মন্বন্তর	১৩৫০**	১৯৪৩

- ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের উপর লেখা উপন্যাস– পথের পাঁচালি (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়) ।**
- ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের উপর চলচ্চিত্র– পথের পাঁচালি (সত্যজিৎ রায়)
- পঞ্চাশের মন্বন্তরের উপর লেখা নাটক– নেমেসিস (নুরুল মোমেন)
- পঞ্চাশের মন্বন্তরের উপর চিত্রকর্ম– ম্যাডোনা-৪৩ (জয়নুল আবেদীন)
- ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের জন্য দায়ী ছিল – লর্ড ক্লাইভ
- ছিয়াত্তরের মন্বন্তরকালীন বাংলার গভর্নর ছিল– লর্ড কার্টিয়ার
- ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাংলার ৩ কোটি মানুষের মধ্যে মারা যায়– প্রায় ১ কোটি মানুষ
- পঞ্চাশের মন্বন্তরের উপর চিত্রকর্ম এঁকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন– জয়নুল আবেদীন**
- ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পটভূমিতে রচিত তুলসি লাহিড়ীর- ছেঁড়াতার
- মনে রাখুন: ১লা জানুয়ারি থেকে ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত তারিখ হলে বাংলা সাল থেকে ইংরেজি সাল বের করতে ৫৯৪ বছর যোগ করুন এবং ১৪ এপ্রিল থেকে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে তারিখ হলে বাংলা সালের সাথে ৫৯৩ বছর যোগ করলেই ইংরেজি সাল পাওয়া যাবে।

ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ

- সময়– (১৭৬০-১৮০০)
- বাংলার ফকিরদের নেতা– মজনু শাহ**
- সন্ন্যাসীদের নেতা– ভবানী পাঠক
- ভবানী পাঠকের সহযোগী ছিলেন– দেবী চৌধুরাণী
- ফকিররা ইংরেজদের কোম্পানী লুট করে– ১৭৬৩ সালে
- ফকিরদের নেতা মজনু শাহ মারা যায়– ১৭৮৭ সালে
- ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ– ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ**

তিতুমীরের আন্দোলন (Titumir's Movement)

- ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে প্রথম শহিদ হন– তিতুমীর ।**
- তিতুমীরের প্রকৃত নাম– মীর নিসার আলী
- তিতুমীর "বাঁশের কেল্লা" নির্মাণ করেন– নারিকেল বাড়িয়ায় ।**
- বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করে যার পরিকল্পনায়– গোলাম মাসুমের।
- বাঁশের কেল্লা ধ্বংস ও তিতুমীর শহিদ হন- ১৮৩১ সালে।
- বাঁশের কেল্লা ধ্বংস করেন– ইংরেজ সেনাপতি কর্নেল স্টুয়ার্ট।
- বারাসাতের বিদ্রোহ করেন– তিতুমীর
- ২৪ পরগনায় ওয়াহাবী আন্দোলনের নেতা– তিতুমীর

ফরায়েজী আন্দোলন (Faraizi Movement)

- নেতা– হাজী শরীয়তউল্লাহ। জন্মগ্রহণ করেন– ১৭৮১ সালে (ফরিদপুর)
- ফরায়েজী আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি ছিল– ফরিদপুর।
- ফরায়েজী আন্দোলনকে রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপদান করেন– দুদু মিয়া
- জমি থেকে খাজনা আদায় করা "আল্লাহর আইনের পরিপন্থী" বলেন– দুদুমিয়া।
- ফরায়েজী আন্দোলন ছিল – ধর্মভিত্তিক আন্দোলন।
- ফরায়েজী আন্দোলনের মূল বিষয় ছিলো– মুসলমানদের ফরজ পালনের নির্দেশ। ফরায়েজী আন্দোলন শুরু হয়– ১৮১৮ সালে।
- ব্রিটিশ শাসন আমলে ভারতবর্ষকে 'দারুল হারব' বলেছেন – হাজী শরীয়তউল্লাহ।*

নীল বিদ্রোহ (Indigo Revolt)

- নীল করদের অত্যাচারের কাহিনী অবলম্বনে নাটক রচিত হয়- নীলদর্পণ
- "নীল দর্পণ" নাটকের রচয়িতা– দীনবন্ধু মিত্র
- "নীল দর্পণ" নাটক প্রথম প্রকাশ হয় – ঢাকার 'বাংলা প্রেস' থেকে।
- নীল বিদ্রোহের অবসান ঘটে– ১৮৬২ সালে।**
- "নীল দর্পণ" নাটকটি মঞ্চায়িত হওয়ার সময়ে মঞ্চে জুতা ছুড়েন– বিদ্যাসা
- মাইকেল মধুসূদন দত্ত A Native ছদ্মনামে নীল দর্পণ নাটকের ই অনুবাদ করেন– "Indigo Planting Mirror" নামে

সিপাহী বিদ্রোহ– ১৮৫৭ (Indian Rebellion of 1857)

- পরিচিত – সর্বভারতীয় বিদ্রোহ বা সিপাহী জনতার বিদ্রোহ।**
- সিপাহী বিদ্রোহ সংঘটিত হয়– ১৮৫৭ সালে।*
- সিপাহী বিদ্রোহের নেতা– মঙ্গল পান্ডে, রজব আলী**
- সিপাহী বিদ্রোহের সাথে জড়িত পার্ক– জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্ক (পূর্ব নাম ছিল– ভিক্টোরিয়া পার্ক)।
- সিপাহী বিদ্রোহের প্রথম শহিদ – মঙ্গল পান্ডে

উপমহাদেশে সমাজ ও শিক্ষা সংস্কার

ব্যক্তি	অবদান
হাজী মুহাম্মদ মুহসিন	▪ বাংলার 'হাতেমতাই' বলে খ্যাত ▪ ইমামবাড়া প্রতিষ্ঠা ▪ ১৮০৬ সালে মুহসিন ট্রাস্ট গঠন
নওয়াব আব্দুল লতিফ	▪ ১৮৬৩ সালে মোহামেডান লিটারেরি সোসা প্রতিষ্ঠা
সৈয়দ আমীর আলী	▪ সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়ে প্রতিষ্ঠা।
স্যার সৈয়দ আহমদ খান	▪ আলীগড় আন্দোলনের প্রবক্তা ▪ আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ▪ ১৮৭৭ সালে মোহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্ট কলেজ প্রতিষ্ঠা ▪ মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন
এ কে ফজলুল হক	▪ ১৯৩৬ সালে কৃষক প্রজা পার্টি গঠন ▪ ঋণ সালিশি আইন প্রণয়ন ▪ ঢাকা ইডেন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা। ▪ বরিশালের চাখারে কৃষি কলেজ প্রতিষ্ঠা

সর্বভারতীয় কংগ্রেস

- প্রতিষ্ঠা– ১৮৮৫ সালে (ভারতের বোম্বেতে) ।**
- প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সাধারণ সম্পাদক– অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম।**
- প্রথম সভাপতি– উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি।
- ভারতবর্ষের প্রথম রাজনৈতিক দল এবং ভারতের স্বাধীনতায় নেতৃত্ব দেন।

প্রাক-পাকিস্তান আমল (১৯০০-১৯৪৭ সাল)

লর্ড কার্জন ও বঙ্গভঙ্গ***

- ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল হন– ১৮৯৯ সালে।
- বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব দেন– ১৯০৩ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে।
- কার্জন হল প্রতিষ্ঠা করেন– ১৯০৪ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি।
- University Act পাস করেন– লর্ড কার্জন।
- বঙ্গভঙ্গ করেন– ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর।
- বঙ্গভঙ্গের ফলে সৃষ্ট নতুন প্রদেশ– পূর্ব বাংলা ও আসাম।
- সৃষ্ট প্রদেশের প্রথম প্রাদেশিক রাজধানী– ঢাকা
- বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে– হিন্দুরা।
- পূর্ব বাংলা ও আসামের প্রথম গভর্নর – ব্যামফিল্ড ফুলার।
- বঙ্গভঙ্গের সময় বৃটিশ রাজা ছিলেন – পঞ্চম জর্জ

ফলাফল:

- আমার সোনার বাংলা রচনা– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯০৫)
- রাখী বন্ধন অনুষ্ঠানের সূচনা– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯০৫)
- মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা– ১৯০৬ সালে (ঢাকায়)
- স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা– ১৯০৬ সাল।

CamScanner

মুসলিম লীগ

- মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক দল- মুসলিম লীগ।
- প্রতিষ্ঠা- ১৯০৬ সালে ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায়।**
- প্রতিষ্ঠাতা- নবাব সলিমুল্লাহ্।
- প্রথম সভাপতি- আগা মোহাম্মদ খান।
- প্রথম অধিবেশন হয়- ১৯০৬ সালে ঢাকায়।**
- পাকিস্তান রাষ্ট্র স্বাধীনের নেতৃত্ব দেয়- মুসলিম লীগ।

স্বদেশী আন্দোলন ও ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন**

- স্বদেশী আন্দোলনের উদ্দেশ্য-বিলিতি পণ্যের বর্জন, দেশিও পণ্যের প্রসার
- ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সাথে জড়িত ৪ জন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি।

১. মুকুন্দরাম দাস (বরিশালের চারণ কবি, স্বদেশী আন্দোলনের নেতা)।

২. ক্ষুদিরাম (১৯০৮ সালে কিংস ফোর্ড কে হত্যার প্রচেষ্টার জন্য ফাঁসি দেওয়া হয়। ক্ষুদিরামকে নিয়ে পিতাম্বর সেন লিখেন বিখ্যাত গান- "একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি"। (তাঁর সহযোগী ছিলেন প্রফুল্ল চাকী)

৩. প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার (১৯৩২ সালে চট্টগ্রামে পাহাড়তলীতে ইউরোপীয় ক্লাব আক্রমণ করে সায়ানাইড খেয়ে আত্মহুতি দেন। তিনি বেথুন কলেজের দর্শনের ছাত্রী ছিলেন।

৪. মাস্টারদা সূর্যসেন (১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল ব্রিটিশদের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেন এবং ১৯৩৪ সালে ব্রিটিশরা তাকে ফাঁসি দিয়ে বঙ্গোপসাগরে লাশ ভাসিয়ে দেয়)। পেশায় ছিলেন- শিক্ষক।

বঙ্গভঙ্গ রদ

- রাজা পঞ্চম জর্জ ভারত সফরে এসে বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা দেন- ১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর।***
- বঙ্গভঙ্গ রদের সময় ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেল ছিলেন- লর্ড হার্ডিঞ্জ।
- ফলাফল- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা**
- পূর্ব বাংলা পুনরায় অবিভক্ত বাংলায় পরিণত হয়- ১ জানুয়ারি, ১৯১২।
- কলকাতা থেকে রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তর করা হয়- ১৯১২ সালে।***
- মর্লি মিন্টো আইন পাস হয়- ১৯০৯ সালে
- লক্ষ্মৌ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১৯১৬ সালে
- লক্ষ্মৌ চুক্তির মূল বিষয়- হিন্দু মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা
- ১৯২৩ সালে স্বরাজ দল গঠন করেন- দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস**
- বাংলার মুসলিম ও হিন্দুদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক পার্থক্য জনিত সমস্যা সমাধানে বেঙ্গল প্যাক্ট চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১৯২৩ সালে।**

খিলাফত আন্দোলন

- সময়সীমা- ১৯১৯ থেকে ১৯২৪ সাল **
- তুরস্কের সমর্থনে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে শুরু হয়েছিল- খিলাফত আন্দোলন
- খিলাফত আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন- মাওলানা মোহাম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী ও মাওলানা আবুল কালাম আজাদ।**
- ১৯২৩ সালে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট হন- কামাল আতাতুর্ক
- আন্দোলনের অবসান হয়- ১৯২৪ সালে। রাওলার্ট আইন পাস হয় – ১৯১৯
- রাওলার্ট আইনের পরিপ্রেক্ষিতে – জালিয়ানওয়ালাবাগে ভারতীয় নাগরিকরা একত্র হয়।

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ড

- ঘটেছিল- পাঞ্জাবের অমৃতসরে (১৩ এপ্রিল, ১৯১৯ সালে)।**
- জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ঘটায়-জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে।
- জালিয়ানওয়ালাবাগ' হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত 'নাইট' উপাধি পরিত্যাগ করেন- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯১৯ সাল)।

অসহযোগ আন্দোলন ও পরবর্তী ঘটনা

- অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনের জনক- মহাত্মা গান্ধী***।
- তাঁর প্রকৃত নাম-মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।
- দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনা করেন- মহাত্মা গান্ধী
- মহাত্মা গান্ধীর রাজনৈতিক জীবনের উন্মেষ ঘটে – দক্ষিণ আফ্রিকায়**
- মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে আসেন- ১৯১৫ সালে
- মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় সম্পাদনা করতেন যেই পত্রিকার- ইন্ডিয়ান অপিনিয়ন*
- ভারতের রাজনীতিতে গান্ধী প্রবেশ করেন- ১৯১৭ সালে।
- অসহযোগ আন্দোলনের সময়কাল ছিল- ১৯২০-১৯২২ সাল।
- মহাত্মা গান্ধী "ভারত ছাড়" আন্দোলন করেন- ১৯৪২ সালে**
- মহাত্মা গান্ধী বাংলাদেশের একমাত্র 'নোয়াখালী' জেলায় আসেন- ১৯৪৬
- গান্ধী স্মৃতি জাদুঘর ও গান্ধী আশ্রম রয়েছে- নোয়াখালী**
- অসহযোগ আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল- ব্রিটিশ সরকারের সাথে অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে জনসাধারণের অধিকার আদায় করা।
- বিশ্ব অহিংস দিবস- ২ অক্টোবর (মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন।)
- ১৯৩৯ সালে দ্বি-জাতি তত্ত্ব ঘোষণা করেন- মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ
- ১৪ দফার প্রবক্তা – মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ
- ২৩ মার্চ, ১৯৪০ সালে এ কে ফজলুল হক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন – পাকিস্তানের লাহোরে। এ প্রস্তাবের মূল কথা ছিল- ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল এবং পূর্বাঞ্চলে একাধিক মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।*
- বাংলাদেশে স্বাধীনতার বীজ বুপিত ছিল- লাহোরের প্রস্তাবের মধ্যে।
- বাংলা ও কলকাতার মধ্যে দাঙ্গা হয়- ১৯৪৬ সালে

প্রাদেশিক নির্বাচন

- ভারত শাসন আইন পাস হয়- ১৯১৯ ও ১৯৩৫ সালে।
- ভারত শাসন আইন কার্যকর হয়- ১৯৩৭ সালে।
- ভারতীয় উপমহাদেশের নারীরা ভোটাধিকার লাভ করে- ১৯৩৫ সালে।*
- ভারতীয় উপমহাদেশের নারীরা প্রথম ভোটাধিকার প্রয়োগ করে- ১৯৩৭ সালে
- উপমহাদেশের প্রথম প্রাদেশিক নির্বাচন হয়- ১৯৩৭ সালে।***
- ১৯৩৬ সালে কৃষক প্রজা পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন- এ কে ফজলুল হক।**
- প্রাদেশিক নির্বাচনে এ কে ফজলুল হকের প্রতীক ছিল- হুক্কা।
- ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টি গঠন করে- কোয়ালিশন সরকার।**
- ১৯৫০ সালে উপমহাদেশে প্রজাস্বত্ব আইনের মাধ্যমে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করেন- এ.কে. ফজলুল হক।**

অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী- ৩ জন

- ১ম মুখ্যমন্ত্রী- এ কে ফজলুল হক (১৯৩৭-১৯৪৩)***
- ২য় মুখ্যমন্ত্রী- খাজা নাজিম উদ্দীন (১৯৪৩-১৯৪৬)
- ৩য় মুখ্যমন্ত্রী/শেষ মুখ্যমন্ত্রী- হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দী (১৯৪৬-১৯৪৭)
- গণতন্ত্রের মানসপুত্র বলা হয়- হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দীকে।**

তিন মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে তৈরি (তিন নেতার মাজার)

- স্থপতি- মাসুদ আহমেদ এবং এস এ জহিরুদ্দিন।**
- অবস্থান- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।
- অবিভক্ত বাংলার তিন মুখ্যমন্ত্রী (এ কে ফজলুল হক, খাজা নাজিম উদ্দিন ও হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দী) কে নিয়ে তৈরি- তিন নেতার মাজার।**
- সমাধি সৌধটির নির্মাণ কাজ শুরু হয়- ১৯৭৯ এবং আনুমানিক কাজ সম্পূর্ণ হয় ১৯৮৫ সালে।

তেভাগা আন্দোলন

- তেভাগা শব্দের আভিধানিক অর্থ - ফসলের তিন অংশ।
- আন্দোলনের সময়- ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর হতে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত
- তেভাগা বলতে বোঝায় - মোট উৎপন্ন ফসলের তিন ভাগের দুই ভাগ পাবে চাষী এবং বাকি এক ভাগ পাবে জমির মালিক।
- আন্দোলনে অংশ নেয় - জমির বর্গা বা ভাগচাষীরা ।
- আন্দোলনটি তীব্র আকার ধারণ করে - দিনাজপুর, রংপুর ,খুলনা, বরিশাল, ময়মনসিংহ, যশোর, জলপাইগুড়ি এবং চব্বিশ পরগনা।
- তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী - ইলা মিত্র (তিনি চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোলের রানী ছিলেন)***

CamScanner

- তেভাগা আন্দোলনের জনক নামে খ্যাত - হাজী মোহাম্মদ দানেশ।
- এই আন্দোলন হয় - পূর্ববাংলা এবং পশ্চিমবঙ্গে।
- তেভাগা আন্দোলন কেন্দ্রিক উপন্যাস - নাঢ়াই।
- শওকত আলী কর্তৃক রচিত 'নাঢ়াই' উপন্যাসে তুলে ধরা হয়েছে - অল্প বয়সে বিধবা ফুলমতির সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই যা তেভাগা আন্দোলনের সাথে একাকার হয়ে যায় 'নাঢ়াই' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র - ফুলমতি।

বিবিধ প্রসঙ্গ

- ১৯২৯ সালে 'নেহেরু রিপোর্ট-১৯২৮' এর প্রতিবাদে ১৪ দফা পেশ করে – মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।
- ১৯৩৯ সালে জিন্নাহ ঘোষণা করেন – দ্বি-জাতি তত্ত্ব।
- ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ এ কে ফজলুল হক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এর মূল কথা ছিল – ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চলে একাধিক মুসলিম স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।
- ১৯৪২ সালে ১৩ মার্চ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে মন্ত্রী ক্রিপসের নেতৃতে প্রেরিত মিশন– মন্ত্রী মিশন
- মহাত্মা গান্ধী 'ভারত ছাড় আন্দোলনের ডাক দেন – ৮ আগস্ট, ১৯৪২
- ১৯৪২ সালে আজাদ হিন্দু ফৌজ গঠন করেন – সুভাষ চন্দ্র বসু।
- ১৯৪৬ সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলি ভারতের রাজনৈতিক সংকট নিরসনে ৩ জন মন্ত্রীকে লরেন্স, ক্রিপস এবং আলেকজেন্ডারকে প্রেরণ করেন তাই পরিচিত – মন্ত্রী মিশন নামে।
- অবিভক্ত বাংলার শেষ গভর্নর – ফ্রেডরিক জন বারোজ।
- সীমান্ত গান্ধী নামে পরিচিত – আব্দুল গাফফার খান।

বাংলাদেশের ইতিহাস (১৯৪৭-৭১)

- ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগ হয় "সৃষ্টি হয়"– ক. পাকিস্তান খ. ভারত।
- পাক-ভারত স্বাধীনের সময় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন– ক্লিমেন্ট এটলি
- দেশ ভাগের উপর লেখা উপন্যাস– আগুন পাখি (হাসান আজিজুল হক), কালো বরফ (মাহমুদুল হক), বটতলার উপন্যাস (রাজিয়া খান)

পাকিস্তান

- পাকিস্তান নামের প্রস্তাবক – চৌধুরী রহমত আলী।
- ১৯৩৩ সালে চৌধুরী রহমত আলীর "Now and Never" গ্রন্থে প্রথম পাকিস্তান শব্দ উল্লেখ করেন।
- পাকিস্তানের রূপরেখা তৈরি করেন– আল্লামা ইকবাল (পাকিস্তানের জাতীয় কবি)।
- পাকিস্তানের জাতির জনক– মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।
- পাকিস্তান স্বাধীন হয়– ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট।
- পাকিস্তান প্রথম ইসলামী প্রজাতন্ত্র হয়– ১৯৫৬ সালে।
- প্রথম প্রেসিডেন্ট– ইস্কান্দার মির্জা (১৯৪৭-১৯৫৮)।
- প্রথম প্রধানমন্ত্রী– লিয়াকত আলী খান (১৯৪৭-১৯৫১)।
- প্রথম মুখ্যমন্ত্রী– খাজা নাজিম উদ্দীন (১৯৪৭-১৯৫১)।
- প্রথম গভর্নর জেনারেল– মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ (১৯৪৭-১৯৪৮)।

ভারত

- ভারতের জাতির জনক– মহাত্মা গান্ধী।
- স্বাধীন হয়– ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট।
- ভারত প্রজাতন্ত্র হয়– ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি।
- প্রথম প্রেসিডেন্ট– রাজেন্দ্র প্রাসাদ।
- প্রথম প্রধানমন্ত্রী– জওহরলাল নেহেরু।
- স্বাধীন ভারতে প্রথম গভর্নর জেনারেল– লর্ড মাউন্টব্যাটেন।

ভাষা আন্দোলন (১৯৪৮-৫২)

- বাংলা সন– ১৩৫৮ সালের ৮ ফাল্গুন বৃহস্পতিবার।
- জাতীয়তাবাদ উন্মেষের প্রথম ঘটনা – ভাষা আন্দোলন।
- বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি– ভাষা ও সংস্কৃতি।
- বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ লাভ করে- ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে।
- যার ভিত্তিতে পূর্ব বাংলায় ভাষা আন্দোলন হয়েছিল– বাঙালি জাতীয়তাবাদ
- পূর্ব ও পশ্চিমে পাকিস্তানের মধ্যে প্রথম বিরোধ দেখা দেয়- ভাষার প্রশ্নে।
- পূর্ব বাংলার মোট জনসংখ্যার বাংলায় কথা বলে-৫৬ ভাগ।
- পূর্ব বাংলার মোট জনসংখ্যার উর্দুতে কথা বলতো- ৩.২৭ ভাগ।
- বাকি লোকসংখ্যায় কথা বলে- পাঞ্জাবি, বেলুচি, সিন্ধু ও পশতুন ভাষায়
- ১৯৩৭ সালে জিন্নাহ মুসলিম লীগের দাপ্তরিক ভাষা উর্দু করতে চাইলে বিরোধীতা করেন– এ কে ফজলুল হক।
- ১৯৪৭ সালে ডিসেম্বরে করাচির শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে প্রথম পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত হয়।
- ভাষা আন্দোলন চলাকালীন ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ভাষা দিবস ছিল– ১১ মার্চ।
- ভাষার প্রেক্ষিতে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন– "আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য; তার চেয়ে বড় সত্য আমরা বাঙালি"।
- ভাষা আন্দোলনের সময় ১৭ সদস্যের "পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি"র সভাপতি ছিলেন– আকরাম খাঁ

তমদ্দুন মজলিস**

- ভাষার প্রথম সংগঠন- তমদ্দুন মজলিস (১৯৪৭ সালে ১ সেপ্টেম্বর একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে জন্ম হয়, (সদরদপ্তর ছিল– বড় মগবাজার)
- তমদ্দুন মজলিস গঠনে নেতৃত্ব দেন– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক আবুল কাসেম।
- ভাষা আন্দোলনের ছপতি/জনক বলা হয় – অধ্যাপক আবুল কাসেম।
- ভাষা আন্দোলনের মুখপাত্র পত্রিকা– সাপ্তাহিক সৈনিক। (সম্পাদক– শাহেদ আলী)
- ১৯৪৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর তমদ্দুন মজলিস প্রথম পুস্তিকা প্রকাশ করে- পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু।
- 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' প্রবন্ধটি লেখেন– অধ্যাপক আবুল কাসেম, কাজী মোতাহার হোসেন ও আবুল মনসুর আহমদ।

গণপরিষদে বাংলার দাবি

- পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে- করাচি (১৯৪৮ সালে)
- পাকিস্তানের গণপরিষদের ভাষা উর্দু ও ইংরেজির পাশাপাশি প্রথম বাংলাকে অন্যতম ভাষা করার দাবি জানান- গণপরিষদের কংগ্রেস সদস্য কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত (২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮)।

উর্দু ঘোষণা

- 'উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা প্রথম এ ঘোষণা দেয়- মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ।
- জিন্নাহ প্রথম এ ঘোষণা দেয়– ২১ মার্চ, ১৯৪৮ সালে ঢাকায় রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান নাম সোহরাওয়ার্দী উদ্যান)।
- জিন্নাহ ২য় বার ঘোষণা দেয়– ২৪ মার্চ, ১৯৪৮ সালে ঢাবির কার্জন হলে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে (ছাত্র ছাত্রী তখনই না, না, না বলে উত্তর দেন)
- প্রধানমন্ত্রী হিসেবে খাজা নাজিমউদ্দীন প্রথম 'উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা ঘোষণা করে-২৬ জানুয়ারি, ১৯৫২ সালে (ঢাকার পল্টন ময়দানে)
- রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে প্রথম ধর্মঘট হয়– ১১ মার্চ, ১৯৪৮ সালে

CamScanner

ভাষা আন্দোলনকালীন গঠিত বিভিন্ন পরিষদ

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ	১ অক্টোবর, ১৯৪৭
সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ	২ মার্চ, ১৯৪৮
বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ	১৯৫০
সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি (পেশাজীবীদের) আহ্বায়ক- কাজী গোলাম মাহবুব	৩১ জানুয়ারি, ১৯৫২***

ভাষা আন্দোলনকালীন পাকিস্তানের প্রধান ব্যক্তিবর্গ

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট	ইস্কান্দার মির্জা
পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল	মালিক গোলাম মোহাম্মদ
পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী	লিয়াকত আলী খান (১৯৪৭-৫১)
পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ***	খাজা নাজিমউদ্দীন (১৯৫১-৫৩)
পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ***	নূরুল আমিন

ভাষা আন্দোলনে শহিদ

ভাষা আন্দোলনে ৮ জন শহীদের নাম পাওয়া যায়। নাম না জানা অসংখ্য ভাষা শহিদ ছিল

১. **মানিকগঞ্জের রফিক** - ভাষা আন্দোলনের প্রথম শহিদ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন।
২. ময়মনসিংহের **আব্দুল জব্বার**- ভাষা আন্দোলনের ২য় শহিদ।
৩. **আবুল বরকত** (ডাকনাম ছিল 'আবাই' ঢাবির রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র)
৪. ফেনীর **আব্দুস সালাম**- আন্দোলনকালে সচিবালয়ের পিয়ন ছিলেন। সর্বশেষ মৃত্যুবরণ করেন।
৫. হুগলিতে জন্মগ্রহণকারী **শফিউর** আন্দোলনকালে হাইকোর্টে কর্মরত ছিলেন।
৬. **অহিউল্লাহ** সর্বকনিষ্ঠ শহিদ বয়স ছিল মাত্র ৯ বছর।
৭. **আউয়াল** (রিকশা চালক ছিলেন)।
৮. **আখতারুজ্জামান** (অজ্ঞাতনামা)।

Note: *ভাষা শহিদ আবুল বরকতের নামে "আবুল বরকত স্মৃতি জাদুঘর" রয়েছে – ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (জহুরুল হক হল সংলগ্ন)*

বাংলা ভাষার স্বীকৃতি**

১৯৫৩	• ২১ ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস হিসেবে প্রথম পালন।
৯ মে, ১৯৫৪	• পাকিস্তানের গণপরিষদে বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।
২৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬**	• পাকিস্তানের সংবিধানের ২১৪(১) নং অনুচ্ছেদে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়।
১৯৮৭	• বাংলাদেশ সরকার সর্বস্তরে "বাংলা ভাষা প্রচলন আইন" পাস করেন
১৯৯৮	• আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার স্বীকৃতির জন্য কানাডা প্রবাসী রফিকুল ইসলাম ও আব্দুস সালামের উদ্যোগে সংগঠিত হয় 'The Mother Language Lovers of The World'
১৭ নভেম্বর, ১৯৯৯***	• ইউনেস্কো ৩০তম অধিবেশনে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়
২১ ফেব্রুয়ারি, ২০০০**	• সারা বিশ্বের ১৮৮টি দেশ ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে প্রথমবারের মতো পালন করে।
২০০২***	• আফ্রিকার দেশ 'সিয়েরা লিওন' বাংলাকে ২য় রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেয়। তৎকালীন সিয়েরা লিওনের প্রেসিডেন্ট আহমাদ তেজান কাব্বাহ।
২০০৩	• বাংলা ভাষাকে বিশ্বের মাঝে যথাযথভাবে তুলে ধরার জন্য ইউনেস্কোকে একুশে পদক প্রদান করা হয়
২০০৬	• অস্ট্রেলিয়ার সিডনির অ্যাশফিল্ড হেরিটেজ পার্কে নির্মিত হয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস স্মৃতিসৌধ
২০০৮	• জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন শুরু করে
৩০ মার্চ, ২০২৩**	• ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালনের জন্য কানাডার পার্লামেন্টে বিল পাশ হয়– ৩০ মার্চ, ২০২৩

ভাষার উপরে গান

গান	গীতিকার ও সুরকার
আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি***	গীতিকার– আব্দুল গাফফার চৌধুরী প্রথম সুরকার– আব্দুল লতিফ বর্তমান সুরকার– আলতাফ মাহমুদ
ওরা আমার মুখের ভাষা কাইরা নিতে চায়	গীতিকার ও সুরকার– আব্দুল লতিফ
সালাম সালাম হাজার সালাম	গীতিকার– ফজলে খোদা শিল্পী – আব্দুল জব্বার
তোরা ঢাকার শহর রক্তে ভাসাইলি	গীতিকার ও সুরকার– আব্দুল লতিফ

ভাষা আন্দোলনের উপর সাহিত্য কর্ম

প্রথম গান	ভুলব না ভুলব না (গীতিকার- গাজীউল হক)
প্রথম নাটক	'কবর' (রচয়িতা- মুনীর চৌধুরী)
প্রথম কবিতা	'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি' (মাহবুব-উল-আলম) [কবিতাটি ১৯৫২ সালে চট্টগ্রামের লালদিঘী ময়দানে পাঠ করা হয়]
প্রথম উপন্যাস	'আরেক ফাল্গুন' (লেখক- জহির রায়হান) প্রকাশিত– ১৯৬৯ সালে
প্রথম সংকলন	২১ ফেব্রুয়ারি (হাসান হাফিজুর রহমান)
প্রথম চলচ্চিত্র	জীবন থেকে নেয়া (পরিচালক- জহির রায়হান) মুক্তি পায়- ১৯৭০

- **'কবর'** নাটকটি প্রথম মঞ্চায়িত হয়– ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে (১৯৫৩ সালে) **বিবাহ (নাটক)**– মমতাজউদ্দীন।
- **প্রথম প্রভাতফেরীর গান** – 'মৃত্যুকে যারা তুচ্ছ করিল ভাষা বাঁচাবার তরে আজিকে স্মরিও তারে' (**গীতিকার**– মোশারেফ উদ্দিন আহমেদ)
- **অমর একুশে (কবিতা)**– হাসান হাফিজুর রহমান।
- **একুশের কবিতা**– আল মাহমুদ।
- **বর্ণমালা আমার দুঃখিনী বর্ণমালা, ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ (কবিতা)**– শামসুর রাহমান।
- **স্মৃতির মিনার/স্মৃতির স্তম্ভ কবিতাটি**– আলাউদ্দিন আল আজাদ ।
- **'নিরন্তন ঘণ্টাধ্বনি' উপন্যাসের রচয়িতা**– সেলিনা হোসেন।
- **'আর্তনাদ' উপন্যাসের রচয়িতা**– শওকত ওসমান।
- **পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি**– বদরুদ্দীন ওমর
- **জীবন থেকে নেয়া, Let there be light চলচ্চিত্রের পরিচালক**– জহির রায়হান। **একুশের গল্প লেখক**– জহির রায়হান।

CamScanner

শহিদ মিনার

- ঢাকায় নির্মিত প্রথম শহিদ মিনারের নাম ছিল– শহিদ স্মৃতি স্তম্ভ।
- শহিদ মিনারের অবস্থান ছিল– ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে।
- নির্মিত হয়– ১৯৫২ সালে ২৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের দ্বারা।
- উদ্বোধন করা হয়– ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ (ঐদিনই পুলিশ ভেঙ্গে দেয়)
- নকশা ও ডিজাইন করেন– বদরুল আলম ও সাঈদ হায়দার।
- উদ্বোধন করেন শহিদ শফিউর রহমানের বাবা– মৌলভী মাহবুবুর রহমান

Note: প্রথম শহিদ মিনার ঢাকার বাহিরে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় রাজশাহী কলেজ মুসলিম হোস্টেলের এফ ব্লকের সামনে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভটি পুলিশ ভেঙ্গে ফেলে ২২ ফেব্রুয়ারি।

বর্তমান কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার

- অবস্থান– ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে। নির্মাণ শুরু হয়– ১৯৫৭
- নকশা ও ডিজাইন করেন– হামিদুর রহমান ও সহযোগী নভেরা আহমদ
- মূল নকশা পরিবর্তন করে নতুন নকশা দাঁড় করানো হয়– ১৯৬২ সালে
- শহিদ মিনার উদ্বোধন হয়– ১৯৬৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি
- উদ্বোধন করেন– শহিদ আবুল বরকতের মা হাসিনা বেগম

অন্যান্য শহিদ মিনার

- বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শহিদ মিনার (৭১ ফুট) অবস্থিত– জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে
- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শহিদ মিনারের নকশা করেন– মর্তুজা বশীর
- ১৯৯৭ সালে দেশের বাহিরে প্রথম শহিদ মিনার নির্মিত হয়– ওল্ডহ্যাম, যুক্তরাজ্য
- ১৯৯৯ সালে ২য় শহিদ মিনার নির্মিত হয়– লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেটে
- ২০০৫ সালে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে দেশের বাহিরে প্রথম শহিদ মিনার নির্মিত হয়– টোকিও, জাপান
- মধ্যপ্রাচ্যে প্রথম শহিদ মিনার নির্মিত হয়– ওমানে

ভাষা শহিদদের স্মরণে নির্মিত ভাস্কর্য***

ভাস্কর্য	রূপতি	অবস্থান
অমর একুশে (১৯৯১)	জাহানারা পারভীন	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
মোদের গরব (২০০৭)	অখিল পাল	বাংলা একাডেমি চত্বর
জননী ও গর্বিত বর্ণমালা (২০১৬)	মৃণাল হক	ঢাকার পরীবাগ

১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচন

- যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়– ৪ ডিসেম্বর, ১৯৫৩ সালে
- নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়– ১০ মার্চ, ১৯৫৪ সাল।
- যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহার– ২১ দফা
- ২১ দফার প্রথম দফা- রাষ্ট্রভাষা বাংলা
- যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতীক ছিল– নৌকা।
- যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে প্রধান বিরোধী দল– মুসলিম লীগ।
- মুসলিম লীগের প্রতীক ছিল– হ্যারিকেন।
- যুক্তফ্রন্টে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ছিল- ৪টি।
- ৫৪-এর নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট আসন লাভ করে– মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ২৩৭টি আসনের মধ্যে ২২৩টি।**
- যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করে– ৩ এপ্রিল, ১৯৫৪ সালে। (এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে)
- যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙ্গে দেওয়া হয়– ৩০ মে ১৯৫৪ (৫৬ দিন পর)

কাগমারী সম্মেলন

- কাগমারী সম্মেলন হয়– ১৯৫৭ সালে ৬-১০ ফেব্রুয়ারি টাঙ্গাইলের সন্তোষে।
- প্রধান এজেন্ডা - পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন ও বৈদেশিক নীতি।
- সভাপতি ছিলেন– মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী
- প্রধান অতিথি ছিলেন– হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দী
- পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠীকে হুশিয়ারি করে ভাসানী বলেন- যদি পূর্ব পকিস্তানে শোষণ অব্যাহত থাকে তবে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানকে 'আসসালামু আলাইকুম' জানাতে বাধ্য হবেন।
- মাওলানা ভাসানী ন্যাপ (National Awami Party- NAP) গঠন করেন– ১৯৫৭ সালে।

পাকিস্তানের সামরিক শাসন

- জারি করেন– ইস্কান্দার মির্জা। (৭ অক্টোবর, ১৯৫৮)
- প্রধান সামরিক কর্মকর্তা হন– আইয়ুব খান।
- আইয়ুব খান ইস্কান্দার মির্জাকে পদচ্যুত করে নিজেই প্রেসিডেন্ট হন- ১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর।
- আইয়ুব খান ক্ষমতায় ছিলেন – ১৯৫৮–১৯৬৯ সাল পর্যন্ত।
- আইয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্র/Basic Democracy চালু করে - ১৯৫৯ সালে। আইয়ুব খান পদত্যাগ করেন – ২৫ মার্চ, ১৯৬৯।
- ১৯৬২ সালে ১৭ সেপ্টেম্বর শরীফ শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়– শিক্ষা আন্দোলন

১৯৬৫ সালের পাক ভারত যুদ্ধ

- যুদ্ধ শুরু হয়– ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫।
- যুদ্ধ শেষ হয়– ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫।
- যুদ্ধের স্থায়িত্ব ছিল– ১৭ দিন।
- যুদ্ধের বিষয়– কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে।

যুদ্ধ বিরতিতে তাসখন্দ চুক্তি

- চুক্তি স্বাক্ষর হয়– ১০ জানুয়ারি, ১৯৬৬ সালে।
- চুক্তি স্বাক্ষরের স্থান– তাসখন্দ, উজবেকিস্তান।**
- চুক্তি স্বাক্ষর করেন– ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান।
- মধ্যস্থতাকারী– সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী আলেক্সেই কোসিগিন।

ছয় দফা আন্দোলন (১৯৬৬)

- ছয় দফা রচিত– ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে।
- লাহোরে অনুষ্ঠিত 'সর্বদলীয় জাতীয় সংহতি সম্মেলনে' শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা পেশ করেন– ১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি।
- আনুষ্ঠানিকভাবে ছয় দফা উত্থাপিত হয়– ২৩ মার্চ, ১৯৬৬ সালে।
- বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ/'ম্যাগনাকার্টা' বলা হয় – ৬ দফা-কে।
- ছয় দফা দিবস– ৭ জুন (তেজগাঁও ও নারায়ণগঞ্জে অনেকে শহিদ হন)
- ৬ দফার প্রথম বুকলেট – 'আমাদের বাঁচার দাবি ৬ দফা কর্মসূচি', লেখক- শেখ মুজিবুর রহমান ও তাজউদ্দিন আহমেদ।
- ৬ দফার প্রধান দফাগুলো হলো–

১. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন।	২. কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা।
৩. মুদ্রা ও অর্থ বিষয়ক ক্ষমতা।	৪. রাজস্ব ও শুল্ক বিষয়ক ক্ষমতা।
৫. বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ক্ষমতা	৬. আধা মিলিশিয়া বাহিনী গঠনের ক্ষমতা

CamScanner

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা- ১৯৬৮

- মামলা দায়ের- ৩ জানুয়ারি, ১৯৬৮।
- মামলার শিরোনাম- রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য।
- মোট আসামি – ৩৫ জন।
- মামলা ফাঁস করে দেয়- আমির হোসেন।
- মামলার বিচারকাজ শুরু হয়- ১৯ জুন, ১৯৬৮ সালে ঢাকা সেনানিবাসে
- মামলার প্রধান বিচারক ছিলেন- এস এ রহমান।
- মামলার সাথে স্মৃতিবিজড়িত জাদুঘর- বিজয় কেতন
- বিজয় কেতন অবস্থিত- ঢাকা সেনানিবাসে।

গণঅভ্যুত্থান-১৯৬৯

১৯৬৮ সালের নভেম্বরে ছাত্র অসন্তোষকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।

- ১৯৬৮ "ঘেরাও আন্দোলন কার্মসূচি" ঘোষণা করেন- মাওলানা ভাসানী।
- ১৯৬৯ সালের ৪ জানুয়ারি সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বা Students Action Committee (SAC) পেশ করে- ১১ দফা
- ১৯৬৯ সালের ৮ জানুয়ারি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে রাজনৈতিক ঐক্য পেশাজীবীরা Democratic Action Committee (DAC) গঠন করে দাবি পেশ করে- ৮ দফা

জড়িত গুরুত্বপূর্ণ ৪ জন ব্যক্তি

- আসাদ- (১৯৬৯ সালে ২০ জানুয়ারি ঢাবির ইতিহাসের ছাত্র আসাদকে হত্যা করা হয়), ২০ জানুয়ারি শহিদ আসাদ দিবস।
- মতিউর রহমান- (১৯৬৯ সালে ২৪ জানুয়ারি নবকুমার ইনস্টিটিউটের নবম শ্রেণির ছাত্রকে হত্যা করা হয়। তাঁর মৃত্যুর দিনই ২৪ জানুয়ারি গণঅভ্যুত্থান দিবস হিসেবে পালিত হয়)
- সার্জেন্ট জহুরুল হক- ১৯৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি মামলার ১৭তম আসামী বিমান বাহিনীর সদস্য সার্জেন্ট জহুরুল হককে ঢাকা সেনানিবাসে হাবিলদার মনজুর শাহ হত্যা করেন।
- ড.শামসুজ্জোহা- ১৯৬৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ও প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহাকে হত্যা করা হয়। তিনি দেশের প্রথম শহিদ বুদ্ধিজীবী
- শহিদ আনোয়ার বেগম- ২৫ জানুয়ারি, ১৯৬৯ একমাত্র নারী হিসেবে শহিদ হন (শহিদ আনোয়ারা দিবস- ২৫ জানুয়ারি)

- আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার- ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ সালে।
- আগরতলা মামলা প্রত্যাহার দিবস- ২২ ফেব্রুয়ারি।
- গণঅভ্যুত্থানের উপরে লিখিত উপন্যাস – 'চিলেকোঠার সেপাই', লেখক- আখতারুজ্জামান ইলিয়াস।
- আসাদের সাথে জড়িত কবিতা – 'আসাদের শার্ট' (শামসুর রাহমান)
- আসাদ গেট পূর্ব নাম ছিল- আইয়ুব গেট যা গণ অভ্যুত্থানের সাথে জড়িত।
- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত ড. শামসুজ্জোহার প্রতিকৃতি- স্ফুলিঙ্গ
- স্ফুলিঙ্গ ভাস্কর্যের স্থপতি- কনক কুমার পাঠক।

মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস

অসহযোগ আন্দোলন

- ইয়াহিয়া খান বেতার বার্তায় অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করে- ১ মার্চ, ১৯৭১
- পূর্ব নির্ধারিত সময় অনুযায়ী অধিবেশন হওয়ার কথা ছিল- ৩ মার্চ, ১৯৭১
- অসহযোগ আন্দোলন পালিত হয়- ৩ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ, ১৯৭১
- পাকিস্তান থেকে চট্টগ্রাম বন্দরে অস্ত্র আসে- ৩ মার্চ, ১৯৭১
- ইয়াহিয়া খান পুনরায় ২৫ মার্চ অধিবেশন হওয়ার তারিখ দেন- ৬ মার্চ, ১৯৭১
- মুক্তিযুদ্ধে প্রথম শহিদ- শঙ্কু সমজদার (১৯৭১ সালের ৩ মার্চ প্রথম শহিদ হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পাওয়া কিশোর। তবে প্রচলিত তথ্যমতে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম শহিদ ফারুক ইকবাল, মৌচাক মোড়ে তাঁর সমাধি রয়েছে)
- মুক্তিযুদ্ধের সর্বশেষ শহিদ- তসলিম উদ্দিন (১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১)

স্বাধীনতার ইশতেহার

- ইশতেহার পাঠের আয়োজন করা হয়- ৩ মার্চ, ১৯৭১ পল্টন ময়দানে
- আয়োজন করে- স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ
- স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করেন- শাহজাহান সিরাজ
- ৩ মার্চ, ১৯৭১ সালে পল্টন ময়দানে জাতীয় সংগীতের সাথে প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন- শাহজাহান সিরাজ।

প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ

- পূর্ব পাকিস্তানের ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈন্যদের নিরস্ত্রীকরণ পাকবাহিনী শুরু করে- ১৯ মার্চ, ১৯৭১।
- ১৯ মার্চ, ১৯৭১ বাঙালি সৈন্যরা প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে- গাজীপুরের জয়দেবপুর। ঐ স্থানেই তৈরি মুক্তিযুদ্ধের প্রথম ভাস্কর্য "জাগ্রত চৌরাঙ্গী', ১৯৭৩ সালে নির্মিত (স্থপতি- আব্দুর রাজ্জাক)
- আনুষ্ঠানিকভাবে সারা দেশে প্রথম বাংলাদেশের পতাকা উত্তালন করা হয়- ২৩ মার্চ, ১৯৭১। এজন্য পতাকা উত্তোলন দিবস – ২৩ মার্চ।

২৫ মার্চের গণহত্যা ও স্বাধীনতার ঘোষণা

- অপারেশন সার্চ লাইটের অপর নাম- অপারেশন ব্লিটজ।
- অপারেশন সার্চ লাইটের নীল নকশা তৈরি করে- ১৮ মার্চ, ১৯৭১
- অপারেশন সার্চ লাইটের নীল নকশা তৈরি করে- রাও ফরমান আলী, টিক্কা খান, জামশেদ।
- সার্বিকভাবে গণহত্যার পরিকল্পনা তত্ত্বাবধান করে- জেনারেল টিক্কা খান
- অপারেশন সার্চ লাইট হলো- বাঙালি নিধন অভিযানের নাম।
- অপারেশন সার্চ লাইট শুরু হয়- ২৫ মার্চ রাত ১১.৩০ ঘটিকায়।
- ঢাকায় অপারেশন সার্চ লাইটের মূল দায়িত্বে ছিল- রাও ফরমান আলী
- ঢাকার বাহিরে সব স্থানে দায়িত্বে ছিল- খাদেম হোসেন রেজা।
- যে সাংবাদিক জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ডেইলি টেলিগ্রাফের মাধ্যমে প্রথম পাকিস্তানের বর্বরতার খবর বহির্বিশ্বে প্রচার করেন- সাইমন ড্রিং।
- টিক্কা খান বলেন- "আমি এদেশের মানুষ চাই না, মাটি চাই"।
- ঢাকাতে অপারেশন সার্চ লাইট পরিচালনা করে মানুষকে হত্যা করা হয়- ৭ থেকে ৮ হাজার।
- পোড়ামাটির নীতি (সবকিছু ধ্বংস করে হলেও মাটির ওপর দখল বজায় রাখা) গ্রহণ করে- পাকিস্তান সেনাবাহিনী।
- ২৫ মার্চ 'গণহত্যা দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত সংসদে গৃহীত হয়- ১১ মার্চ, ২০১৭।
- ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে ক্ষমতা না দিয়ে সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করে সামরিক শাসনে ফিরে যাওয়ার যে ষড়যন্ত্র তা- অপারেশন ব্লিজ নামে পরিচিত।
- পৃথিবীতে দুটি দেশের স্বাধীনতার ঘোষণা পত্র আছে- ১. যুক্তরাষ্ট্র ২. বাংলাদেশ।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র

- প্রতিষ্ঠিত হয়- ২৬ মার্চ, ১৯৭১ চট্টগ্রামের কালুরঘাটে
- প্রতিষ্ঠা করেন- ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট
- স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রথম স্বাধীনতার ঘোষণা দেন – জিয়াউর রহমান (২৬ মার্চ, ১৯৭১) (তথ্যসূত্র- ২০২৫ সালের বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়)।
- পাক বিমানবাহিনীর গোলাবর্ষণের ফলে বন্ধ হয়- ৩০ মার্চ, ১৯৭১
- পরবর্তী সম্প্রচার শুরু কলকাতার বালিগঞ্জ বেতার কেন্দ্র থেকে- ২৫ মে, ১৯৭১ সালে।

CamScanner

- চরমপত্র সিরিজটির পরিকল্পনাকারী– আব্দুল মান্নান।
- স্থানীয় ঢাকাইয়া ভাষায় স্ক্রিপ্ট লেখা ও উপস্থাপনা করেন– এম আর আখতার মুকুল।
- স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে মুক্তিবাহিনীর জন্য প্রচারিত অনুষ্ঠান– অগ্নিশিক্ষা, দেশাত্ববোধক গান, রণাঙ্গন কথিকা, রক্তস্বাক্ষর
- প্রথম নারী শিল্পী ছিলেন– নমিতা ঘোষ
- পত্রিকা পাঠ করেন– বেলাল আহমেদ
- চরমপত্র (কথিকা) পাঠ করেন– এম আর আখতার মুকুল
- স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সবচেয়ে জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ছিল– চরমপত্র পাঠ ও জল্লাদের দরবার
- ইয়াহিয়া খানকে ব্যঙ্গ করে "জল্লাদের দরবার" অনুষ্ঠানটি চরিত্রায়িত করেন– কেল্লা ফতেহ আলী খান

মুক্তিফৌজ থেকে মুক্তিবাহিনী

ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ইউনিটগুলোর বাঙালি সৈন্যদের নিয়ে নিয়মিত বাহিনী গঠন করা হয় সরকারিভাবে এদেরই নামকরণ করা হয়– মুক্তিফৌজ হিসেবে

- মুক্তিফৌজ গঠিত হয়– ৪ এপ্রিল, ১৯৭১ সালে তৎকালীন সিলেটের (বর্তমান হবিগঞ্জ জেলা) তেলিয়াপাড়ায়।
- মুক্তিবাহিনীর ওয়ার স্ট্র্যাটেজি পরিচিত– তেলিয়াপাড়া স্ট্র্যাটেজি নামে।
- মুক্তিফৌজ গঠন করেন– এম এ জি ওসমানী
- পরিকল্পিতভাবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ মুজিবনগর সরকার বাংলাদেশকে বিভক্ত করেন– ৪টি যুদ্ধ অঞ্চলে
- অনিয়মিত বাহিনীর সরকারি নাম ছিল– গণবাহিনী (এফএফ)

মুক্তিবাহিনীর শীর্ষ নেতা

পদ	ব্যক্তি
মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক	শেখ মুজিবুর রহমান
মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ও প্রধান সেনাপতি	এম এ জি ওসমানী
চিফ অব স্টাফ (সেনাবাহিনীর প্রধান)	কর্নেল এম এ রব
বিমান বাহিনীর প্রধান ও উপ-সেনাপ্রধান	এ কে খন্দকার

বাংলাদেশের ৩টি ফোর্স

ফোর্সের নাম	গঠন	প্রধান
১. জেড ফোর্স	৭ জুলাই, ১৯৭১	জিয়াউর রহমান
২. এস ফোর্স	সেপ্টেম্বর, ১৯৭১	কে এম শফিউল্লাহ
৩. কে ফোর্স	১৪ অক্টোবর, ১৯৭১	খালেদ মোশাররফ

মুক্তিযুদ্ধে নৌ বাহিনী ও বিমান বাহিনী

- নৌ বাহিনী গঠিত হয়– জুলাই, ১৯৭১ সালে।
- নৌ বাহিনী যাত্রা করে- ভারত থেকে উপহার পাওয়া 'বিএনএস পদ্মা' ও 'বিএনএস পলাশ' নামক গানবোট নিয়ে।
- নৌপথে 'বাংলাদেশ নৌ বাহিনী 'অপারেশন জ্যাকপট' পরিচালনা করে- একদিনে পাক বাহিনীর চট্টগ্রাম বন্দরে ১০টি এবং মংলা বন্দরে ৫০টি জাহাজ ধ্বংস করে।
- ১৫ আগস্ট রাত ১২টায় তথা ১৬ আগস্ট, ১৯৭১ সালে নৌ সেক্টর (১০ নং সেক্টর) এর অধীনে ফ্রান্সে ট্রেনিং প্রাপ্ত বাঙালি নৌ কমান্ডো পরিচালিত পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে যে অপারেশন হয়– অপারেশন জ্যাকপট।
- বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর যাত্রা শুরু– ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ সালে।
- সশস্ত্র বাহিনী গঠনে গোপনীয়তা রক্ষার্থে এর গুপ্ত নাম হয়– কিলো ফ্লাইট।
- মুক্তিযুদ্ধে বিমানবাহিনীর পরিচালিত অপারেশন– অপারেশন কিলোফ্লাইট।

অস্থায়ী মুজিবনগর সরকার

- অন্যান্য নাম– প্রবাসী সরকার, অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার।
- সরকার গঠন– ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ এবং শপথ গ্রহণ– ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১
- মন্ত্রণালয় ও বিভাগ ছিল – ১২টি এবং সরকারের মোট সদস্য– ৬ জন

ব্যক্তি	দায়িত্ব
১. শেখ মুজিবুর রহমান	রাষ্ট্রপতি ও সর্বাধিনায়ক (অনুপস্থিত)
২. সৈয়দ নজরুল ইসলাম	অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি/উপ-রাষ্ট্রপতি
৩. তাজউদ্দীন আহমদ	প্রধানমন্ত্রী, পরিকল্পনা, প্রতিরক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী
৪. ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী	অর্থ, বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী
৫. এ এইচ এম কামারুজ্জামান	স্বরাষ্ট্র, কৃষি, ত্রাণ, পুনর্বাসন, কৃষি মন্ত্রী
৬. খন্দকার মোশতাক আহমেদ	পররাষ্ট্র, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী

- মুজিবনগর সরকারের শপথ অনুষ্ঠান হয়- কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথতলার ভবেরপাড়া আমবাগানে।
- সচিবালয় ছিল– কলকাতার ৮নং থিয়েটার রোড।
- বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী রাজধানী করা হয়– মুজিবনগরকে।
- শপথ বাক্য পাঠ করান- অধ্যাপক ইউসুফ আলী।
- অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন- এম এ মান্নান।
- মুক্তিযুদ্ধের সর্বদলীয় উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য ছিল – ৮ জন (প্র ভাসানী), গার্ড অব অনার দেন– আনসার বাহিনী।
- গার্ড অব অনার দলের নেতৃত্ব দেন– মাহমুদ উদ্দিন আহমেদ।
- মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত পত্রিকা– জয় বাংলা, জন্মভূমি, বাংলার বা দাবানল।
- মুজিবনগর শপথ অনুষ্ঠানে নারী সমাজের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন– নাজিরা ইসলাম।
- বৈদ্যনাথতলার বর্তমান নাম– মুজিবনগর (নামকরণ– তাজউদ্দীন আহম
- মুক্তিযুদ্ধের সময় কলকাতার ৮ নং থিয়েটার রোডে "বাংলাদেশ বাহি গঠিত হয়– ১২ এপ্রিল, ১৯৭১ সালে।
- মুজিবনগরের অর্থবিষয়ক ও পরিকল্পনার দায়িত্বে ছিলেন– তাজউদ্দিন আহম
- মুজিবনগর সরকারের মুখ্য সচিব ছিলেন– রুহুল কুদ্দুস।
- বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারি(১০ এপ্রিল) এবং স্বাধীনত ঘোষণাপত্র পাঠ (১৭ এপ্রিল) করা হয়– মুজিবনগর হতে।

মুক্তিযুদ্ধকালীন বিদেশে বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশন

- বাংলাদেশের প্রথম মিশন স্থাপিত হয়– কলকাতা, ভারত।
- ১৯৭১ সালের ১৮ এপ্রিল বাংলাদেশের প্রথম বিদেশি মিশন 'কলকাতা মিশনে' বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন– এম আর হোসেন আলী।
- ৬ এপ্রিল, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের পক্ষে সর্বপ্রথম আনুগত্য প্রকাশ করেন– পাকিস্তান হাইকমিশনের দ্বিতীয় সচিব কে এম শাহাবুদ্দিন ও সহকারী প্রেস অ্যাটাশে আমজাদ উল হক
- বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের বিশেষ প্রতিনিধি ছিলেন– আবু সাঈদ চৌধুরী
- বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন গড়ে তোলেন– ভারতের সমর সেন

বিদেশি মিশন	দেশ	মিশন প্রধান
১. কলকাতা	ভারত	এম আর হোসেন আলী
২. দিল্লী	ভারত	হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী
৩. লন্ডন	যুক্তরাজ্য	বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী
৪. ওয়াশিংটন	যুক্তরাষ্ট্র	এম আর সিদ্দিকী

CamScanner

মুক্তিযুদ্ধের সেক্টরসমূহ

- মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ছিলেন– শেখ মুজিবুর রহমান
- মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন– এমএজি ওসমানী
- বাংলাদেশের মোট সেক্টর– ১১টি
- সাব সেক্টর– ৬৪টি
- সেক্টরগুলোকে বিভক্ত করেন– তাজউদ্দিন আহমেদের নির্দেশে এমএজি ওসমানী
- নিয়মিত সেক্টর কমান্ডার ছিল না এবং একমাত্র নৌ সেক্টর– ১০
- মোট সেক্টর কমান্ডার ছিলেন– ১৬ জন

- ১৯৭১ সালের ১১ এপ্রিল তাজউদ্দিন আহমেদের নির্দেশে এম.এ.জি ওসমানী বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টর এবং ৬৪টি সাব সেক্টরে বিভক্ত করেন।
- ১ নং সেক্টর- চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ফেনী নদী পর্যন্ত।
- ২ নং সেক্টর- ঢাকা, নোয়াখালী, কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া।
- ৩ নং সেক্টর- কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও ঢাকা জেলার অংশবিশেষ।
- ৪ নং সেক্টর- সিলেটের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল তথা মৌলভীবাজার।
- ৫নং সেক্টর- সিলেটের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল ডাউকি সড়ক পর্যন্ত।
- ৬নং সেক্টর- রংপুর বিভাগ (দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়)।
- ৭নং সেক্টর- রাজশাহী বিভাগ (রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা, নওগাঁ)।
- ৮নং সেক্টর- যশোর, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, মুজিবনগর।
- ৯ নং সেক্টর- সাতক্ষীরা, খুলনা, পটুয়াখালি, বরিশাল।
- ১০ নং সেক্টর- সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল।
- ১১ নং সেক্টর- ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল।

সেক্টর কমান্ডরদের নাম মনে রাখার টেকনিক

সূত্র: জিয়ার খা শ দশ বানুর ও জন শূন্য তা

- জিয়া → জিয়াউর রহমান, রফিকুল ইসলাম (সেক্টর ১)
- খা → খালেদ মোশাররফ, এটিএম হায়দার (সেক্টর ২) **
- শ → কে. এম শফিউল্লাহ, এ. এন. নুরুজ্জামান (সেক্টর ৩) **
- দ → সি আর দত্ত (সেক্টর ৪) **
- শ → শওকত আলী (সেক্টর ৫) **
- বা → এম কে বাশার (সেক্টর ৬) **
- নূর → কাজী নুরুজ্জামান (সেক্টর ৭) **
- ও → আবু ওসমান চৌধুরী (সেক্টর ৮)
- জন → আব্দুল জলিল (সেক্টর ৯)
- শূন্য → নিয়মিত সেক্টর কমান্ডর ছিল না (সেক্টর ১০)
- তা → আবু তাহের (সেক্টর ১১)

Note: নিয়মিত বাহিনী ছিল না, ফ্রান্সে প্রশিক্ষিত বাঙালি নৌ বাহিনী দ্বারা গঠিত বাহিনী, প্রধান সেনাপতির অধীন, বঙ্গোপসাগরীয় সেক্টর ছিল ১০ নং।

কনসার্ট ফর বাংলাদেশ

- সময়- ১ আগস্ট, ১৯৭১ (নিউইয়র্কের মেডিসন স্কয়ারে)।
- অনুষ্ঠান শুরু হয়– সেতার বাদক রবি শংকর ও বিখ্যাত সরোদ বাদক ওস্তাদ আলী আকবর খানের যন্ত্র সংগীত বাজানোর মাধ্যমে
- আয়োজক- ফোবানা, ব্যান্ড দল- বিটলস্, প্রধান শিল্পী- জর্জ হ্যারিসন।
- সেতার বাদক- ভারতের রবিশংকর, তবলা বাদক– ওস্তাদ আল্লা রাখা খান
- সহযোগী শিল্পী- বব ডিলান, এরিক ক্ল্যাপটন, বিলি প্রিস্টন, লিওন রাসেল, রিঙ্গো রকস্টার প্রমুখ। অনুষ্ঠানের স্থায়িত্ব ছিল – ৪ ঘণ্টা।
- বাংলাদেশ বাংলাদেশ গান পরিবেশন করেন– জর্জ হ্যারিসন।
- ভারতীয় শিল্পীদের পরিবেশিত গান– বাংলার ধুন (শিল্পী- রবিশংকর, আল্লারাখা খান, কমলা চক্রবর্তী)
- কনসার্ট ফর বাংলাদেশ চলচ্চিত্রের পরিচালক– সল সুইমার।
- বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে ৬ মে, ২০২২ সালে নিউইয়র্কের সেই ঐতিহাসিক ম্যাডিসিন স্কয়ার গার্ডেনে অনুষ্ঠিত হয়– সুবর্ণজয়ন্তী বাংলাদেশ কনসার্ট।

Note: *২০১৬ সালে সংগীত শিল্পী ও গীতিকার হিসাবে 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'র অন্যতম শিল্পী বব ডিলান সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান।*

মুক্তিযুদ্ধের গেরিলা বাহিনী – ক্র্যাক প্লাটুন

- ক্র্যাক প্লাটুন যুদ্ধে করে – ২ নং সেক্টর তথা ঢাকা শহরে।
- ক্র্যাক প্লাটুন গঠন করেন – ২নং সেক্টর প্রধান খালেদ মোশাররফ ও এটিএম হায়দার।
- গেরিলা দল আক্রমণ করতো – হিট এন্ড রান পদ্ধতিতে।
- অন্যতম সদস্য – জাহানারা ইমামের সন্তান শহিদ রুমি, শিল্পী আজম খান, ক্রিকেটার জুয়েল, ঢাবি ছাত্র বদিউল আলম, আজাদ ও অন্যান্যরা।
- শহিদ আজাদকে নিয়ে 'আনিসুল হক' লেখেন – 'মা' উপন্যাস।
- হুমায়ূন আহমেদ মুক্তিযোদ্ধা বদিউল আলম-এর মহত্ব ও বিজয়গাঁথা তুলে ধরে রচনা করেন – 'আগুনের পরশমণি' উপন্যাস ও চলচ্চিত্রে।
- মুক্তিযুদ্ধের প্রথম বিরোধিতা করে– শান্তি কমিটি।
- ১৯৭১ সালে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড ঘটায়– আল বদর বাহিনী।

আঞ্চলিক বাহিনী

বাহিনীর নাম	যুদ্ধের অঞ্চল	বাহিনীর নাম	যুদ্ধের অঞ্চল
কাদেরিয়া বাহিনী	টাঙ্গাইল	আকবর বাহিনী	মাগুরা
আফসার বাহিনী	ভালুকা, ময়মনসিংহ	জিয়া বাহিনী	সুন্দরবন
বাতেন বাহিনী	টাঙ্গাইল	লতিফ মির্জা বাহিনী	সিরাজগঞ্জ, পাবনা
হেমায়েত বাহিনী	গোপালগঞ্জ, বরিশাল	হালিম বাহিনী	মানিকগঞ্জ

যৌথ বাহিনী

- গঠিত হয়– ২১ নভেম্বর, ১৯৭১
- যার সমন্বয়ে গঠিত– বাংলাদেশের মুক্তি বাহিনী ও ভারতের মিত্র বাহিনী
- যৌথ বাহিনীর প্রধান ছিলেন– শ্যাম মানেকশ।
- ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় আঞ্চলিক বাহিনীর প্রধান ছিলেন– জগজিৎ সিং অরোরা
- বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী দিবস– ২১ নভেম্বর
- ভারতের সৈন্য বাংলাদেশ থেকে ভারতে ফিরে যান– ১২ মার্চ, ১৯৭২
- পাকিস্তান বিমান বাহিনী ভারতের বিমান ঘাঁটিতে হামলা চালালে সেদিনই তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন– ৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১

CamScanner

একাত্তরের শহিদ বুদ্ধিজীবী

- পাকিস্তান হানাদার বাহিনী ও তাদের মিত্র আল বদর বাহিনী বাঙালির তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সন্তান বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেন– ১০-১৪ই ডিসেম্বর
- প্রতি বছর শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত হয়– ১৪ই ডিসেম্বর।
- বুদ্ধিজীবীদের বেশিরভাগকেই হত্যা করা হয়– রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে।
- সেলিনা পারভীন যে পত্রিকায় কাজ করতেন– শিলালিপি।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন– গোবিন্দ চন্দ্র (জিসি)

উল্লেখযোগ্য বুদ্ধিজীবী

ড. ফজলে রাব্বি	ড. আলীম চৌধুরী
রাজনীতিবিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শহীদুল্লাহ কায়সার
জ্যোতিরময় গুহ ঠাকুরতা	সাংবাদিক সেলিনা পারভীন
সুরকার আলতাফ মাহমুদ	সাহিত্যিক আনোয়ার পাশা
দার্শনিক জিসি দেব	সাহিত্যিক মুনীর চৌধুরী
মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী	ড. সিরাজুল ইসলাম

বিজয় দিবস

- ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর (১৩৭৮ বঙ্গাব্দ) রোজ বৃহস্পতিবার বেলা ৪.৩১ মিনিটে পাক বাহিনী আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরিত হয়– রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান)
- দলিল স্বাক্ষর করে– পাকিস্তানের পক্ষে পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার লে. জেনারেল আমির আব্দুল্লাহ খান নিয়াজী (এম এ জি নিয়াজী) ও যৌথ বাহিনীর পক্ষে ভারতের পূর্বাঞ্চলের কমান্ডার লে. জেনারেল জগজিৎ সিং আরোরা।
- বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন– গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার
- আত্মসমর্পণ দলিলের নাম – Instrument of Surrender যা বর্তমানে দিল্লীর ন্যাশনাল মিউজিয়ামে রয়েছে।
- ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর পাশাপাশি বাংলাদেশের প্রথম আঞ্চলিক বাহিনী হিসেবে ঢাকায় প্রবেশ করেন– কাদেরিয়া বাহিনী

মুক্তিযুদ্ধের বীরত্বসূচক খেতাব (Gallantry Awards)

- বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধে সাহসিকতা ও বীরত্ব প্রদর্শনের স্বীকৃতিস্বরূপ ৪ ধরনের খেতাব প্রদান করেন। যথা:

খেতাব	'৭৩ এর গেজেট	বর্তমান সংখ্যা
১. বীরশ্রেষ্ঠ (Most Valiant Hero)	৭ জন	৭ জন
২. বীর উত্তম (Great Valiant Hero)	৬৮ জন	৬৭ জন
৩. বীর বিক্রম (Valiant Hero)	১৭৫ জন	১৭৪ জন
৪. বীর প্রতীক (Ideal of Courage)	৪২৬ জন	৪২৪ জন
মোট	৬৭৬ জন	৬৭২ জন

Note: মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যা মামলায় জড়িত ৪ আসামীর বীরত্বসূচক রাষ্ট্রীয় খেতাব বাতিল করে প্রজ্ঞাপন জারি করে– ০৬ জুন, ২০২১ (চারজন হলেন – শরিফুল হক ডালিম, নূর চৌধুরী, এ এম রাশেদ, মোসলেম উদ্দিন খান)

- জীবিতদের মধ্যে সর্বোচ্চ খেতাব– বীর উত্তম।
- খেতাব প্রাপ্ত নারী – ২জন (ক্যাপ্টেন সেতারা বেগম ও তারামন বিবি)
- প্রথম খেতাব প্রাপ্ত নারী– কিশোরগঞ্জের সেতারা বেগম (২নং সেক্টরে যুদ্ধ করেন) তিনি সেক্টর কমান্ডার এটিএম হায়দারের বোন ছিলেন।
- যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য ভারতের মেলাঘরে ৪৮০ শয্যার বাংলাদেশ ফিল্ড হাসপাতালে চিকিৎসা দেন সেতারা বেগম।
- কুড়িগ্রামের তারামন বিবি ১১ নং সেক্টরে যুদ্ধ করেন, তাকে খেতাব দেওয়া হয়- ১৯৭৩ সালে। মৃত্যুবরণ করেন– ২০১৮ সালের ১ ডিসেম্বর।
- তারামন বিবিকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ ও অস্ত্র চালান শেখান– মুহিব হালদার
- ১৯৯৬ সালে স্বীকৃতি দিলেও রাষ্ট্রীয় খেতাবে নাম উঠেনি- কাঁকন বিবির।
- সুনামগঞ্জের খাসিয়া সম্প্রদায়ের কাঁকন বিবিকে গুপ্তচর নিয়োগ করেন– রহমত আলী। পরিচিত– মুক্তিবেটি নামে। (মৃত্যু– ২১ মার্চ, ২০১৮)
- বিদেশী বীর প্রতীক খেতাব প্রাপ্ত একমাত্র ব্যক্তি– ডব্লিউ এইচ ওডারল্যা (২নং সেক্টরে যুদ্ধ করেন টঙ্গি) নেদারল্যান্ডসের বংশোদ্ভূত ও অস্ট্রেলিয়া নাগরিক।
- আদিবাসী হিসেবে প্রথম বীর বিক্রম খেতাব প্রাপ্ত– ইউ কে চিং মা (৬নং সেক্টর)
- সর্বকনিষ্ঠ বীর প্রতীক খেতাব প্রাপ্ত– শহীদুল ইসলাম (১৩ বছর), ১১নং সে
- একমাত্র সাহিত্যিক হিসেবে বীর প্রতীক খেতাব পান– আব্দুস সাত্তার।
- প্রথম বীর উত্তম খেতাব পান– লে. কর্নেল আব্দুর রব (চিফ অব স্টাফ)
- প্রথম বীর বিক্রম খেতাব পান– মেজর খন্দকার নাজমুল হুদা।
- প্রথম বীর প্রতীক খেতাব পান– মোহাম্মদ আব্দুল মতিন।
- বাংলাদেশ সরকার বীরাঙ্গনাদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রথম স্বীকৃতি প্র করেন– ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৫।
- বীরাঙ্গনাদের মধ্যে প্রথম প্রকাশ্যে একাত্তরের বীভৎস নির্যাতনের কথা ব করেন– ভাস্কর ফেরদৌসি প্রিয়ভাষিণী (বীরাঙ্গনা স্বীকৃতি পান- ২০১৬ সা

বীরশ্রেষ্ঠ***

- মোট বীরশ্রেষ্ঠ– ৭ জন [সেনাবাহিনীর- ৩ জন, ইপিআর (বর্ডার গার্ড) জন, বিমানবাহিনী– ১ জন, নৌবাহিনী – ১ জন]
- প্রথম শহিদ– সিপাহী মোস্তফা কামাল (১৮ এপ্রিল, ১৯৭১)
- সর্বশেষ শহিদ– ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর (১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১)
- সর্বকনিষ্ঠ বীরশ্রেষ্ঠ ছিলেন– সিপাহী হামিদুর রহমান

নোট: সরকারি পোর্টাল অনুযায়ী ১ম শহিদ– মুন্সী আব্দুর রউফ

সিপাহী মোস্তফা কামাল	জন্ম	১৯৪৭ সালে ভোলা জেলায়
	কর্মস্থল	সেনাবাহিনী
	পদবি	সিপাহী
	সেক্টর	২ নং
	মৃত্যু	১৮ এপ্রিল, ১৯৭১
	সমাধি	ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ার দরুইন গ্রামে
ল্যান্স নায়েক মুন্সী আব্দুর রউফ	জন্ম	১৯৪৩ সালে ফরিদপুর জেলায়
	কর্মস্থল	ই.পি. আর (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস)
	পদবি	ল্যান্স নায়েক
	সেক্টর	১ নং
	মৃত্যু	২০ এপ্রিল, ১৯৭১ মতান্তরে- ৮ এপ্রিল, ১৯৭
	সমাধি	রাঙ্গামাটি জেলার নানিয়ার চরে
ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান	জন্ম	১৯৪১ খ্রি. ঢাকায়; পৈতৃক নিবাস রায়পুরা নরসিংদী
	কর্মস্থল	বিমানবাহিনী
	পদবি	ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট
	সেক্টর	মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি পাকিস্তানে কর্মর ছিলেন। পাকিস্তান বিমান বাহিনীর একটি টি ৩৩ প্রশিক্ষণ বিমান (ছদ্ম নাম ব্লু-বার্ড-১৬৬ ছিনতাই করে নিয়ে দেশে ফেরার পথে বিমা দুর্ঘটনায় নিহত হন।
	মৃত্যু	২০ আগস্ট, ১৯৭১
	সমাধি	পাকিস্তানের করাচির মৌরিপুর মাশরুর ঘাঁটিতে তাঁর সমাধিস্থল ছিল। বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানে দেহাবশেষ পাকিস্তান হতে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা হয় ২৪ জুন এবং ২৫ জুন, ২০০৬ পূ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় মিরপুরে শহিদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে পুনরায় দাফন করা হয়।
	চলচ্চিত্র	'অস্তিত্বে আমার দেশ' তাঁর জীবনের উপর নির্মিত চলচ্চিত্র (পরিচালক – খিজির হায়াত খান ও মিলি রহমান)

CamScanner

ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ	জন্ম	১৯৩৬ সালে নড়াইল জেলার মহিষখোলা গ্রামে
	কর্মস্থল	ই.পি. আর (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস)
	পদবি	ল্যান্স নায়েক
	সেক্টর	৮ নং
	মৃত্যু	৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১
	সমাধি	যশোরের শার্শা উপজেলার কাশিপুর গ্রামে।
সিপাহী হামিদুর রহমান	জন্ম	১৯৫৩ সালে ঝিনাইদহের খালিশপুর গ্রামে
	কর্মস্থল	সেনাবাহিনী
	পদবি	সিপাহী
	সেক্টর	৪ নং
	মৃত্যু	২৮ অক্টোবর, ১৯৭১ মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার ধলই সীমান্তে
	সমাধি	ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আমবসার হাতিমেরছড়া গ্রামে সমাধি ছিল। ১০ ডিসেম্বর, ২০০৭ তাঁর দেহাবশেষ ত্রিপুরা হতে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা হয় এবং পরদিন ১১ ডিসেম্বর ঢাকার মিরপুর শহিদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে পুনরায় সমাহিত করা হয়।
ইঞ্জিনরুম আর্টিফিশার রুহুল আমিন	জন্ম	১৯৩৫ সালে নোয়াখালী জেলায়
	কর্মস্থল	নৌবাহিনী
	পদবি	গানবোট 'পলাশ' এর ইঞ্জিনরুম আর্টিফিশার
	সেক্টর	প্রথমে ২ নং সেক্টর এবং পরে ১০ নং সেক্টরে যুদ্ধ করে শহিদ হন
	মৃত্যু	১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১
	সমাধি	খুলনার রূপসা উপজেলার বাগমারা গ্রামে রূপসা নদীর তীরে
ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর	জন্ম	১৯৪৯ সালে বরিশাল জেলায়
	কর্মস্থল	সেনাবাহিনী
	পদবি	ক্যাপ্টেন
	সেক্টর	৭ নং
	মৃত্যু	১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১ (বীরশ্রেষ্ঠদের মধ্যে সর্বশেষ শহিদ হন)
	সমাধি	চাঁপাইনবাবগঞ্জের ছোট সোনা মসজিদ প্রাঙ্গণে

মুক্তিযুদ্ধে বিদেশিদের অবদান

- বহির্বিশ্বে সর্বপ্রথম পাকিস্তানি বর্বরতার খবর প্রকাশ করেন– ব্রিটিশ সাংবাদিক সাইমন ড্রিং।
- ৪ এপ্রিল, ১৯৭১ মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রথম যে বিদেশি মৃত্যুবরণ করেন– ইতালির ক্যাথলিক ধর্ম যাজক মাদার মারিও ভেরেনজি (কর্মরত- যশোর)।
- ১৯৭১ সালের ৯ সেপ্টেম্বর কলকাতা থেকে যশোরে আসেন– মার্কিন কবি এলেন গিনেসবার্গ। তিনি নিউইয়র্ক টাইমস এ কর্মরত ছিলেন।
- **September on Jessore Road** কবিতার আয়োজন করেন– মার্কিন কবি এলেন গিনেসবার্গ (১৫২ লাইনের কবিতা)। তাঁর কবিতা নিউইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত হয়।
- **September on Jessore Road** এর বাংলা অনুবাদক– খান মোহাম্মদ ফারাবী
- মুক্তিযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা অক্সফামের ত্রাণ কার্যক্রমের সমন্বয়ক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন– জুলিয়ান ফ্রান্সিস (যুক্তরাজ্যের নাগরিক)
- ১৯৭১ সালে অক্সফাম কর্তৃক প্রকাশ করেন– "টেস্টিমনি অফ সিক্সটি অন দ্যা ক্রাইসিস ইন বেঙ্গল" (বাঙালি মানুষের সংকটের ষাটজনের সাফল্য)
- মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদানের জন্য জুলিয়ান ফ্রান্সিসকে দেওয়া হয়– মুক্তিযুদ্ধের মৈত্রী সম্মাননা। (Friends of Liberation war honour)
- ১৯৭১ সালে ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন কনসাল জেনারেল আর্চার কেন্ট ব্লাড গ্রন্থ রচনা করেন– দ্য ক্রুয়েল বার্থ অব বাংলাদেশ।
- রাশিয়ান যে কবি অর্থ সংগ্রহের জন্য কবিতা পাঠের আয়োজন করেন – ইয়েভগান তুসোব্বর।

মুক্তিযুদ্ধে বিদেশি বন্ধুদের সম্মাননা

- মুক্তিযুদ্ধে অবিস্মরণীয় অবদানের জন্য বিদেশী নাগরিকদের জন্য বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মাননা– ৩ টি
- মোট রাষ্ট্রীয় সম্মাননা লাভ করেন– ৩১৮ জন ব্যক্তি ও ১০ টি প্রতিষ্ঠান।
- মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের জন্য স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১১ সালে প্রথম সম্মাননা লাভ করেন– ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী।**
- বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা (Bangladesh Liberation War Honour) লাভ করেন– ১৫ জন।
- মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা (Friends Liberation War Honour) লাভ করেন– ৩১২ জন ও ১০ টি সংগঠন।

মুক্তিযুদ্ধে গণমাধ্যমের ভূমিকা

- আমেরিকা থেকে প্রকাশিত– Bangladesh News Letter, বাংলাদেশ নিউজ বুলেটিন।
- কানাডা থেকে প্রকাশিত– বাংলাদেশ স্কুলিঙ্গ।
- সাংবাদিক মার্ক টালি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের প্রচার করেন– বিবিসি থেকে
- দেবদুলাল বন্দোপাধ্যায় আকাশবাণী কলকাতা থেকে প্রতি রাতে প্রচার করেন– সংবাদ পরিক্রমা।

স্বাধীন বাংলাদেশের স্বীকৃতি

- প্রথম দেশ– ভুটান এবং দ্বিতীয় দেশ– ভারত [৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১]
- প্রথম আরব / মধ্যপ্রাচ্যের দেশ– ইরাক।
- প্রথম এশীয় মুসলিম দেশ/প্রথম অনারব মুসলিম দেশ– মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া।
- প্রথম আফ্রিকান দেশ/ প্রথম মুসলিম দেশ– সেনেগাল।
- প্রথম ইউরোপিয়ান দেশ ও প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ – পূর্ব জার্মানি, ১১ জানুয়ারি, ১৯৭২ স্বীকৃতি দেয় (অপশনে না থাকলে দিব- পোল্যান্ড)
- প্রথম উত্তর আমেরিকান দেশ- বার্বাডোস।
- প্রথম ওশেনিয়া মহাদেশের দেশ- টোঙ্গা।
- রাশিয়া স্বীকৃতি দেয় – ২৪ জানুয়ারি, ১৯৭২।
- যুক্তরাজ্য স্বীকৃতি দেয় -৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২ সাল।
- ফ্রান্স স্বীকৃতি দেয় – ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২।
- যুক্তরাষ্ট্র স্বীকৃতি দেয় -৪ এপ্রিল, ১৯৭২ সাল।
- পাকিস্তান স্বীকৃতি দেয় – ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪।
- চীন স্বীকৃতি দেয় – ৩১ আগস্ট, ১৯৭৫।

মুক্তিযুদ্ধের সময় বৃহৎশক্তি

- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করে– রাশিয়া, ভারত, ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য।
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে– যুক্তরাষ্ট্র ও চীন।
- ৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব করলে বাংলাদেশকে সমর্থন করে ভেটো (Veto) দেয়– রাশিয়া।
- বাংলাদেশকে তলাবিহীন ঝুড়ি বলেন– যুক্তরাষ্ট্রের হেনরী কিসিঞ্জার।
- যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা ছিলেন– হেনরী কিসিঞ্জার (যিনি বাংলাদেশকে তলাবিহীন ঝুড়ি বলেন)
- ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন কনস্যুলেট ছিলেন– আর্চার কে ব্লাড (তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেন)

জাতিসংঘ	মহাসচিব– উথান্ট, তৃতীয় (মিয়ানমারের নাগরিক)*
ভারত	প্রধানমন্ত্রী– ইন্দিরা গান্ধী**
	প্রেসিডেন্ট– ভিভি গিরি (বরাহগিরি ভেঙ্কট গিরি)*
	পররাষ্ট্রমন্ত্রী– শরণ সিংহ সেনাপ্রধান– শ্যাম মানেকশ
	জাতিসংঘে নিযুক্ত স্থায়ী প্রতিনিধি– সমর সেন
	পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী– অজয় মুখোপাধ্যায়

সোভিয়েত ইউনিয়ন (রাশিয়া)	প্রেসিডেন্ট– নিকোলাই পদগর্নি**
	প্রধানমন্ত্রী– আলেক্সেই কোসিগিন**
	পররাষ্ট্রমন্ত্রী– আলেক্সেই গ্রোমিকো
যুক্তরাষ্ট্র	প্রেসিডেন্ট– রিচার্ড নিক্সন (৩৭তম)***
চীন	প্রেসিডেন্ট– দোং বিষু
	প্রধানমন্ত্রী– ঝু এনলাইন
যুক্তরাজ্য	প্রধানমন্ত্রী– এডওয়ার্ড হীথ

সিমলা চুক্তি-১৯৭২

- চুক্তি হয়– ১৯৭২ সালের ২ জুলাই।
- চুক্তির স্থান– ভারতের হিমাচল প্রদেশের সিমলা।**
- স্বাক্ষর করেন– পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী।
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পর ভারত পাকিস্তানের মধ্যে প্রথম চুক্তি হয়– সিমলা চুক্তি।

বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী চুক্তি-১৯৭২

- বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে প্রথম চুক্তি– মৈত্রী চুক্তি।***
- চুক্তি স্বাক্ষর- ১৯ মার্চ, ১৯৭২ (শেখ মুজিব ও ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে)।
- চুক্তির মেয়াদ– ২৫ বছর (১৯ মার্চ, ১৯৭২- ১৯ মার্চ, ১৯৯৭)

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গান***

গান	গীতিকার/সুরকার/শিল্পী
সব কটি জানালা খুলে দাও না.....	গীতিকার– নজরুল ইসলাম বাবু সুরকার– আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল শিল্পী – সাবিনা ইয়াসমিন
আমাদের সংগ্রাম চলবেই, জনতার সংগ্রাম চলবেই.....	গীতিকার– সিকান্দার আবু জাফর
মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি.....	গীতিকার– গোবিন্দ হালদার শিল্পী – আপেল মাহমুদ
পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে,.....	গীতিকার– গোবিন্দ হালদার
এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা.....	গীতিকার– গোবিন্দ হালদার শিল্পী– প্রথমে স্বপ্না রায়, পরে রেবেকা সুলতানা
এক নদী রক্ত পেরিয়ে.....	গীতিকার– খান আতাউর রহমান শিল্পী– শাহনাজ রহমতউল্লাহ
মাগো ভাবনা কেন, আমরা তোমার শান্তি প্রিয় শান্ত ছেলে.....।	গীতিকার- গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার সুরকার- হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রথম

ধরন	নাম	পরিচালক/ লেখক
স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র	আগামী (১৯৮৪)	মোরশেদুল ইসলাম
প্রামাণ্য চলচ্চিত্র	স্টপ জেনোসাইড (১৯৭১)	জহির রায়হান
পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র	ওরা ১১ জন (১৯৭২)	চাষী নজরুল ইসলাম
মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণায় নির্মিত প্রথম ভাস্কর্য	জাগ্রত চৌরঙ্গী, গাজীপুর (১৯৭৩)	আব্দুর রাজ্জাক
মুক্তিযুদ্ধের ১ম উপন্যাস	রাইফেল রোটি আওরাত (১৯৭৩)	আনোয়ার পাশা
মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ১ম নাটক	পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়	সৈয়দ শামসুল হক
মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ১ম কবিতা	স্বাধীনতা তুমি	শামসুর রাহমান

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস

গ্রন্থ	লেখক
'রাইফেল রোটি আওরাত'	শহিদ আনোয়ার পাশা
জাহান্নাম হইতে বিদায়, নেকড়ে অরণ্য, দুই সৈনিক, জলাঙ্গী	শওকত ওসমান
উপমহাদেশ	আল মাহমুদ
একটি ফুলের জন্য	রিজিয়া রহমান
যাত্রা	শওকত আলী
খাঁচায়	রশিদ হায়দার
অদ্ভুত আঁধার এক	শামসুর রাহমান
দেয়াল	আবু জাফর শামসুদ্দিন
পূর্ব পশ্চিম	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
হাঙ্গর নদী গ্রেনেড, যুদ্ধ	সেলিনা হোসেন
আগুনের পরশমণি, জ্যোছনা ও জননীর গল্প, শ্যামল ছায়া, সূর্যের দিন, সৌরভ, ১৯৭১	হুমায়ুন আহমেদ
প্রিয় যোদ্ধা প্রিয়তমা	হারুন হাবিব
একটি কালো মেয়ের কথা	তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়
মা	আনিসুল হক
ফেরারী সূর্য, একাত্তরের নিশান	রাবেয়া খাতুন
ওঙ্কার, অলাতচক্র	আহমদ ছফা
নিষিদ্ধ লোবান, নীল দংশন	সৈয়দ শামসুল হক
কালো ঘোড়া, মহাযুদ্ধ, ঘেরাও	ইমদাদুল হক মিলন

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক

গ্রন্থ	লেখক
পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়	সৈয়দ শামসুল হক
কি চাহ শঙ্খচিল, বর্ণচোরা, বকুল পুরের স্বাধীনতা	মমতাজ উদ্দিন আহমদ
যে অরণ্যে আলো নেই	নীলিমা ইব্রাহিম
নরকে লাল গোলাপ	আলাউদ্দিন আল আজা

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কাব্যগ্রন্থ

কাব্যগ্রন্থ	লেখক
তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা	শামসুর রাহমান
যখন উদ্যত সঙ্গীত	হাসান হাফিজুর রহমান
আর্তনাদে বিবর্ণ	ড. মাযহারুল ইসলাম
বন্দী শিবির থেকে	শামসুর রাহমান
আমার প্রতিদিনের শব্দ	সৈয়দ আলী আহসান
মুক্তিযুদ্ধের কবিতা	আবুল হাসনাত

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রবন্ধ গ্রন্থ

প্রবন্ধ	লেখক
আমি বীরাঙ্গনা বলছি	নীলিমা ইব্রাহীম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম	গাজীউল হক
একাত্তরের ঢাকা, যাপিত জীবন	সেলিনা হোসেন
বাংলাদেশ কথা কয়	আব্দুল গাফফার চৌধুরী
বুকের ভেতর আগুন, বিদায় দে মা ঘুরে আসি	জাহানারা ইমাম

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গল্পগ্রন্থ

গল্পগ্রন্থ	লেখক
রেইনকোট, অপঘাত	আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
একাত্তরের যীশু	শাহরিয়ার কবির

CamScanner

নামহীন গোত্রহীন	হাসান আজিজুল হক
সময়ের প্রয়োজনে	জহির রায়হান
জন্ম যদি তব বঙ্গে	শওকত ওসমান

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্মৃতিকথা

স্মৃতিকথা	লেখক
একাত্তরের দিনগুলি	জাহানারা ইমাম
একাত্তরের নিশান	রাবেয়া খাতুন
একাত্তরের ঢাকা	সেলিনা হোসেন
স্মৃতির শহর	শামসুর রাহমান
একাত্তরের ডায়েরী	সুফিয়া কামাল
ফেব্রুয়ারী ডায়েরী	আলাউদ্দিন আল আজাদ
প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি	আবু সাঈদ চৌধুরী
একাত্তরের বিজয় গাঁথা	রফিকুল ইসলাম
একাত্তরের বর্ণমালা, আমি বিজয় দেখেছি	এম আর আখতার মুকুল

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সম্পাদিত গ্রন্থ

গ্রন্থ	লেখক
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধঃ দলিল পত্র (১৫ খন্ডে সংকলিত)**	হাসান হাফিজুর রহমান
মুক্তিযুদ্ধ কোষ (১২ খন্ডে সংকলিত)	মুনতাসীর মামুন
একাত্তরের চিঠি	প্রথমা প্রকাশন থেকে প্রকাশিত

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ইংরেজিতে লেখা গ্রন্থ

গ্রন্থ	লেখক
A Golden Age, The Good Muslim, The Bones of Grace	তাহমিমা আনাম
Surrender At Dacca: Birth of a Nation	জে আর জ্যাকব
দ্য ক্রুয়েল বার্থ অব বাংলাদেশ	আর্চার কে ব্লার্ড
ব্লাড টেলিগ্রাম	গ্যারি জে ব্যাস
A Search for Identity	মেজর আব্দুল জলিল
The Libaration War of Bangladesh	সুখওয়ান্ত সিং
The Rape of Bangladesh (1971), Bangladesh A Legacy of Blood (1986)	অ্যান্থনি মাসকারেনহাস
Witness to Surrender	সিদ্দিক সালিক
The Betrayal of East Pakistan	এ.কে. খান নিয়াজী

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অন্যান্য গ্রন্থ

গ্রন্থ	লেখক
মৃত্যুঞ্জয়ী মুজিব	শিরিন আক্তার
দুইশত ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা	নূরুল কাদির
কালো ইলিশ	বশির আল হেলাল
জন্মই আমার আজন্ম পাপ	দাউদ হায়দার
লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে	মেজর রফিকুল ইসলাম
আমি নারী আমি মুক্তিযোদ্ধা	সেলিনা হোসেন
আত্মকথা ১৯৭১ (স্মৃতিচারণমূলক)	নির্মলেন্দু গুণ
স্বাধীনতা এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো	নির্মলেন্দু গুণ
তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা	শামসুর রাহমান
অব ব্লাড অব ফায়ার (মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথা)	জাহানারা ইমাম

গুরুত্বপূর্ণ কিছু গ্রন্থ

শেরে বাংলা হইতে বঙ্গবন্ধু, আমার দেখা রাজনীতির ৫০ বছর, আয়না, ফুড কনফারেন্স	আবুল মনসুর আহমদ
শেষ বিকেলের মেয়ে, বরফ গলা নদী	জহির রায়হান
তেইশ নম্বর তৈলচিত্র	আলাউদ্দিন আল আজাদ
বিদ্রোহী কবিতা	কাজী নজরুল ইসলাম
বাঁধনহারা, মৃত্যুক্ষুধা, কুহেলিকা (উপন্যাস)	কাজী নজরুল ইসলাম
বিষাদ সিন্ধু, গাজী মিয়ার বস্তানী	মীর মোশাররফ হোসেন
ক্রীতদাসের হাসি (আইয়ুব খানের শাসনের উপর)	শওকত ওসমান
'বনলতা সেন' কবিতা, রূপসী বাংলা	জীবনানন্দ দাশ
লালসালু উপন্যাস	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ
১৯৬৭ সালে লালসালু উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়	The Tree without Roots
সাতটি তারার ঝিকিমিকি, বুকের ভিতর আগুন	জাহানারা ইমাম

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র

চলচ্চিত্র	পরিচালক
মেঘের পরে মেঘ, ধীরে বহে মেঘনা	আলমগীর কবির
শোভনের স্বাধীনতা	মানিক মানবিক
হাঙ্গর নদী গ্রেনেড, সংগ্রাম, ধ্রুবতারা	চাষী নজরুল ইসলাম
আমার বন্ধু রাশেদ**, খেলাঘর	মোরশেদুল ইসলাম
অনিল বাগচির একদিন**	
একাত্তরের লাশ	নাজিম উদ্দিন রিজভী
আলোর মিছিল	নারায়ণ ঘোষ মিতা
যুদ্ধ শিশু	মৃত্যুঞ্জয় দেবব্রত
৭১ এর মা জননী	শাহ আলম কিরণ
বাঁধনহারা	এ. জে. মিন্টু
কলমীলতা	শহীদুল হক খান
রক্তাক্ত বাংলা	মমতাজ আলী
আগুনের পরশমণি**, শ্যামল ছায়া**	হুমায়ূন আহমেদ
জয়যাত্রা, স্ফুলিঙ্গ	তৌকির আহমেদ
একাত্তরের যীশু, গেরিলা***	নাসিরউদ্দীন ইউসুফ
আবার তোরা মানুষ হ	খান আতাউর রহমান
এখনও অনেক রাত	
নদীর নাম মধুমতি, রাবেয়া	তানভীর মোকাম্মেল
চিত্রা নদীর পাড়ে***, জীবন ঢুলি	
দীপ নিভে যায়	ইলজার ইসলাম
নেকাব্বরের মহাপ্রয়াণ	মাসুদ পথিক
হৃদয়ে '৭১	সাদেক সিদ্দিকী
জয়বাংলা	ফখরুল আলম
মেঘের অনেক রং	হারুনুর রশিদ

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র

চলচ্চিত্র	পরিচালক
হুলিয়া***	তানভীর মোকাম্মেল
একাত্তরের মিছিল	কবরী সারোয়ার
আগামী***, সূচনা	মোরশেদুল ইসলাম

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্য চলচ্চিত্র

প্রামাণ্যচিত্র	পরিচালক
Stop Genocide, A State is Born	জহির রায়হান
Innocent Million	বাবুল চৌধুরী
পলাশী থেকে ধানমন্ডি	আব্দুল গাফফার চৌধুরী

CamScanner

Dateline Bangladesh	গীতা মেহতা
মুক্তির কথা, মুক্তির গান ***	তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ
নাইন মাহ্স টু ফ্রিডম	এস. সুকুদেব
Liberation Fighters	আলমগীর কবির
Diaries of Bangladesh	
১৯৭১	তানভীর কবির
স্মৃতি '৭১	তানভীর মোকাম্মেল

- 'টিয়ার্স অব ফায়ার' হলো– মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক তথ্য চিত্র।
- আমেরিকান এনবিসি টেলিভিশন মুক্তিযুদ্ধের যে প্রামান্য চিত্র নির্মাণ করে তার নাম– দ্য কান্ট্রি মেড ফর ডিজাস্টার।
- মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র 'একজন মহান পিতা' এর পরিচালক– মির্জা সাখাওয়াত হোসেন।
- গেরিলা চলচ্চিত্রটি যে উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত– নিষিদ্ধ লোবান।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ ও ভাস্কর্য

ভাস্কর্য/স্মৃতিফলক	স্থপতি	অবস্থান
মুক্ত বাংলা	রশিদ আহমেদ	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
জয় বাংলা জয় তারুণ্য	আলাউদ্দিন বুলবুল	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

- সাভার সেনানিবাসে স্থাপিত মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভ হলো– বিজয় চেতন।
- মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ভাস্কর্য বিজয় গাথা অবস্থিত– রংপুর সেনানিবাসে।
- মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ভাস্কর্য বিজয় উল্লাস অবস্থিত– কুষ্টিয়া।
- মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্মৃতিস্তম্ভ 'রক্তসোপান' অবস্থিত– রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাস
- কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যায়ে অবস্থিত মুক্তিযুদ্ধ স্বারক ভাস্কর্য 'মুক্ত বাংলা' এর স্থপতি– রশিদ আহমেদ।

জাতীয় স্মৃতিসৌধ

- অবস্থান- ঢাকার অদূরে সাভারের নবীনগরে।
- ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন- ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২ (শেখ মুজিবুর রহমান)।
- উদ্বোধন – ১৬ ডিসেম্বর ১৯৮২ সালে (হুসেইন মু. এরশাদ কর্তৃক)।
- স্থপতি– সৈয়দ মাইনুল হোসেন
- উচ্চতা: ৪৬.৫ মিটার বা ১৫০ ফুট
- ফলক আছে– ৭টি এবং কবর আছে– ১০টি।
- "সম্মিলিত প্রয়াস" বলা হয়– জাতীয় স্মৃতিসৌধকে
- বাংলাদেশের স্মৃতিসৌধের প্রতিকৃতি স্থাপিত হয়েছে– মালদ্বীপের আদ্দু ও ভারতের ত্রিপুরায়
- জাতীয় স্মৃতিসৌধের ৭টি ফলক দ্বারা বুঝায়– ইতিহাসের ৭টি পর্যায়কে

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন	১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন
১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন	১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থান
১৯৫৬ সালের ইসলামিক শাসনতন্ত্র	১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ।
১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন	

জাগ্রত চৌরঙ্গী

- মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণায় প্রথম নির্মিত ভাস্কর্য– জাগ্রত চৌরঙ্গী
- অবস্থান– জয়দেবপুর চৌরাস্তা, গাজীপুর
- ভাস্কর– শিল্পী আব্দুর রাজ্জাক, নির্মাণ করা হয়– ১৯৭৩ সালে
- প্রেক্ষাপট– মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদের অসামান্য আত্মত্যাগের স্বরণে।

স্বাধীনতা জাদুঘর ও স্বাধীনতা স্তম্ভ

- অবস্থিত– সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে।
- প্রধান বিষয়– ১৫০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট আলোক স্তম্ভ, যা স্বাধীনতা স্তম্ভ নামে পরিচিত। জাদুঘরটি এই স্তম্ভের নিচে অবস্থিত।
- বাংলাদেশের প্রথম এবং একমাত্র ভূগর্ভস্থ জাদুঘর– স্বাধীনতা জাদুঘর

মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ

- অবস্থান– মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরে, স্থপতি– তানভীর কবির

শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ

- অবস্থান– ঢাকার মিরপুরে, উদ্বোধন হয়– ২২ ডিসেম্বর ১৯৭২ স
- স্থপতি– মোস্তফা হারুন কুদ্দুস হালি

রায়ের বাজার বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধ

- অবস্থান– ঢাকার মোহাম্মদপুর থানার রায়ের বাজার এলাকায়।
- যাদের স্মরণে– ১৯৭১ সালের ১০-১৪ ডিসেম্বর দেশের সূর্য সন্তানদের করে এই স্থানের ইটের ভাটার পশ্চাতে ফেলে রাখা হয়েছিল।
- স্মৃতিসৌধ নির্মিত- ১৯৯৩ সালে সূর্য সন্তানদের স্মরণে ইটের ভাটার
- স্থপতি– ফরিদ উদ্দীন আহমেদ, জামি আল শফি।

অপরাজেয় বাংলা

- অবস্থান– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের সামনে।
- স্থপতি– মুক্তিযোদ্ধা ভাস্কর সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ।
- নির্মাণকাজ শুরু হয়– ১৯৭৩ সালে।
- উদ্বোধন করা হয়– ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৯ সালে।
- কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বাংলার নারী পুরুষের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহ বিজয়ের প্রতীক। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপিত প্রথম মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ভা

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

- মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয় – ২২ মার্চ, ১৯৯৬ সালে।
- প্রতিষ্ঠাকালীন অবস্থান– ঢাকার সেগুন বাগিচায়।
- বর্তমান অবস্থান– ঢাকার আগারগাঁও।**
- স্থানান্তর – ১৬ এপ্রিল, ২০১৭ সালে আগারগাঁও এর নির্মিত নিজস্ব ভবনে
- মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক দেশের প্রথম জাদুঘর– মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর।

বিজয় কেতন

- মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক জাদুঘর– বিজয় কেতন।**
- অবস্থান– ঢাকা সেনানিবাসে। স্থপতি– আসিফুর রহমান।
- জাদুঘরের মূল ফটকে নির্মিত হয়েছে– ৭ জন মুক্তিযোদ্ধার মূর্তি, এদের একজন হলেন বাংলাদেশের পতাকাবাহী একজন নারী। বিশেষ এই ভাস্কর্যটিকেই বলা হয় বিজয় কেতন।

১৯৭১: গণহত্যা নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর

- প্রথম গণহত্যা আর্কাইভ জাদুঘর– ১৯৭১: গণহত্যা নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর, সবচেয়ে বেশি গণহত্যা করা হয়– চুকনগর, খুলনা
- প্রতিষ্ঠাকালীন অবস্থান– ২০১৪ সালের ১৭ মে খুলনা নগরের ময়লাপোতা এলাকার শেরেবাংলা রোড।
- বর্তমান অবস্থান– সাউথ সেন্ট্রাল রোড, খুলনা।
- জাদুঘরটি শেরেবাংলা রোড থেকে সাউথ সেন্ট্রাল রোডের স্থানান্তর করা হ ২০১৬ সালের ২৬ শে মার্চ।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

- গঠিত হয়– ২০০১ সালের ৩০ অক্টোবর
- মন্ত্রণালয়টি রাষ্ট্রীয়ভাবে যে দিবসটি পালন করে - ১লা ডিসেম্বর মুক্তিযোদ্ধা দিবস

শহিদ সাগর

- শহিদ সাগর অবস্থিত– নাটোরের লালপুর উপজেলার নর্থবেঙ্গল সুগা মিলস লিমিটেড এর ভিতরে ছোট পুকুর।
- পাক বাহিনী পুকুরের সিঁড়িতে অর্ধশতাধিক মানুষকে গুলি করে হত্যা করে– ৫ মে, ১৯৭১।

CamScanner

সংবিধান (Constitution)

- রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন বা দলিল হলো– সংবিধান।
- রাষ্ট্রের দর্পণ বলা হয়– সংবিধানকে।
- রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত জীবন পদ্ধতি হলো সংবিধান' উক্তিটি করেছেন– এরিস্টটল
- সংবিধান প্রধানত দুই ধরনের (সুপরিবর্তনীয়, দুষ্পরিবর্তনীয়)
- লেখার ভিত্তিতে সংবিধান দুই ধরনের-লিখিত ও অলিখিত।
- অলিখিত সংবিধানের দেশ- যুক্তরাজ্য, স্পেন, নিউজিল্যান্ড, ইসরায়েল ও সৌদি আরব।
- পৃথিবীর শান্তি সংবিধান বলা হতো- জাপানের সংবিধানকে।
- পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সংবিধান- ভারতের (অনুচ্ছেদ- ৩৯৫টি)
- পৃথিবীর প্রাচীনতম সংবিধান এবং সবচেয়ে ছোট সংবিধান- যুক্তরাষ্ট্রের
- বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হয়েছে- ব্রিটেন ও ভারতের সংবিধানের আদলে।

বাংলাদেশের সংবিধান

- সংবিধান শুরু– প্রস্তাবনা দিয়ে এবং শেষ হয়েছে- তফসিল দিয়ে।
- সংবিধানের প্রকৃতি- লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয়।
- সংবিধানের অভিভাবক, রক্ষক ও ব্যাখ্যাকারক- সুপ্রিম কোর্ট।
- 'কোর্ট অব রেকর্ড' বলা হয় – সুপ্রিম কোর্টকে।
- মূল সংবিধান সংরক্ষিত আছে – শাহবাগ জাতীয় জাদুঘরে।
- বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হয়– ইংরেজিতে।
- সংবিধান বাংলায় অনুবাদ করেন– অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।
- সংবিধানের অস্থায়ী আদেশ জারি করেন- শেখ মুজিব (১১ জানুয়ারি, ১৯৭২)
- গণপরিষদের আদেশ জারি- আবু সাঈদ চৌধুরী (২৩ মার্চ, ১৯৭২)
- গণপরিষদের প্রথম সভাপতি- আব্দুর রশিদ তর্কবাগিশ।
- গণপরিষদের প্রথম স্পিকার- শাহ আব্দুল হামিদ।
- গণপরিষদের প্রথম ডেপুটি স্পিকার- মোহাম্মদ উল্ল্যাহ্ (তিনিই পরবর্তীতে ১৯৭৩ সালে প্রথম জাতীয় সংসদের প্রথম স্পিকার ছিলেন)
- মূলনীতি- ৪টি (জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, ও সমাজতন্ত্র)
- তফসিল/ মৌলিক নীতি– ৭টি, ভাগ বা অধ্যায়– ১১টি, অনুচ্ছেদ– ১৫৩টি
- মোট সংশোধনী– ১৭টি, সংবিধানের বৈশিষ্ট্য– ১২টি।
- রচনা কমিটি সদস্য– ৩৪ জন।**
- সংবিধানের জনক/ রূপকার/ চেয়ারম্যান/ প্রধান/ খসড়া সংবিধান গণপরিষদে উত্থাপনকারী– ড. কামাল হোসেন।***
- একমাত্র মহিলা সদস্য– বেগম রাজিয়া বানু।**
- বিরোধী দলীয় সদস্য (ন্যাপ)– সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত (খসড়া সংবিধানে একমাত্র ব্যক্তি যিনি স্বাক্ষর করেননি)
- হস্ত লেখক– আব্দুর রউফ (হস্ত লিখিত পৃষ্ঠা ছিল– ৯৩টি এবং স্বাক্ষরসহ মোট পৃষ্ঠা- ১০৮টি)।
- অঙ্গসজ্জা করেন– শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন।
- গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে– ১০ এপ্রিল, ১৯৭২।
- সংবিধান কমিটি গঠন– ১১ এপ্রিল এবং ১ম অধিবেশন- ১৭ এপ্রিল ১৯৭২
- গণপরিষদে উত্থাপিত– ১২ অক্টোবর, ১৯৭২ সালে।***
- গণপরিষদে গৃহীত হয়– ৪ নভেম্বর, ১৯৭২ সালে।**
- স্বাক্ষরিত হয়– ১৪ ও ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭২ সালে।
- কার্যকর হয় এবং গণপরিষদ বাতিল হয় – ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২ সালে।*
- Constitution Law of Bangladesh গ্রন্থের লেখক– সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল মাহমুদুল ইসলাম। এটি প্রকাশিত হয়- ১৯৯৫ সালে
- সংবিধানে মৌলিক অধিকার বিষয়ক অনুচ্ছেদ – ১৮টি।
- বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতি – একক সংসদীয় সাংবিধানিক গণতন্ত্র।
- সংবিধান সংশোধনীর জন্য প্রয়োজন – মোট সংসদ সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের।

সংবিধানের ভাগ - ১১টি ভাগ

- *টেকনিক: পুরা মনের সাথে নিয়মিত অবিচার করলে নির্বাচনের হিসাব কর্ম সংশোধন বিবিধ করতে হবে।*
- প্র = প্রথম ভাগ - প্রজাতন্ত্র (অনুচ্ছেদ ১ - ৭)***
- রা = দ্বিতীয় ভাগ - রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি (অনুচ্ছেদ ৮-২৫)*
- মনের = তৃতীয় ভাগ - মৌলিক অধিকার (অনুচ্ছেদ ২৬-৪৭)**
- নিয়মিত = চতুর্থ ভাগ - নির্বাহী বিভাগ (অনুচ্ছেদ ৪৮-৬৪)**
- অ = পঞ্চম ভাগ - আইনসভা (অনুচ্ছেদ ৬৫-৯৩)
- বিচার = ষষ্ঠ ভাগ - বিচার বিভাগ (অনুচ্ছেদ ৯৪-১১৭)
- নির্বাচন = সপ্তম ভাগ - নির্বাচন (অনুচ্ছেদ ১১৮-১২৬)
- হিসাব = অষ্টম ভাগ– মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (অনুচ্ছেদ ১২৭ -১৩২)
- কর্ম = নবম ভাগ- বাংলাদেশের কর্মবিভাগ (অনুচ্ছেদ ১৩৩-১৪১)
- সংশোধন = দশম ভাগ - সংবিধান সংশোধন (অনুচ্ছেদ ১৪২)
- বিবিধ = একাদশ - বিবিধ (অনুচ্ছেদ ১৪৩ - ১৫৩)

সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ	বিষয়
১	প্রজাতন্ত্র (বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যাহা 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' নামে পরিচিত)
২	প্রজাতন্ত্রে রাষ্ট্রীয় সীমানা
২ক	রাষ্ট্রধর্ম
৩ **	রাষ্ট্রভাষা
৪ **	জাতীয় সংগীত, পতাকা ও প্রতীক
৫ *	রাজধানী [(১) প্রজাতন্ত্রের রাজধানী ঢাকা]
৬(২)***	নাগরিকত্ব (বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালি এবং নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশী পরিচিত হইবে)
৭	সংবিধানের প্রাধান্য (১) প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ.....
৮	মূলনীতি
৯*	জাতীয়তাবাদ
১০	সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি
১১**	গণতন্ত্র ও মানবাধিকার
১২***	ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা
১৩	মালিকানার নীতি
১৪	কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি
১৫	মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা
১৬	গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব
১৭ ***	অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা
১৮	জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা
১৮ক	পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন
১৯	সুযোগের সমতা ৩) জাতীয় জীবনের সর্বস্তরের মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন
২০	অধিকার ও কর্তব্যরূপে কর্ম ২) রাষ্ট্র এমন অবস্থান সৃষ্টির চেষ্টা করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসেবে কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না.....।
২১	নাগরিক ও সরকারী কর্মচারীদের কর্তব্য ২) সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য।

CamScanner

২২ ***	নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক (২০০৭)
২৩	জাতীয় সংস্কৃতি
২৩ক**	উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি
২৪*	জাতীয় স্মৃতি নিদর্শন প্রভৃতি
২৫*	আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন
২৬	মৌলিক অধিকারের সহিত অসমঞ্জস আইন বাতিল
২৭ ***	আইনের দৃষ্টিতে সমতা
২৮	ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য
২৮(২)***	রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার
২৯ **	সরকারী নিয়োগ লাভে সুযোগের সমতা
৩০	বিদেশি খেতাব প্রভৃতি গ্রহণ নিষিদ্ধকরণ (রাষ্ট্রপতির অনুমতিক্রমে গ্রহণ করা যাবে)
৩১	আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার
৩২	জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার রক্ষণ
৩৩	গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ
৩৬ ***	চলাফেরার স্বাধীনতা
৩৭*	সমাবেশের স্বাধীনতা
৩৮*	সংগঠনের স্বাধীনতা
৩৯ ***	চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক-স্বাধীনতা (২) খ– সংবাদপত্রের স্বাধীনতার
৪০	পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা
৪১**	ধর্মীয় স্বাধীনতা
৪২	সম্পত্তির অধিকার
৪৩	গৃহ ও যোগাযোগের রক্ষণ
৪৪*	মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ ১) এই অধিকারসমূহ বলবৎকরণের জন্য ১০২(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী হাইকোর্ট মামলা রুজু করে
৪৭(৩)*	গণহত্যা জনিত অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধের বিচার
৪৮ *	রাষ্ট্রপতি
৪৯ **	রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন
৫০	রাষ্ট্রপতির মেয়াদ (ক্ষমতা গ্রহণ থেকে ৫ বছর)
৫১	রাষ্ট্রপতির দায়মুক্তি
৫২*	রাষ্ট্রপতির অভিশংসন (Impeachment)
৫৩	অসামার্থ্যের কারণে রাষ্ট্রপতির অপসারণ
৫৫*	মন্ত্রিসভা (The Cabinet) (২) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বা তাহার কর্তৃত্বে এই সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হইবে।
৫৬	মন্ত্রীগণ (Ministers)
৫৭	প্রধানমন্ত্রীর পদের মেয়াদ
৫৯	স্থানীয় শাসন
৬৪ **	অ্যাটর্নি জেনারেল (রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন কর্মকর্তা)
৭০ **	ফ্লোর ক্রসিং
৭৭ ***	ন্যায়পাল
৮১*	অর্থবিল
৮৭*	বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি (বাজেট)
৯৩ ***	অধ্যাদেশ প্রণয়নের ক্ষমতা
৯৪ *	সুপ্রিম কোর্ট গঠন
৯৫ *	বিচারপতি নিয়োগ
৯৬	বিচারকদের পদের মেয়াদ (৬৭ বছর বয়স পর্যন্ত)
১০২	কতিপয় আদেশ ও নির্দেশ প্রভৃতিদানের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতা
১০৮*	'কোর্ট অব রেকর্ড' রূপে সুপ্রিম কোর্ট
১১৭ **	প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল
১১৮ ***	নির্বাচন কমিশন
১২৭ **	মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক
১৩৭ ***	সরকারী কর্ম কমিশন
১৪১ক	জরুরি অবস্থা ঘোষণা
১৪২	সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা
১৪৫	চুক্তি ও দলিল
১৪৫ক	আন্তর্জাতিক চুক্তি
১৫০	ক্রান্তিকালীন অস্থায়ী বিধানাবলি

- ৩ সদস্যের সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হন– বিচারপতি। নির্বাহী বিভাগের পরিচ্ছেদ রয়েছে– ৫টি।
- সংসদ সদস্য নয় কিন্তু মন্ত্রী পরিষদের সদস্য এমন মন্ত্রীদের টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী [মন্ত্রীসভার এক দশমাংশ (১০%) টেকনোক্র্যাট
- প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা (CEO) প্রযুক্ত হয়– প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক।

সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান ও পদ

- সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান – নির্বাচন কমিশন, অ্যাটর্নি জেনারেল, মহা নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের দপ্তর এবং সরকারী কর্মকমিশন।
- সাংবিধানিক পদ – রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, স্পিকার, ন্যায়পাল, বিচারপতি, প্রধান নির্বাচন কমিশনার, মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক সরকারি কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান।
- সাংবিধানিক যে পদের শপথ নেই– অ্যাটর্নি জেনারেল।
- বাংলাদেশের সাংবিধানিক পদসমূহ– ৯টি (ন্যায়পাল পদটি বাস্তবায়িত হয়নি)।
- বাংলাদেশে প্রধান হিসাব রক্ষকের পদবী– Comptroller of Au

তফসিল

তফসিল : ৭টি যথা–

- প্রথম তফসিল : অন্যান্য বিধান সত্ত্বেও কার্যকর আইন।
- দ্বিতীয় তফসিল : রাষ্ট্রপতি নির্বাচন (বিলুপ্ত)।
- তৃতীয় তফসিল : শপথ ও ঘোষণা।
- চতুর্থ তফসিল : ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলি।

নোট– পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম তফসিল গুরুত্বপূর্ণ নয়।

সংবিধান সংশোধনী**

সংশোধনী	সাল	বিষয়
প্রথম সংশোধনী	১৯৭৩	• যুদ্ধপরাধীদের বিচার নিশ্চিতকরণ
দ্বিতীয় সংশোধনী	১৯৭৩	• জরুরি অবস্থার বিধান
তৃতীয় সংশোধনী	১৯৭৪	• সীমান্ত চুক্তি/ছিটমহল বিনিময় চুক্তি
চতুর্থ সংশোধনী	১৯৭৫	• সংসদীয় সরকারের পরিবর্তে রাষ্ট্রপ শাসন চালু • বহুদলীয় রাজনীতির পরিব একদলীয় রাজনীতি (বাকশাল) প্রতি
পঞ্চম সংশোধনী**	১৯৭৯	• সংবিধানে বিসমিল্লাহ সংযোজন • জাতি হিসেবে বাঙালি এবং নাগরি হিসেবে বাংলাদেশী
অষ্টম সংশোধনী**	১৯৮৮	• ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করা হয় • Dacca কে Dhaka করা হয় • Bengali কে Bangla করা হয়
দ্বাদশ সংশোধনী**	১৯৯১	• রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের পরিব সংসদীয় সরকার পুনঃপ্রবর্তন
ত্রয়োদশ সংশোধনী	১৯৯৬	• তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা চালু**
পঞ্চদশ সংশোধনী	২০১১	• তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্ত • সংরক্ষিত নারী আসন ৪৫টি থেকে টিতে বৃদ্ধি করা হয়

CamScanner

ষোড়শ সংশোধনী	২০১৪	• বিচারপতিদের অভিশংসনের ক্ষমতা জাতীয় সংসদের হাতে প্রদান • ২০১৭ সালের ৩ জুলাই- ষোড়শ সংশোধনীকে সুপ্রিমকোর্ট অবৈধ ঘোষণা করেন।
সপ্তদশ সংশোধনী	৮ জুলাই ২০১৮	• সংসদে ৫০টি সংরক্ষিত নারী আসন আগামী ২৫ বছরের জন্য নির্ধারণ

Note: এ পর্যন্ত সংবিধান সংশোধনী হাইকোর্ট বাতিল করে- ৫টি [পঞ্চম (আংশিক বাতিল), সপ্তম, ত্রয়োদশ, পঞ্চদশ (আংশিক বাতিল) এবং ষোড়শ]।

জাতীয় সংসদ (House of The Nation)***

- বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন পরিষদ/আইনসভা/পার্লামেন্ট।
- বাংলাদেশের আইনসভা- এককক্ষ বিশিষ্ট
- জাতীয় সংসদ ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর- ১৯৬১ সাল আইয়ুব খান কর্তৃক।
- জাতীয় সংসদ ভবনের উদ্বোধন- ১৯৮২ সালে আব্দুস ছাত্তার কর্তৃক।
- জাতীয় সংসদ ভবনের স্থপতি- লুই আই কান (এস্তোনিয়ার বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক), ২১৫ একর জায়গাতে ৯তলা ভবন অবস্থিত।
- স্থাপত্যিক সৌন্দর্য্যের জন্য 'আগাখান পুরস্কার' পায়- ১৯৮৯ সালে
- জাতীয় সংসদ ভবনের প্রতীক- শাপলা।
- জাতীয় সংসদ ভবনের মোট আসন- ৩৫০টি (নির্বাচিত আসন ৩০০টি, সংরক্ষিত আসন ৫০টি)
- নির্বাচিত ৩০০ আসনের ১ নং আসন আছে- পঞ্চগড়।
- নির্বাচিত ৩০০ আসনের ৩০০ নং আসন আছে- বান্দরবান।
- সবচেয়ে বেশি সংসদের আসন রয়েছে- ঢাকা জেলায় (২০টি)
- সবচেয়ে কম সংসদের আসন রয়েছে- ৩টি জেলায় (রাঙামাটি ১টি, খাগড়াছড়ি ১টি, বান্দরবান ১টি)
- জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন ছিল না- ৪র্থ জাতীয় সংসদে
- জাতীয় সংসদের স্পিকারের ভোটকে বলে- কাস্টিং ভোট।
- জাতীয় সংসদে ফ্লোর ক্রোসিং হলো - নিজ দলের বিপক্ষে ভোট দান বা অন্য দলে যোগদান করা।
- জাতীয় সংসদের প্রথম নির্বাচন হয়- ৭ মার্চ, ১৯৭৩ সাল।
- জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন বসে- ৭ এপ্রিল, ১৯৭৩।
- জাতীয় সংসদের প্রথম স্পিকার- মোহাম্মদ উল্লাহ।
- জাতীয় সংসদের প্রথম নেতা- শেখ মুজিবুর রহমান।
- জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান, স্থগিত, ভেঙ্গে দিতে পারেন ও অভিভাবক- রাষ্ট্রপতি।
- রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার সর্বনিম্ন বয়স - ৩৫ বছর।
- সংসদ সদস্যদের দ্বারা উত্থাপিত বিল - বেসরকারি বিল
- মন্ত্রীদের দ্বারা উত্থাপিত বিল - সরকারি বিল
- জাতীয় সংসদে অধিবেশনের পরিচালনা করেন, বক্তব্য প্রদানের সুযোগ করে দেন- স্পিকার।
- জাতীয় সংসদের হুইপের কাজ হলো- সংসদের শৃংঙ্খলা রক্ষা করা।
- বর্তমান সংসদ ভবনের পূর্বে কার্যক্রম হয় - ঢাবি'র জগন্নাথ হলে।
- বাংলাদেশের যে সংসদে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব চালু হয়- ৭ম সংসদে
- সাদা-কালো পোস্টার, ছবি যুক্ত ভোটার তালিকা, না ভোট চালু হয়- নবম সংসদে
- প্রধানমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রী, স্পিকার, প্রধান বিচারপতি কে নিয়োগ ও শপথ বাক্য পাঠ করান- রাষ্ট্রপতি।
- রাষ্ট্রপতি ও সংসদ সদস্যকে শপথ বাক্য পাঠ করান- স্পিকার।
- নির্বাচন কমিশনের প্রধান, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের প্রধান, সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যানকে নিয়োগ দেন- রাষ্ট্রপতি কিন্তু শপথ বাক্য পাঠ করান- প্রধান বিচারপতি।
- রাষ্ট্রপতির বাস ভবনের নাম- বঙ্গভবন (দিলকুশা, মতিঝিল)।
- বাংলাদেশ প্রশাসনের স্নায়ুকেন্দ্র হলো- সচিবালয়
- সরকারি যাবতীয় সিদ্ধান্ত সর্বপ্রথম গৃহীত হয়- সচিবালয়ে
- বাংলাদেশের সচিবালয় হলো- আমলাতান্ত্রিক।
- লালফিতার দৌরাত্ম বিষয়টি জড়িত - আমলাতন্ত্রের সাথে।
- অ্যামিকাস কিউরি (Amicus curiae) বলতে বুঝায়- আদালতের বন্ধু।
- সংসদ কক্ষের সামনের দিকের আসনগুলোকে বলা হয় - ট্রেজারি বেঞ্চ/ফ্রন্ট বেঞ্চ
- বিরোধী দলের সদস্যদের সরকারি কোন সিদ্ধান্ত বা স্পিকারের রুলিং এর প্রতিবাদে সংসদ থেকে বের হয়ে যাওয়ার ঘটনাকে বলে - ওয়াক আউট।

সংখ্যাতত্ত্ব

১২০	জরুরী অবস্থার মেয়াদ সর্বোচ্চ ১২০ দিন
৯০	উপনির্বাচনের মেয়াদ ৯০ দিন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ ৯০ দিন, স্পীকারের পূর্বানুমতি ছাড়া কোন সংসদ সদস্য ৯০ দিনের বেশি সংসদের বাহিরে থাকতে পারবেন না।
৬০	দুই অধিবেশনের মধ্যবর্তী সময় সর্বোচ্চ ৬০ দিন, সংসদের কোরাম হয় ৬০ জন নিয়ে।
৩০	সাধারণ নির্বাচন হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে
১৫	রাষ্ট্রপতি যে কোন বিল স্বাক্ষরের জন্য সময় পান ১৫ দিন
৭	সংশোধিত বিলের জন্য রাষ্ট্রপতি সময় পান ৭ দিন

Warrant of Precedence বা রাষ্ট্রের পদমানক্রম

প্রথম	(রাষ্ট্রপ্রধান) মহামান্য রাষ্ট্রপতি***
দ্বিতীয়	(সরকার প্রধান) প্রধানমন্ত্রী/সমমর্যাদার পদ
তৃতীয়	জাতীয় সংসদের স্পীকার
চতুর্থ	বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি ও প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিবৃন্দ
পঞ্চম	মন্ত্রিবর্গ, চীফ হুইফ, ডেপুটি স্পীকার, বিরোধী দলীয় নেতা
সপ্তম	বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, জাতীয় অধ্যাপক, সচিব পদ

বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বাহিনী ও অন্যান্য বাহিনীর সদর দপ্তর

বাহিনীর নাম	সদর দপ্তর	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	কুর্মিটোলা, ঢাকা	ভাটিয়ারী, চট্টগ্রাম
বাংলাদেশ নৌবাহিনী	বনানী, ঢাকা	পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম
বাংলাদেশ বিমানবাহিনী	কুর্মিটোলা, ঢাকা	যশোর
বাংলাদেশ পুলিশ	ফুলবাড়িয়া	সারদা, রাজশাহী
বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)	পিলখানা, ঢাকা	বাইতুল ইজ্জত, সাতকানিয়া
বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী	খিলগাঁও, ঢাকা	সফিপুর, গাজীপুর

বাংলাদেশের নদ-নদী

- নদী সম্পর্কিত বিদ্যাকে বলা হয়- পোটোমলোজি। (Potamology)
- যৌথ নদী কমিশন (JRC) গঠিত হয়- ১৯৭২ সালে।
- বাংলাদেশের আন্তঃসীমান্ত/অভিন্ন নদী- ৫৭টি (উইকিপিডিয়ার মতে- ৫৮টি)
- বাংলাদেশ ও ভারত এর মধ্যে অভিন্ন নদীর সংখ্যা- ৫৪টি।
- মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে প্রবেশকারী নদী- ৩টি (নাফ, মাতামুহুরী, সাঙ্গু)।
- বাংলাদেশ নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট অবস্থিত- হারুকান্দি, ফরিদপুর (১৯৭৭ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হলেও পরবর্তীতে ফরিদপুরের হারুকান্দিতে স্থানান্তরিত হয় ১৯৮৯ সালের ১ জুলাই)
- বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক মানের নদী- পদ্মা (পদ্মা অপশনে না থাকলে ব্রহ্মপুত্র নদ দিতে পারেন)
- কুমিল্লার দুঃখ বলা হয়/ যে নদীতে জোয়ার ভাটা হয় না - গোমতী নদীকে।

CamScanner

- ১৭৮৭ সালে ব্রহ্মপুত্র নদে ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্ট নদী– যমুনা।
- পশ্চিমাঞ্চলের লাইফ লাইন বলা হয়– গড়াই নদীকে।
- পশ্চিমা বাহিনীর নদী বলা হয়– বিল ডাকাতিয়াকে।
- বাংলার দুঃখ বলা হয়– দামোদার নদীকে।
- চট্টগ্রামের দুঃখ বলা হয়– চাকতাই খালকে।
- বাংলাদেশের একমাত্র কৃত্রিম খাল– গাবখান খাল (দৈর্ঘ্য- ১৮ কিমি)
- বাংলার সুয়েজখাল বলা হয়– গাবখানকে (ঝালকাঠি)।
- বাংলাদেশ ও মিয়ানমারকে বিভক্তকারী নদী– নাফ (দৈর্ঘ্য ৫৬ কি. মি.)
- বাংলাদেশ ও ভারতকে বিভক্তকারী নদী– হাড়িয়াভাঙ্গা। (সাতক্ষীরা জেলার সীমান্তে, দৈর্ঘ্য ৩৮ কি.মি)
- বাংলাদেশের জলসীমায় উৎপত্তি ও সমাপ্তি নদী– হালদা (অপশনে না থাকলে দিব- সাঙ্গু)
- বাংলাদেশের একমাত্র প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র, এশিয়ার বৃহত্তম প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র, রেনু পোনার জন্য বিখ্যাত, কার্প জাতীয় মাছের জন্য বিখ্যাত ও মৎস্য হেরিটেজ বলা হয় – হালদা নদীকে।
- বাংলাদেশের প্রধান নদীবন্দর– নারায়ণগঞ্জ।
- বাংলাদেশের একমাত্র বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম নদী– কর্ণফুলী।
- বাংলাদেশের একমাত্র খরস্রোতা নদী- কর্ণফুলী।
- ব্রহ্মপুত্র নদের বর্তমান প্রবাহ যে নামে পরিচিত– যমুনা।
- ব্রহ্মপুত্র নদের ভারতীয় অংশের নাম– ডিহি।
- ব্রহ্মপুত্র নদের তিব্বতীয় অংশের নাম– সানপো।
- তিব্বত (চীন)-ভারত, ভুটান-বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত নদ– ব্রহ্মপুত্র
- নেপাল-ভারত বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদী– পদ্মা।
- যে নদীটির নামকরণ করা হয়েছে একজন ব্যক্তির নামে– রূপসা (রূপলাল শাহ)।
- যে নদীটির নামে জেলার নামকরণ করা হয়েছে– ফেনী (ফেনী জেলা)
- বাংলাদেশ থেকে ভারত গিয়ে পুনরায় বাংলাদেশে ফিরে এসেছে এমন নদী– ৪টি (আত্রাই, মহানন্দা, পুনর্ভবা, টাঙ্গন)।
- চলন বিলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদী– আত্রাই।
- বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশকারী নদী– ১টি (কুলিখ)।
- উৎপত্তিস্থলে মেঘনা নদীর নাম– বরাক।
- নদী ভাঙ্গনে সর্বস্বান্ত জনগণকে বলা হয়– সিকস্তি।
- নদীর চর জাগলে যারা চাষাবাদ শুরু করে তাদের বলা হয়– পয়স্তী।
- বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী – পদ্মা নদী (দৈর্ঘ্য – ৩৪১ কি.মি)।
- বাংলাদেশের সবচেয়ে ছোট নদী– গাঙ্গিনা নদী।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম, প্রশস্ততম, গভীরতম, নাব্যতম, চির যৌবনা নদী– মেঘনা
- বাংলাদেশের অধিক পথ অতিক্রান্ত নদ, বৃহত্তম নদ– ব্রহ্মপুত্র
- সম্প্রতি যে নদীতে চীন বাঁধ দিচ্ছে– ব্রহ্মপুত্র
- ময়মনসিংহ শহর যে নদীর তীরে অবস্থিত– পুরাতন ব্রহ্মপুত্র
- তিস্তা ও করতোয়া যে নদের উপ নদী– ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা
- পদ্মা নদীর শাখা নদী – কুমার ও গড়াই
- ব্রহ্মপুত্রের শাখা নদী– যমুনা
- হাইকোর্ট যে নদীকে প্রথম জীবন্ত সত্ত্বা বলে আখ্যায়িত করেন– তুরাগ নদী
- অধিক চর বেষ্টিত নদী– যমুনা
- যমুনা ও বাঙালি নদী মিলিত হয়েছে– বগুড়ায়

নদ-নদীর উৎপত্তিস্থল

নদীর নাম	উৎপত্তিস্থল
গঙ্গা/পদ্মা**	হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে
মহানন্দা	হিমালয় পর্বতমালার মহালদিরাম পাহাড় থেকে
ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা*	তিব্বতের কৈলাস শৃঙ্গের মানস সরোবর হ্রদ
তিস্তা, করতোয়া*	সিকিমের পার্বত্য অঞ্চল থেকে
বরাক, সুরমা, কুশিয়ারা, মেঘনা	নাগা-মনিপুরী পাহাড়ের দক্ষিণের লুসাই পাহাড় থেকে
কর্ণফুলি*	মিজোরামের লুসাই পাহাড় থেকে
নাফ, সাঙ্গু	মিয়ানমার ও বাংলাদেশের আরাকান পর্বত থেকে
মাতামহুরী	বান্দরবানের লামার মাইভার পর্বত থেকে
হালদা**	খাগড়াছড়ির বাদনাতলী শৃঙ্গ থেকে
ফেনী নদী	ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চল

বর্তমান ও পুরাতন নাম

পুরাতন নাম	বর্তমান নাম	পুরাতন নাম	বর্তমান নাম
দোলাই*	বুড়িগঙ্গা	নলিনী/কীর্তিনাশা	পদ্মা
জোনাই	যমুনা	লৌহিত্য**	ব্রহ্মপুত্র

প্রধান নদী সমূহের মিলিত স্থান ও প্রবাহ

নদী	মিলিতস্থল	সম্মিলিত প্রবাহ
পদ্মা ও যমুনা**	গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী	পদ্মা
পদ্মা, মেঘনা ও ডাকাতিয়া	চাঁদপুর	মেঘনা
তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্র	চিলমারী, কুড়িগ্রাম	ব্রহ্মপুত্র
পুরাতন ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা*	ভৈরব বাজার, কিশোরগঞ্জ	মেঘনা
সুরমা ও কুশিয়ারা	আজমেরিগঞ্জ, হবিগঞ্জ	কালনী/মেঘনা
বাঙ্গালী ও যমুনা নদী**	বগুড়া	যমুনা
হালদা ও কর্ণফুলী	কালুরঘাট, চট্টগ্রাম	কর্ণফুলী

বিভিন্ন নদীর উপরের গুরুত্বপূর্ণ বাঁধ

ফারাক্কা বাঁধ (বাংলাদেশের মরণ ফাঁদ)

- বাঁধ দেওয়া হয়- গঙ্গা নদীর উজানে পশ্চিমবঙ্গের মনোহরপুর গ্রামে।
- নির্মাণ কাজ শুরু হয়-১৯৬১ সালে এবং শেষ হয়- ১৯৭৫ সালে।
- পরীক্ষামূলক ভাবে চালু হয়-১৯৭৫ সালে।
- বাংলাদেশের চাঁপাই সীমান্ত থেকে দূরত্ব-১৬.৫ কি.মি/১১ মাইল।
- মাওলানা ভাসানী রাজশাহী থেকে ফারাক্কা বাঁধের বিরুদ্ধে লং মার্চ করেন- ১৬ মে ১৯৭৬। (লং মার্চ যাত্রায় অসুস্থ হয়ে ১৯৭৬ সালের ১৭ই নভেম্বর ঢাকায় মৃত্যু বরণ করেন) ফারাক্কা দিবস- ১৬ মে।

টিপাইমুখ বাঁধ

- বাঁধ নির্মাণ- ভারতের মনিপুর রাজ্যের বরাক নদীতে।
- বাংলাদেশের সিলেট থেকে দূরত্ব- ১০০ কি.মি।
- যে দুই নদীর সংযোগ মুখে- বরাক ও তুইভাই
- নির্মিত হয়- ২০০৯ সালে।

তিস্তা ব্যারেজ

- অবস্থিত- লালমনিরহাট জেলার সীমান্তে তিস্তা নদীতে।
- কাজ শুরু হয়- ১৯৭৯ সালে এবং শেষ হয়- ১৯৯০ সালে।
- দেশের বৃহত্তম সেচ প্রকল্প- তিস্তা সেচ প্রকল্প।
- ঢাকা শহরকে বন্যার পানি থেকে রক্ষার জন্য ১৮৬৪ সালে কমিশনার সি টি বুড়িগঙ্গা নদীর উত্তর তীরে তৈরী করেন– বাকল্যান্ড বাঁধ।
- বাংলাদেশের প্রথম সেচ প্রকল্প– গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প (GK)

CamScanner

- ঢাকা শহরকে রক্ষার জন্য তৈরি হয়েছিল– ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (DND) প্রকল্প।
- বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের উপকূল রেখায় বন্যা ঘটে– জলোচ্ছ্বাস জনিত বন্যা। ঘূর্নিঝড় ও প্রবল জোয়ারের কারণে এ বন্যা হয়।
- বাংলাদেশে ভূমিধ্বস ঘটে দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের– পার্বত্য এলাকায়।
- দেশের ভূমিকম্প বিবেচনায় বেশি ঝুঁকিপূর্ণ– উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল।

বাংলাদেশের স্থলবন্দর

- বর্তমান স্থল বন্দর– ২৪টি (গেজেটভুক্ত স্থলবন্দর ২৪টি) ২৭ মে, ২০২১ সালে মুজিবনগরকে স্থলবন্দর ঘোষণা করা হলেও গেজেট হয়নি।
- মুজিবনগর স্থল বন্দরের ভারতীয় স্থলবন্দরের নাম– হৃদয়পুর।
- প্রস্তাবিত নতুন স্থলবন্দর– প্রাগপুর, কুষ্টিয়া।
- দেশের সবচেয়ে বড় স্থলবন্দর– বেনাপোল (শার্শা উপজেলা, যশোর)
- দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম স্থল বন্দর– হিলি (হাকিমপুর, দিনাজপুর)
- মিয়ানমারের সাথে বাণিজ্য কার্যক্রম চলে– টেকনাফ বন্দর দিয়ে।
- বাংলাদেশ, ভারত ও ভুটানের সাথে বাণিজ্য কার্যক্রম চলে– লালমনিরহাটের বুড়িমারী স্থলবন্দর দিয়ে।
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় নদী বন্দর অবস্থিত– নারায়নগঞ্জে
- সিলেট জেলায় স্থলবন্দর– ৩টি (তামাবিল, শ্যাওলা ও ভোলাগঞ্জ)

স্থলবন্দর	জেলা	স্থলবন্দর	জেলা
ভোমরা	সাতক্ষীরা	বিলোনিয়া	ফেনী
সোনা মসজিদ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	বিরল ও হিলি	দিনাজপুর
হালুয়াঘাট	ময়মনসিংহ	দর্শনা ও দৌলতগঞ্জ	চুয়াডাঙ্গা
তামাবিল	সিলেট	বুড়িমারী	লালমনিরহাট
বিবির বাজার	কুমিল্লা		

বাংলাদেশের সমুদ্র বন্দর

বর্তমান সমুদ্রবন্দর– ৩টি

নাম	প্রতিষ্ঠা	নদী
চট্টগ্রাম বন্দর (চট্টগ্রাম)	১৮৮৭ সালে	কর্ণফুলী নদীর তীরে (ব্রিটিশ আমলে তৈরি)
মংলা বন্দর (বাগেরহাট)	১৯৫০ সালে	পশুর নদীর তীরে (পাকিস্তান আমলে তৈরি)
পায়রা বন্দর (পটুয়াখালী)	২০১৬ সালে	রামনাবাদ চ্যানেল/আন্দারমানিক নদীর তীরে (স্বাধীন বাংলাদেশের ১ম বন্দর)
মাতারবাড়ি কক্সবাজার	নির্মানাধীন	দেশের চতুর্থ সমুদ্র বন্দর, প্রথম গভীর সমুদ্রবন্দর

সমুদ্র সৈকত

- বিশ্বের দীর্ঘতম প্রাকৃতিক সমুদ্র সৈকত– কক্সবাজার (দৈর্ঘ্য- ১২০ কি. মি.)
- বাংলাদেশের ২য় প্রাকৃতিক সমুদ্র সৈকত– কুয়াকাটা, পটুয়াখালী (১৮ কি.মি)
- "হিমালয়ের কন্যা" বলা হয়– পঞ্চগড়কে।
- যে সমুদ্র সৈকত থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখা যায়– কুয়াকাটা।
- "ইনানী বীচ" অবস্থিত– কক্সবাজার।
- 'কটকা সমুদ্র সৈকত' অবস্থিত – কয়রা, খুলনা (সুন্দরবন)

সমুদ্র সৈকত	অবস্থান	দৈর্ঘ্য
কক্সবাজার	কক্সবাজার	১২০ কি.মি.
কুয়াকাটা	পটুয়াখালী	১৮ কি.মি.
পতেঙ্গা	চট্টগ্রাম	৫ কি.মি.
পারকী	চট্টগ্রাম	১৩ কি.মি.

বাংলাদেশের পাহাড়-পর্বত; হাওর ও বিল

শৃঙ্গ

- পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ– মাউন্ট এভারেস্ট (৮৮৪৮.৮৬ মিটার)
- বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ– তাজিংডং বা বিজয় (১২৩১ মিটার)
- বাংলাদেশের ২য় পর্বতশৃঙ্গ– কেওক্রাডং (১২৩০ মিটার)

দ্বীপ

- বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ– সেন্টমার্টিন, কক্সবাজার (আয়তন ৮ বর্গ কি. মি)
- সেন্টমার্টিন দ্বীপের অপর নাম– নারিকেল জিঞ্জিরা, দারুচিনি দ্বীপ।
- বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণের স্থান– ছেঁড়া দ্বীপ, কক্সবাজার (আয়তন- ৩ বর্গ কিমি) এটি সেন্টমার্টিনের দক্ষিণে অবস্থিত।
- বাংলাদেশের যে দ্বীপ "বাতিঘরের" জন্য বিখ্যাত– কুতুবদিয়া (কক্সবাজার)
- বাংলাদেশের একমাত্র পাহাড়ী দ্বীপ– মহেশখালী (কক্সবাজার)
- দেশের প্রথম ডিজিটাল আইল্যান্ড ঘোষণা করা হয়- মহেশখালী দ্বীপকে।
- আদিনাথের মন্দির আছে যে দ্বীপে– মহেশখালী।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম দ্বীপ– ভোলা।
- এক দ্বীপ এক জেলা/দ্বীপের রানী/দ্বীপ কন্যা– ভোলা।
- সাগর দ্বীপ/দ্বীপ জেলা– ভোলা।
- পর্তুগিজরা যে দ্বীপে বাস করতো– মনপুরা দ্বীপে (ভোলা)
- "সন্দ্বীপ দ্বীপ" অবস্থিত– চট্টগ্রাম
- 'নিঝুম দ্বীপ' অবস্থিত– নোয়াখালীর হাতিয়ায় মেঘনা নদীর মোহনায়
- নিঝুম দ্বীপের পূর্ব নাম– বাউলার চর, বালুয়ার চর, চর ওসমান।
- হাতিয়া দ্বীপ, ভাসান চর অবস্থিত– নোয়াখালী
- বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে একমাত্র বিরোধপূর্ণ দ্বীপ ছিল– দক্ষিণ তালপট্টি (সাতক্ষীরা জেলার সীমান্তে হাড়িয়াভাঙ্গা নদীর মোহনায়)।
- দক্ষিণ তালপট্টির অপর নাম– নিউমুর বা পূর্বাশা (দৈর্ঘ্য- ১০ কিমি)
- মৎস্য আহরণ ও অতিথি পাখির জন্য বিখ্যাত সোনাদিয়া দ্বীপ অবস্থিত– কক্সবাজার। (দ্বীপের দৈর্ঘ্য- ৭ কিমি)
- প্রাচীনকালে সামুদ্রিক জাহাজ তৈরি হতো– সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম।
- মেঘনা নদী ও বঙ্গোপসাগরের মোহনায় নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার চরঈশ্বর ইউনিয়নের দ্বীপ– ভাসানচর।
- ১৬ হাজার একর বা ৮ বর্গ কি.মি. ভাসানচর গঠিত দুটি চরের সমন্বয়ে– ঠেঙ্গার চর এবং জালিয়ার চর।

পাহাড়

- বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় পাহাড়– গারো পাহাড় (বৃহত্তম ময়মনসিংহ)
- "লালমাই পাহাড়" অবস্থিত– কুমিল্লা
- চট্টগ্রামের বৃহত্তম পাহাড়– বাটালী পাহাড়
- খাগড়াছড়ির বৃহত্তম পাহাড়– আলুটিলা পাহাড়
- পাহাড়ের রানী বলা হয়– চিম্বুক পাহাড় (বান্দরবান)
- হিন্দুদের তীর্থস্থানের জন্য বিখ্যাত– চন্দ্রনাথের পাহাড়, চট্টগ্রাম
- ইউরেনিয়াম পাওয়া গেছে যে পাহাড়ে– কুলাউড়া (মৌলভীবাজার)

ঝরনা

- "উষ্ণ পানির ঝরনা" (উষ্ণ প্রস্রবণ)– চন্দ্রনাথ, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।
- 'শীতল পানির ঝরনা'- হিমছড়ি, কক্সবাজার শহর থেকে ১২ কিমি দূরে
- "শুভলং ঝরনা" অবস্থিত– বরকল, রাঙ্গামাটি।

জলপ্রপাত

- দেশের বৃহত্তম জলপ্রপাত "মাধবকুন্ড জলপ্রপাত" অবস্থিত– বড়লেখা, মৌলভীবাজার (এটি পাথুরিয়া পাহাড় থেকে উৎপত্তি)
- দেশের উচ্চতম জলপ্রপাত "ঝুজুক জলপ্রপাত" অবস্থিত– রুমা, বান্দরবান।
- হামহাম জলপ্রপাত অবস্থিত– কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।
- শৈল প্রপাত, নাফাখুম, আমিয়াখুম জলপ্রপাত অবস্থিত– বান্দরবান।

CamScanner

হ্রদ (Lake)

- "হ্রদের জেলা" বলা হয়– রাঙ্গামাটিকে
- "কাপ্তাই হ্রদ" অবস্থিত– রাঙ্গামাটি।(১৯৬২ সালে কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়)
- "ফয়েজ লেক" অবস্থিত– চট্টগ্রামের পাহাড়তলীতে (এটি কৃত্রিম হ্রদ)
- "জাফলং লেক" অবস্থিত– সিলেটে
- "ক্রিসেন্ট লেক" অবস্থিত– ঢাকায় (জাতীয় সংসদ ভবনের পাশে)
- "প্রান্তিক লেক" (হলুদিয়া) ও "বগা লেক" অবস্থিত– বান্দরবান

হাওর

- বাংলাদেশের বৃহত্তম হাওর "হাকালুকি হাওর" অবস্থিত– মৌলভীবাজার
- সুনামগঞ্জের "টাঙ্গুয়ার হাওর"-কে রামসার সাইট হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয় – ২০০০ সালে। হাওরের গেটওয়ে বলে – কিশোরগঞ্জকে।
- টাঙ্গুয়ার হাওরের অপরনাম – নয় কুড়ি কান্দার ছয় কুড়ি বিল।
- প্রথম মৎস্য অভয়াশ্রম 'হাইল হাওর' অবস্থিত – মৌলভীবাজার।
- সবচেয়ে ছোট হাওর 'বরবুক হাওর' অবস্থিত – সিলেট।

বিল

- বাংলাদেশের বৃহত্তম বিল– চলন বিল (পাবনা, নাটোর, সিরাজগঞ্জ)*
- চলন বিলের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত নদী– আত্রাই নদী।**
- বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী বিল– তামাবিল, সিলেট।**
- 'পশ্চিমা বাহিনীর নদী' বলা হয়– বিল ডাকাতিয়াকে, খুলনা।
- 'কোলাবিল বিল' অবস্থিত– খুলনা।
- 'আডিয়াল বিল' অবস্থিত– মুন্সিগঞ্জ।***
- 'ভবদহ বিল' অবস্থিত– যশোর।**
- বাইক্কা বিল অবস্থিত – মৌলভীবাজার।
- পদ্মা বিল, বাখিয়া বিল অবস্থিত – গোপালগঞ্জ।

উপত্যকা

হালদা ভ্যালি	খাগড়াছড়ি
মাইনমুখী ভ্যালি, সাজেক ভ্যালি ও ভেঙ্গী ভ্যালি	রাঙ্গামাটি
নাপিত খালি ভ্যালি	কক্সবাজার
বলিশিরা ভ্যালি	মৌলভীবাজার

চর

দুবলার চর**	সুন্দরবনের দক্ষিণে
নির্মল চর (বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী চর)**	রাজশাহী
চর মানিক, চর নিউটন, চর জব্বার, চর কুকরি মুকরি	ভোলা
চর গজারিয়া, চর আলেকজান্ডার	লক্ষ্মীপুর
মুহুরীর চর***	ফেনী
চর ওসমান, বাউলার চর, বালুয়ার চর	নোয়াখালী

ইকো পার্ক

- প্রথম ইকো পার্ক– সীতাকুন্ডের চন্দ্রনাথের পাহাড়, চট্টগ্রাম।
- দ্বিতীয় ইকোপার্ক– মৌলভীবাজারের মাধবকুন্ডের মুরাইছড়াই।
- টিলাগড় ইকোপার্ক– সিলেট।
- মুরাইছড়া ইকোপার্ক– বড়লেখা, মৌলভীবাজার।

সাফারি পার্ক

- ১৯৯৯ সালে নির্মিত দেশের প্রথম সাফারি পার্ক 'ডুলাহাজরা সাফারি পার্ক' অবস্থিত– ডুলাহাজরা, কক্সবাজার।
- ২০১৩ সালে নির্মিত দ্বিতীয় সাফারি পার্ক 'গাজীপুর সাফারি পার্ক' অবস্থিত – শ্রীপুর, গাজীপুর।

অন্যান্য পার্ক ও উদ্যান

- দেশের প্রথম 'হাইটেক পার্ক' নির্মাণ করা হচ্ছে– কালিয়াকৈর, গাজীপুর
- দেশের প্রথম 'প্রজাপতি পার্ক' অবস্থিত– পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।
- বলধা গার্ডেন অবস্থিত– ওয়ারী, ঢাকা (১৯০৯ সালে ভাওয়াল জমিদার নরেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী এটি সূচনা করেন)।
- লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান অবস্থিত– মৌলভীবাজার (এটি ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও ক্রান্তীয় আধা চিরহরিৎ বনভূমির অন্তর্ভুক্ত)

জনসংখ্যা, জনশুমারি, উপজাতি

- মেগাসিটি বলা হয়– যে শহরের জনসংখ্যা ১ কোটি/১০ মিলিয়নের অধিক।
- মেটাসিটি বলা হয়– যে শহরের জনসংখ্যা ২ কোটি/২০ মিলিয়নের অধিক।
- বিশ্বের বৃহত্তম মেগাসিটি ও মেটাসিটি হলো– জাপান।
- 'জনসংখ্যা বাড়ে জ্যামিতিক হারে আর উৎপাদন বাড়ে গাণিতিক হারে' বলেছেন– রবার্ট ম্যালথাস।
- উপমহাদেশে আদমশুমারি চালু করে– ১৮৭২ সালে লর্ড মেঁয়ো।
- বাংলাদেশে প্রথম আদমশুমারি করা হয়– ১৯৭৪ সালে।
- সর্বশেষ ষষ্ঠ জনশুমারি ও গৃহগণনা করা হয়– ১৫ জুন-২১ জুন, ২০২২ সালে
- বর্তমান বাংলাদেশের মোট উপজাতি– সরকারি হিসেব অনুযায়ী ৫০টি এবং আদিবাসী ফোরামের রিপোর্ট অনুযায়ী ৪৫টি।
- বৃহত্তম উপজাতি– চাকমা। (২য়– মারমা, ৩য়– ত্রিপুরা, ৪র্থ– সাঁওতাল)
- সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম উপজাতি– ভিল।
- উপজাতিদের বর্ষবরণ অনষ্ঠান– বৈসাবি (ত্রিপুরা, মারমা ও চাকমা এই তিনটি উপজাতির উৎসবের প্রথম অক্ষর নিয়েই বৈসাবি হয়)
- মুসলিম উপজাতি– পাঙ্গন ও লাউয়া। চাকমা গ্রামকে বলে– আদম।
- প্রধান মাতৃতান্ত্রিক– গারো ও খাসিয়া। কির পূজা করে– ত্রিপুরা।
- প্রধান পিতৃতান্ত্রিক– মারমা ও হাজং।
- খাসিয়াদের দেবতা– উব্লাই নাংথুউ।
- বিশ্ব আদিবাসি দিবস– ৯ আগস্ট।
- রাসযাত্রা ও দোলযাত্রা অনুষ্ঠান– মনিপুরি।
- যে বিভাগে উপজাতি নেই– খুলনা
- বৌদ্ধ ধর্মালম্বী– চাকমা, মারমা, রাখাইন
- নির্বাণ ধারণাটি সংশ্লিষ্ট– বৌদ্ধ ধর্মের সাথে
- খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী– গারো, খাসিয়া। সমতলে বাস করে – সাঁওতাল।
- সনাতন ধর্মাবলম্বী– ত্রিপুরা। উপজাতি জাদুঘর অবস্থিত– রাঙ্গামাটি।
- মনিপুরি ললিতকলা একাডেমি– মৌলভীবাজার।
- মনিপুরি রাজবাড়ী অবস্থিত– সিলেটের মির্জা জাঙ্গালে।
- পাহাড়ীদের রাজস্ব আদায়ের ঐতিহ্যবাহী উৎসব– রাজপূর্ণাহ।
- একমাত্র বহুবিবাহ, বিধবা বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ চালু রয়েছে– হাজংদের। ওয়াংগালা যার প্রতীক– আদিত্য (সূর্য)
- বান্দরবানের আদিবাসি রাজাকে বলা হয়– বোমাং রাজা।
- কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠান যে অঞ্চল পালন করে– পার্বত্য চট্টগ্রামে।
- খাসিয়া গ্রামগুলো পরিচিত– পুঞ্জি নামে।
- চাকমাদের ভাষায় লিখিত প্রথম উপন্যাস– ফেবো (২০০৪ সাল)
- বাংলাদেশে ফেসবুকের দ্বিতীয় ভাষা– চাকমা ভাষা।
- সাঁওতাল বা কার্পাস বিদ্রোহ হয়– ১৮৫৫-৫৬ সালে।
- মনিপুরি ক্ষুদ্রনৃগোষ্ঠী সবচেয়ে বেশি বাস করে – মৌলভীবাজার।

ষষ্ঠ জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২ অনুযায়ী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী

- মোট ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনসংখ্যা – ১৬ লক্ষ ৫০ হাজার।
- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মোট জনসংখ্যার হার – ০.৯৯%।
- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বসবাসে শীর্ষ বিভাগ– চট্টগ্রাম এবং সর্বনিম্ন বিভাগ– বরিশাল।
- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বসবাসে শীর্ষ জেলা– রাঙামাটি এবং সর্বনিম্ন জেলা– লালমনিরহাট

CamScanner

উপজাতিদের ভাষা

উপজাতি	ভাষা	উপজাতি	ভাষা
গারো	মান্দি/মান্দি খুশিক	মগ	পালি
ওরাও	সারদি, কুরুখ	খাসিয়া	মনখেমে
ত্রিপুরা	ককবরক	মনিপুরি	বিষ্ণুপ্রিয়া

উপজাতিদের অবস্থান

- গারো, হাজং, হদি, হাদুই– ময়মনসিংহ, শেরপুর ও নেত্রকোনা।
- মনিপুরি, খাসিয়া, পাত্র ও সবর – সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ
- রাখাইন, মগ, রোহিঙ্গা – পটুয়াখালী ও কক্সবাজার।
- সাঁওতাল– দিনাজপুর, রাজশাহী, বগুড়া ও রংপুর।
- রাজবংশী, ওরাও, কোল– রংপুর, দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও।
- পাঙন ও লাউয়া- মৌলভীবাজার।
- মাহাতু– সিরাজগঞ্জ ও নওগাঁ।
- পার্বত্য চট্টগ্রামে বাস করে– ১১টি উপজাতি (চাকমা, মারমা, তঞ্চঙ্গ্যা, ত্রিপুরা, চাক, পাংখোয়া, ম্রো, বম, খিয়াং, খুমি ও লুসাই)
- কুকি– কক্সবাজার ও বান্দরবান। চাক ও খুমিরা বাস করে– বান্দরবান
- চাকমা (চাংমা) প্রধান আবাসস্থল – রাঙামাটি।
- হাজংদের প্রধান আবাসস্থল – ময়মনসিংহ।
- ত্রিপুরা (টিপরা) প্রধান আবাসস্থল – খাগড়াছড়ি।
- খাসিয়াদের প্রধান আবাসস্থল – সিলেটের জৈন্তিয়া পাহাড়ে।
- মনিপুরিদের প্রধান আবাসস্থল – মৌলভীবাজার।
- রাখাইনদের প্রধান আবাসস্থল – কক্সবাজার।

অনুষ্ঠান-বর্ষবরণ

- বর্তমানে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান – ১০টি
- উপজাতীয় সাংস্কৃতিক একাডেমি – বিরিশিরি, নেত্রকোনা (১৯৭৭)
- উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সিটিটিউট– বান্দরবান।
- উপজাতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র– রাঙ্গামাটি।

- চাকমা- বিঝু • মারমা- সাংগ্রাই
- গারো– ওয়ানগালা • রাখাইন-জলকেলি, সাঙ্গ্রে
- ত্রিপুরা-বৈসুক • সাঁওতাল– সোহরাই/বাহা।

অর্থনীতি

- অর্থনীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ– Economics যা গ্রিক শব্দ oikonomia থেকে এসেছে যার অর্থ– গৃহস্থালী ব্যবস্থাপনা।
- প্রাচীনকালে অর্থনীতি বিষয়ে অগোছালো তথ্য পাওয়া যায়– চাণক্য বা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র গ্রন্থে।
- অর্থনীতির জনক– অ্যাডাম স্মিথ (১৭৭৬ সালে "Wealth of Nations" গ্রন্থে প্রথম অর্থনীতির ধারণা দেন)
- আধুনিক অর্থনীতির জনক বলা হয়– পল স্যামুয়েলসনকে (প্রথম মার্কিন হিসেবে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী)
- অর্থনীতিকে "সম্পদের বিজ্ঞান" বলেছেন – অ্যাডাম স্মিথ।
- অর্থনীতিতে "অদৃশ্য হাত" কথাটি ব্যবহার করেন – অ্যাডাম স্মিথ।
- অর্থনীতিকে "অপ্রাচুর্যের বিজ্ঞান" বলেছেন – এল রবিন্স
- "দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের" ধারণার প্রবক্তা – অধ্যাপক নার্কস
- দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের মূল কথা – A country is poor because it is poor.
- অর্থনীতিতে সর্বপ্রথম ব্যাষ্টিক ও সামষ্টিক (Micro & Macro) কথাটি ব্যবহার করেন – রাগনার ফ্রিশ
- পরার্থপরতার অর্থনীতি, আজব ও জবর আজব অর্থনীতি গ্রন্থের লেখক– অর্থনীতিবিদ আকবর আলি খান।
- Untranquil Recollection: The Years of Fulfilment গ্রন্থের লেখক– রেহমান সোবহান।
- ১৯৯৮ সালে দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষের উপর গবেষণা করে কল্যাণ অর্থনীতিতে (Welfare Economics) নোবেল পুরস্কার লাভ করেন– অমর্ত্য সেন।
- মাক্রোক্রেডিট বা ক্ষুদ্র ঋণের প্রবক্তা– ড. মুহাম্মদ ইউনুস (বাংলাদেশ)
- বাংলাদেশকে সবচেয়ে বেশি ঋণ দেয়/ সাহায্য দেয় – জাপান
- বাংলাদেশকে সবচেয়ে বেশি ঋণদাতা/সাহায্যদাতা সংস্থা বা গোষ্ঠী– বিশ্বব্যাংকের অঙ্গসংস্থা IDA যা পরিচিত– 'Soft loan window' নামে
- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে– যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে
- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি রপ্তানী করে যে পণ্য – তৈরি পোশাক।
- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি রপ্তানী করে যে দেশে – যুক্তরাষ্ট্রে (২য় দেশ – জার্মানি)।
- ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ পায়– যুক্তরাজ্য থেকে।
- বাংলাদেশে সরাসরি বিনিয়োগে (FDI) শীর্ষদেশ – যুক্তরাষ্ট্র।
- যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের GSP (Generalized System of Preferences) স্থগিত করে– ২০১৩ সালের ২৭ জুন
- যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে GSP সুবিধা দেয়– ১৯৭৬ সাল থেকে
- বাংলাদেশ সরকারের সর্বোচ্চ রাজস্ব আয় হয় যে খাতে – VAT (Value Added Text বা মূল্য সংযোজন কর) থেকে।
- মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) চালু হয়- ১৯৯১ সালের ১ জুলাই
- বাংলাদেশে "মুক্ত বাজার অর্থনীতি" (Open Market policy) চালু হয়– ১ জানুয়ারি, ১৯৯১ সালে।
- কর প্রধানত দুই ধরনের– ১. প্রত্যক্ষ কর ২. পরোক্ষ কর
- প্রত্যক্ষ কর– আয়কর, ভূমিকর, কর্পোরেট কর, নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প।
- পরোক্ষ কর– ভ্যাট/মূল্য সংযোজন কর/বিক্রয় কর, প্রমোদ কর, আবগারি শুল্ক (Excise Duties), আমদানি শুল্ক (Custom Duties), সম্পূরক শুল্ক।
- বাংলাদেশ সরকারের কর বহির্ভূত রাজস্বের উৎস– সুদ, প্রশাসনিক ফি, টোল ও লেভি, ভাড়া ও ইজারা।
- সরকারের রাজস্ব ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে– জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (National Board of Revenue- NBR) প্রতিষ্ঠা- ১৯৭২
- ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে উঠে – ইতালিতে।
- উপমহাদেশে ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে উঠে- মুঘল আমলে (হিন্দুস্তান ব্যাংক)
- পৃথিবীর প্রাচীনতম ব্যাংক - ব্যাংক অব শাঙ্গী (চীন)।
- পৃথিবীর প্রথম কেন্দ্রীয় ব্যাংক– Sveriges Riksbank (১৬৬৮), সুইডেন
- পৃথিবীর প্রথম সরকারি ব্যাংক – ব্যাংক অব ভেনিস, ইতালি।
- বাংলাদেশ সরকারের কেন্দ্রীয় ব্যাংক, সকল ব্যাংকের অভিভাবক, মুদ্রা ইস্যুকারী ব্যাংক, নিকাশ ঘর, বৈদেশি মুদ্রার বিনিময় ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংরক্ষণ করে– বাংলাদেশ ব্যাংক।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধানের পদবি– গভর্নর (যার মেয়াদ- ৪ বছর)
- উপমহাদেশে মুদ্রা আইন পাশ হয়- ১৮৩৫ সালে।
- উপমহাদেশে কাগজী মুদ্রা প্রচলন হয়- ১৮৫৭ সালে লর্ড ক্যানিং কর্তৃক
- বাংলাদেশে প্রথম মুদ্রা প্রচলন হয়- ১৯৭২ সালে ৪ মার্চ।
- বাংলাদেশের মুদ্রার জনক– কে জি মুস্তফা (খোন্দকার গোলাম মুস্তফা)

বাংলাদেশ ব্যাংকের মতিঝিলস্থ প্রধান কার্যালয়ে 'কারেন্সি মিউজিয়াম'/মুদ্রা জাদুঘর স্থাপিত হয়– ২০০৯ সালে।
ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমিতে 'টাকা জাদুঘর' স্থাপিত হয়– ২০১৩ সালে।

- বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রানীতি (Monetary Policy) প্রদান করে– বছরে দুইবার।
- বর্তমান দেশে মোট নোট হলো– ১০টি, সরকারি- ৩টি (১ টাকা, ২ টাকা, ৫ টাকার নোট) এবং ব্যাংক নোট- ৭টি {(১০, ২০, ৫০, ১০০, ২০০, ৫০০, ১০০০ টাকার নোট (১০০০ টাকা বাজারে আসে – ২০০৮ সালে)}
- সর্বশেষ ২০০ টাকার ব্যাংক নোট প্রবর্তন– ১৭ মার্চ ২০২০ সালে (বাজারে আসে- ১৮ মার্চ, ২০২০ সালে)
- সর্বশেষ সরকারি নোট হিসেবে ৫ টাকা বাজারে আসে – ২০১৬ সালে।

CamScanner

- বাংলাদেশে টাকা ছাপানোর কারখানা সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস অবস্থিত- শিমুলতলী, গাজীপুর (প্রতিষ্ঠা হয়- ১৯৮৮ সালে)।
- বাংলাদেশের প্রথম নোট- ১ টাকা ও ১০০ টাকা (৪ মার্চ, ১৯৭২)
- সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস থেকে প্রথম ছাপানো হয়- ১০ টাকার নোট
- ৫০০ টাকার নোট ছাপানো হয়- জার্মানি থেকে।
- টাকা ছাপানোর কাগজ আসে - সুইজারল্যান্ড থেকে।
- স্বাধীনতার পর প্রথম প্রকাশিত স্মারক ডাক টিকিটের মূল্য- ২০ পয়সা
- 'পরিকল্পিত পরিবার, সবার জন্য শিক্ষা' স্লোগান- ধাতব ১ টাকা (১৯৭৫)
- 'সবার জন্য শিক্ষা' স্লোগান- ধাতব ২ টাকা (২০০৪)।
- পলিমার ১০ টাকার নোট অস্ট্রেলিয়া ও ৫০০ টাকা মুদ্রিত- জার্মানি
- বাংলাদেশ ব্যাংকে নোটের মূল্যের শতকরা রিজার্ভ- ৩০% স্বর্ণ/রৌপ্য
- সরকারি নোট ইস্যু করে- অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থদপ্তর থেকে (স্বাক্ষর থাকে- অর্থ সচিবের)
- ব্যাংক নোট ইস্যু করে- বাংলাদেশ ব্যাংক (স্বাক্ষর থাকে- গভর্নরের)
- অর্থমন্ত্রণালয়ের অধীনে দপ্তর রয়েছে- ৪টি (১. অর্থ বিভাগ, ২. অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ৩. অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ৪. আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ)
- ১ অক্টোবর, ১৯৭৬ প্রতিষ্ঠিত একমাত্র রাষ্ট্রায়ত্ত বিনিয়োগ ব্যাংক- ICB (Investment Corporation of Bangladesh)
- বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিমাপে ব্যবহৃত হয়- খাদ্যশক্তি গ্রহণ পদ্ধতি, প্রত্যক্ষ ক্যালরি গ্রহণ পদ্ধতি।
- চরম দারিদ্র্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়- প্রতিদিন ১৮০৫ কিলোক্যালরির নিচে খাদ্য গ্রহণ।
- দেশের মোট EPZ (ইপিজেড) আছে- ১০টি। (সরকারি ৮টি এবং বেসরকারি ২টি)।
- সরকারি ৮টি ইপিজেড মনে রাখার টেকনিক- **CD MC EUAK**
  C = চট্টগ্রাম (১৯৮৩), **D** = ঢাকা (১৯৯৩ সাল) **M** = মংলা, বাগেরহাট, **C** = কুমিল্লা, **E** = ঈশ্বরদী, পাবনা, **U** = উত্তরা, নীলফামারি, **A** = আদমজী, নারায়ণগঞ্জ, **K** = কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম
- বেসরকারি ইপিজেড ২টি - i. REPZ (রাঙ্গুনিয়া এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন, ১৯৯৯) চট্টগ্রাম। ii. KEPZ (কোরিয়ান এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন, ১৯৯৯) চট্টগ্রাম।
- প্রথম EPZ (ইপিজেড) চট্টগ্রামের হালিশহরে প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৮৩ সালে
- সর্বশেষ EPZ (ইপিজেড) চট্টগ্রামে কর্ণফুলিতে প্রতিষ্ঠত হয়- ২০০৬ সালে
- দেশের একমাত্র কৃষি ভিত্তিক EPZ (ইপিজেড)-উত্তরা, নীলফামারী।**
- EPZ কে নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা - BEPZA (প্রতিষ্ঠা- ১৯৮০ সাল)
- BEPZA- Bangladesh Export Processing Zone Authority.
- দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র প্রণয়ন- PRSP (Poverty Reduction Strategy Papers)
- বাংলাদেশ পরিসংখ্যা ব্যুরো (BBS) প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৭৪ সালে
- আদমশুমারি, কৃষিশুমারি, শিল্প কারখানা ও স্থাপনাশুমারি পরিচালনা- BBS
- পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান- প্রধানমন্ত্রী এবং সহ সভাপতি- পরিকল্পনামন্ত্রী
- MRA এর পূর্ণরূপ – Microcredit Regulatory Authority

কার্যক্রম	প্রথম চালুকারী
মোবাইল ব্যাংকিং (রকেট)	ডাচ বাংলা ব্যাংক (২০১১ সাল)
বিকাশ (২০১২)	ব্র্যাক ব্যাংক
এজেন্ট ব্যাংকিং (২০১৪)	ব্যাংক এশিয়া**
এটিএম কার্ড (১২ জুলাই, ১৯৯৪)	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক*
নগদ (২০১৯)	সরকারি ডাক বিভাগ
শিওর ক্যাশ ভুল ব্যাংকিং (২০১০)	রূপালী ব্যাংক
ক্রেডিট কার্ড	ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড
এম ওয়ালেট	ইসলামী ব্যাংক
রেডি ক্যাশ কার্ড	জনতা ব্যাংক
পেপ্যাল	সোনালী ব্যাংক পিএলসি

- রাষ্ট্রায়ত্ত বৃহত্তম বাণিজ্যিক ব্যাংক- সোনালী ব্যাংক পিএলসি।
- সোনালী ব্যাংকের নতুন নাম- সোনালী ব্যাংক পিএলসি।
- প্রথম বেসরকারি ব্যাংক- এবি ব্যাংক (আরব বাংলাদেশ ব্যাংক)
- প্রথম ইসলামী শরীয়াভিত্তিক ব্যাংক- ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ।
- বাংলাদেশে প্রথম বিদেশি ব্যাংক- স্টান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক।
- ট্যারিফ কমিশন, টিসিবি যে মন্ত্রণালয়ের অধীন- বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।
- বাজার মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে নির্ধারিত কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের আপদকালীন মজুদ গড়ে তোলে এবং সাশ্রয়ী মূল্যে ভোক্তাদের মাঝে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ করে- TCB.
- TCB এর পূর্ণরূপ – Trading Corporation of Bangladesh)
- ভোক্তা অধিকার নিয়ে কাজ করে- TCB
- বাংলাদেশের দ্রব্য নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে নিয়োজিত- বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।
- জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ও অধিদপ্তর চালু- ২০০৯।
- EPB-এর পূর্ণরূপ- Export Promotion Bureau.
- CIP-এর পূর্ণরূপ- Commercially Important Person.
- CBA- Collective Bargaining Agent (শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বকারী) এটি শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন।
- বাংলাদেশের প্রাইভেট সেক্টরে ব্যবসায়ীদের সর্বোচ্চ সংগঠন- FBCCI**
- FBCCI এর পূর্ণরূপ- The Federation of Bangladesh Chamber of Commerce and Industry)
- ঢাকার ব্যবসায়ীদের সবচেয়ে পুরনো ও বড় সংগঠন- DCCI (Dhaka Chamber of Commerce and Industry)

শেয়ার বাজার (Stock Market)

- বাংলাদেশের স্টক এক্সচেঞ্জ রয়েছে- ২টি
  ১. ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (DSE প্রতিষ্ঠা- ১৯৫৪ সালে)
  ২. চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (CSE প্রতিষ্ঠা- ১৯৯৫ সালে)
- প্রস্তাবিত তৃতীয় শেয়ার বাজার- খুলনা স্টক এক্সচেঞ্জ (KSE)
- পুঁজি বাজার নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা- SEC (১৯৯৩)
- SEC এর পূর্ণরূপ- Securities and Exchange Commission
- ১৯৯৩ সালে SEC নামে প্রতিষ্ঠিত হলেও পরবর্তী BSEC নামে আত্মপ্রকাশ করে- ২০১২ সালে
- BSEC এর পূর্ণরূপ- Bangladesh Securities and Exchange Commission

দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

ভাতার নাম	কার্যক্রম	পরিমাণ
মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা	কার্যক্রম শুরু- ১৯৯৬	২০,০০০ টাকা
বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি	কার্যক্রম শুরু- ১৯৯৮	৬০০ টাকা
বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা	কার্যক্রম শুরু- ১৯৯৮-৯৯	৫৫০টাকা
দারিদ্র্য মায়েদের মাতৃত্বকালীন ভাতা	কার্যক্রম শুরু- ২০০৭	৮০০ টাকা
আশ্রয়ণ প্রকল্প	কার্যক্রম শুরু- ১৯৯৭	
আশ্রয়ণ প্রকল্প-২	কার্যক্রম শুরু- ২০১০-২০২৩	

শব্দ সংক্ষেপ

EVM**	Electronic Voting Machine
ATM*	Automated Teller Machine
OMR*	Optical Mark Reader
SIM*	Subscriber Identity Module
VAT**	Value Added Tax

CamScanner

GDP	Gross Domestic Product
NDP	Net Domestic Product
GNP	Gross National Product
PRSP	Poverty Reduction Strategy Papers.
TIN	Tax Payer Identification Number
BSTI**	Bangladesh Standards & Testing Institution
TCP	The Transmission Control Protocol

অর্থনীতি সংক্রান্ত শব্দ, তত্ত্ব ও প্রবক্তা

- "বেইল আউট" কথাটি জড়িত– অর্থনীতির সাথে।
- বিশ্ব গ্রাম (Global Village) ধারণা দেন – মার্শাল ম্যাকলুহান
- সবুজ বিপ্লবের জনক – মার্কিন বিজ্ঞানী নরম্যান বুরলগ।
- উবারের জনক – স্টেভিন কালাকিন

তত্ত্ব	প্রবক্তা	তত্ত্ব	প্রবক্তা
সনেট	পেত্রার্ক	সামাজিক চয়ন**	অমর্ত্য সেন
জনসংখ্যা তত্ত্ব*	ম্যালথাস	খাজনা তত্ত্ব*	ডেভিড রিকার্ডো
শ্রম বিভাগ	অ্যাডাম স্মিথ	আধুনিক গণতন্ত্র*	জন লক
অলিম্পিক	ব্যারন কুবার্তো	কাম্য জনসংখ্যা*	ডালটন
ফ্যাসিজম**	মুসোলিনী	আমলাতন্ত্র	ম্যাক্স ওয়েভার
উদ্বৃত্ত মূল্য	কাল মার্কস	ভোক্তার উদ্বৃত্ত	মার্শাল
মজুরি তহবিল	জে.এস.মিল	তুলনামূলক খরচ	ডেভিড রিকার্ডো
এক্সপ্লোয়েশন	কার্ল মার্কস	স্বাতন্ত্রবাদ**	জন মিল
লেইসে ফেয়ার নীতি	অ্যাডাম স্মিথ	মজুরি নির্ধারণ	ল্যাসলেকে
রক্ষণশীলতা নীতি	মার্গারেট থ্যাচার	সৎ প্রতিবেশী নীতি	অব্রাহাম লিংকন

বাংলাদেশের সম্পদ

বনজ সম্পদ

- বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনিস্টিটিউট অবস্থিত– ষোলশহর, চট্টগ্রাম।
- যে কোনো দেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য বনভূমি থাকা প্রয়োজন- শতকরা ২৫ ভাগ (বাংলাদেশের আছে– ১৭.৫০ ভাগ)।
- সরকারি হিসাব মতে বাংলাদেশে মোট বনভূমির পরিমাণ – ১৫.৫৮ ভাগ।
- বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় বনভূমি নেই – ২৯টি জেলায়।
- বাংলাদেশের উপকূলীয় জেলা – ১৯টি।
- উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী বনাঞ্চল রয়েছে – ১০টি জেলায়।
- প্রয়োজনের তুলনায় বেশি বনভূমি রয়েছে – ৭টি জেলায় (খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, বান্দরবান ও কক্সবাজার)
- অঞ্চল হিসেবে বাংলাদেশের বৃহত্তম বনভূমি হলো– চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চল।
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি বনভূমি আছে যে বিভাগে – চট্টগ্রাম বিভাগে।
- বাংলাদেশের সবচেয়ে কম বনভূমি আছে যে বিভাগে – রাজশাহী বিভাগে।
- একক জেলা হিসেবে সবচেয়ে বেশি বনভূমির পরিমাণ রয়েছে – বাগেরহাট জেলায়।
- গাজীপুরের ভাওয়াল গড়ের বিখ্যাত বনভূমি– শালবন।
- পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ম্যানগ্রোভ বন আছে– ইন্দোনেশিয়া।
- জলাভূমির বন (Swamp Forest) রাতারগুল অবস্থিত– গোয়াইনঘাট, সিলেট। এখানে একমাত্র বন্য গোলাপ পাওয়া যায়।
- বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য– চট্টগ্রামের চুনতি ও ভোলার চর কুকরি মুকরি
- সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা– সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড, মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া, নিঝুমদ্বীপ।
- পরিবেশ সঙ্কটাপন্ন এলাকা– হাকালুকি হাওড়, টাঙ্গুয়ার হাওড়, সুন্দরবন, কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত, সেন্টমার্টিন, সোনাদিয়া, জাফলং।
- মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া ঘোষণা করা হয়েছে – সেন্টমার্টিন ও তার আশেপাশের ১৭৪৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকাকে।

জাতীয় বন সুন্দরবন

- পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ/গড়ান/টাইডাল/স্রোতজ বনভূমি– সুন্দরবন।
- যে বনাঞ্চল প্রতিনিয়ত লবণাক্ত পানি দ্বারা প্লাবিত হয়– ম্যানগ্রোভ বন
- বাংলাদেশের ফুসফুস বলা হয়– সুন্দরবনকে। পৃথিবীর ফুসফুস- আমাজন বন
- সুন্দরবনের মোট আয়তন– ১০,০০০ বর্গ কিলোমিটার।
- সুন্দরবন অবস্থিত – ২টি দেশে (বাংলাদেশ ও ভারত)
- বাংলাদেশের অংশ – ৬,০১৭ বর্গ কিমি. বা ২৪০০ বর্গমাইল/৬২%।
- ভারতের অংশ– ৩৯৮৩ বর্গ কিমি/৩৮%।
- ইউনেস্কো সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্যের ৭৯৮তম অংশ হিসেবে ঘোষণা করে– ৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৭ সালে।
- সুন্দরবন রামসার সাইটের অন্তর্ভুক্ত হয়– ১৯৯২ সালে (৫৬০তম)
- সুন্দরবনে অবস্থিত পয়েন্ট– ৩টি (হিরন পয়েন্ট, জাফর পয়েন্ট, টাইগার পয়েন্ট)
- সুন্দরবন থেকে ১৪ কিলোমিটার দূরে নির্মিত হচ্ছে – রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র।
- সুন্দরবনকে স্পর্শ করেছে– ৫টি জেলা (তবে প্রত্যক্ষ জেলা – ৩টি)
- টেকনিক: বাঘ সাতারে খুব পটু।

বাঘ = বাগেরহাট, সাতারে = সাতক্ষীরা, খু = খুলনা
ব = বরগুনা, পটু = পটুয়াখালী

- সুন্দরবনের বাঘ গণনা পদ্ধতিকে বলা হয়– ক্যামেরা ট্র্যাপিং (পূর্বে ছিল পাগমার্ক পদ্ধতি)।
- সুন্দরবন দিবস– ১৪ই ফেব্রুয়ারি।
- সুন্দরবনের সাথে জড়িত নদী– রায়মঙ্গল, হাড়িয়াভাঙ্গা, শ্যালা, পশুর
- সুন্দরবনের প্রধান বৃক্ষ– সুন্দরী (৭০%)
- দেশের মোট ব্যবহৃত কাঠের সুন্দরবন যোগান দেয়– ৬০%
- বর্তমানে সুন্দরবনে হরিণ রয়েছে– ২ ধরনের (চিত্রা ও মায়া)
- বর্তমানে সুন্দরবনে বাঘ রয়েছে– ১২৫টি

Note: ২০১৯ সালে ইউনেস্কো ৪৩তম অধিবেশনে আজারবাইজানের বাকুতে সুন্দরবনকে 'ঝুঁকিপূর্ণ বিশ্ব ঐতিহ্য' বলে ঘোষণা করে।

মৎস্য সম্পদ

- বাংলাদেশের জাতীয় মাছ– ইলিশ। বৈজ্ঞানিক নাম: *Tenualosa ilisha*
- জাটকা ইলিশ/ ইলিশ ধরা নিষেধ– ২৫ সে.মি (১০ ইঞ্চির) কম।
- রুই মাছের পোনা ধরা নিষেধ– ২৩ সে.মি. (৯ ইঞ্চির) কম
- ইলিশ ও নদীর মাছ গবেষণা ইনস্টিটিউট অবস্থিত – চাঁদপুর।
- ইলিশ সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়– মেঘনা নদী ও ভোলা জেলায়
- ২০২৪ সালে ইলিশের বাড়ি হিসেবে ঘোষণা করা হয়– ভোলাকে।
- ২০২০ সালে বাংলাদেশে মোট ইলিশ উৎপাদিত হয়েছে– ৮৬%
- মৎস্য সম্পদে ইলিশের অবদান– ১২%
- ইলিশের অভয়াশ্রম– ৬টি (সর্বশেষ– বরিশাল)
- মিঠা পানির মাছ গবেষণা কেন্দ্র অবস্থিত - ময়মনসিংহ।
- সামুদ্রিক মাছ গবেষণা কেন্দ্র অবস্থিত- কক্সবাজার।
- বাংলাদেশের চিংড়ি সম্পদকে বলে – White Gold।
- বাংলাদেশের হিমায়িত খাদ্যকে বলে- Thurst Sector।
- 'গলদা চিংড়ি ও গলদা চিংড়ি' রপ্তানী হয় – আশির দশক থেকে
- লোনাপানির চিংড়ি – গলদা এবং স্বাদু পানির চিংড়ি – বাগদা।
- চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র অবস্থিত– বাগেরহাট।

Note: *ইলিশের জিনোম সিকুয়েন্সি বা জীবন রহস্য উন্মোচন করেন– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হাসিনা খান ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শামসুল আলম।*

প্রাণী সম্পদ

- বাংলাদেশের প্রথম কুমির প্রজনন কেন্দ্র – ভালুকা, ময়মনসিংহ।
- বাংলাদেশের প্রথম ছাগল প্রজনন কেন্দ্র – টিলাগড়, সিলেট।
- বাংলাদেশের প্রথম হরিণ প্রজনন কেন্দ্র – ডুলাহাজরা, কক্সবাজার।
- ব্ল্যাক কোয়াটার হলো– গবাদি পশুর রোগ।
- বাংলাদেশে সবচেয়ে বৃহত্তম গো-চারণ ক্ষেত্র অবস্থিত- সিরাজগঞ্জ।
- বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা প্রথম যে প্রাণীর জিন আবিষ্কার করেন– মহিষ
- বাংলাদেশে বিজ্ঞানীরা সর্বশেষ যে প্রাণীর জিন আবিষ্কার করেন– ছাগল।
- দুগ্ধ খামার ও গো প্রজনন কেন্দ্র অবস্থিত– সাভার, ঢাকা।
- সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় যে জাতের ছাগল– Black Bengal
- কুষ্টিয়ার কালো ছাগলের চামড়া বিশেষভাবে খ্যাত– কুষ্টিয়া গ্রেড নামে।
- বাংলাদেশের চামড়া শিল্পনগরী অবস্থিত– সাভার, ঢাকা।

খনিজ সম্পদ

প্রাকৃতিক গ্যাস

- বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ – প্রাকৃতিক গ্যাস।
- বর্তমান দেশে গ্যাসক্ষেত্র আছে - ২৯ টি (সর্বশেষ – ইলিশা-১, ভোলা)
- বাংলাদেশে প্রথম গ্যাসক্ষেত্রটি আবিষ্কার হয় –১৯৫৫ সালে (সিলেটের হরিপুরে)।
- বাংলাদেশের প্রথম গ্যাস উত্তোলন হয় – ১৯৫৭ সালে (সিলেটের হরিপুরে)
- সামুদ্রিক গ্যাস ক্ষেত্র– ২টি [১. সাঙ্গু (চট্টগ্রাম) ২. কুতুবদিয়া (কক্সবাজার)]
- পরিত্যক্ত গ্যাসক্ষেত্র– ২টি [১. ছাতক (সুনামগঞ্জ) ২. কামতা (গাজীপুর)]
- অগ্নিকাণ্ড ঘটে ২টি গ্যাসক্ষেত্রে- ১৯৯৭ সালে মৌলভীবাজারের মাগুরছড়ায় এবং ২০০৫ সালে সুনামগঞ্জের টেংরাটিলায়।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম গ্যাসক্ষেত্র – তিতাস, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
- ঢাকা শহরে গ্যাস সংযোগ দেওয়া হয়– তিতাস গ্যাসক্ষেত্র থেকে।
- দৈনিক সবচেয়ে বেশি গ্যাস উত্তোলন হচ্ছে– বিবিয়ানা, হবিগঞ্জ।
- প্রাকৃতিক গ্যাস সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয়- বিদ্যুৎ উৎপাদনে।
- দেশের প্রথম সামুদ্রিক গ্যাসক্ষেত্র– সাঙ্গু, চট্টগ্রাম (১৯৯৬ সাল)।
- বাংলাদেশ LNG প্রথম টার্মিনাল স্থাপিত হয়– মহেশখালী, কক্সবাজার
- বাংলাদেশের প্রথম বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্প অবস্থিত– সোনাগাজী, ফেনী।
- বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান– মিথেন।
- সিলিন্ডারে করে বিক্রি করা গ্যাসের নাম– বিউটেন গ্যাস।
- গ্যাস উত্তোলনের জন্য মোট ব্লক রয়েছে – ৪৯টি (স্থলভাগকে ২৩টি এবং উপকূলকে ২৬টি ব্লকে ভাগ করা হয়েছে)।
- সেমুতাং গ্যাসক্ষেত্র অবস্থিত– খাগড়াছড়ি।
- সালদা নদী গ্যাসক্ষেত্র অবস্থিত– ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
- PSC শব্দটি সম্পর্কিত– গ্যাস অনুসন্ধান।
- রাঙামাটির কাপ্তাই এ কর্ণফুলী নদীতে একমাত্র পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মিত হয়– ১৯৬২ সালে (বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা– ২৩০ মেগাওয়াট)।
- বাংলাদেশের শক্তি সম্পদের মূল্য নির্ধারণ করে– BERC

বাংলাদেশের খনিজ তেল

- প্রথম খনিজ তেল আবিষ্কার হয়– ১৯৮৬ সালে সিলেটের হরিপুরে
- প্রথম খনিজ তেল উত্তোলন হয়– ১৯৮৭ সালে সিলেটের হরিপুরে।
- ১৯৬৩ সালে চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় স্থাপিত একমাত্র তেল শোধনাগার– ইস্টার্ন রিফাইনারি।

কয়লা

- দেশে প্রাপ্ত সবচেয়ে উন্নতমানের কয়লার নাম – বিটুমিনাস কয়লা
- বাংলাদেশে উন্নতমানের কয়লা পাওয়া গেছে–জয়পুরহাটের জামালগঞ্জে
- "বড়পুকুরিয়া" কয়লা খনি আবিষ্কৃত হয় – ১৯৮৫ সালে
- বাংলাদেশের ১ম "কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র" অবস্থিত – বড়পুকুরিয়া, দিনাজপুর

অন্যান্য খনিজ সম্পদ

- বাংলাদেশের "তেজস্ক্রিয় খনিজ পদার্থ" পাওয়া গেছে – কক্সবাজার।
- "কালো সোনা" (Black Gold) পাওয়া যায় – কক্সবাজার।
- "চীনা মাটির" সন্ধান পাওয়া গেছে – নেত্রকোনার বিজয়পুরে, শেরপুর জেলার ভুরুংগা, দিনাজপুরের মধ্য পাড়ায়।
- "গন্ধক/সালফার" সন্ধান পাওয়া গেছে – কক্সবাজারের কুতুবদিয়ায়।
- "ইউরেনিয়াম" পাওয়া গেছে – মৌলভীবাজারের কুলাউড়া পাহাড়ে।
- প্রথম লোহার খনি আবিষ্কার হয় – দিনাজপুরের ইসবপুরে।
- BAPEX (Bangladesh Petroleum Exploration & Production Company) সরকারি তেল গ্যাস নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান অবস্থিত– কাওরান বাজার।
- DPDC – Dhaka Power Distribution Company
- GSB – Geological Survey of Bangladesh. (ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর)।
- BSTI – Bangladesh Standard & Testing Institute. পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ করে ও ভেজাল বিরোধী অভিযান চালায়
- CNG এর পূর্ণরূপ– Compressed Natural Gas.
- LNG এর পূর্ণরূপ– Liquefied Natural Gas.
- LPG এর পূর্ণরূপ– Liquefied Petroleum Gas.

কৃষি সম্পদ

- কৃষি উন্নয়নে গবেষণার ক্ষেত্রে 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার' প্রদান– ১৯৭৩
- বাংলাদেশের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল – ৮০ ভাগ
- জিডিপিতে ক্রমহ্রাসমান খাতের নাম– কৃষি খাত।
- সরকার "জাতীয় কৃষি দিবস" হিসেবে ঘোষণা দেন – পহেলা অগ্রহায়ণ (১৫ নভেম্বর) কে।
- আশ্বিন থেকে ফাল্গুন পর্যন্ত সময়কালকে বলে– রবি মৌসুম (শীতকালীন)।
- চৈত্র থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত সময়কে বলে– খরিপ মৌসুম
- বাংলাদেশে এ পর্যন্ত কৃষি শুমারি হয় – ৬ বার (১ম হয়- ১৯৬০, ১৯৭৭, ১৯৮৪, ১৯৯৬, ২০০৮, সর্বশেষ ২০১৯)।
- স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম কৃষি শুমারি হয় – ১৯৭৭ সালে
- কৃষিতে স্বর্ণা সার আবিষ্কার করেন – ড. সৈয়দ আবদুল খালেক (১৯৮৭ সালে)
- বাংলাদেশে বীজ গবেষণা সরকারি প্রতিষ্ঠান– বিএডিসি (BADC)
- BADC- Bangladesh Agricultural Development Corporation.
- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর 'DAE'– ফার্মগেটের খামারবাড়ি, ঢাকা।
- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল 'BARC' অবস্থিত– ফার্মগেট, ঢাকা।

ধান

- বাংলাদেশের প্রধান ফসল– ধান
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি উৎপাদিত হয় যে ধান- বোরো ধান।
- দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ত সহিষ্ণু ধান- বিনা ধান ৮, বিনা ধান ৯, বি আর ৪৭
- মঙ্গা এলাকার খরা সহিষ্ণু ধান- বি আর ৩৩।
- বন্যা পরবর্তী এলাকার উপযোগী ধান- ব্রি ধান ৪৬।
- খরা সহিষ্ণু ধান – নারিকা-১
- ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধী ধান – ব্রি ধান-১০১।

পাট

- বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল ও সোনালী আঁশ বলা হয়– পাটকে
- পাটকে কৃষি পণ্য হিসেবে ঘোষণা করে গেজেট প্রকাশ– ১ মার্চ, ২০২৩
- বাংলাদেশে পাট বেশি উৎপাদন হয়– ফরিদপুর
- ২০১০ সালের জুন মাসে তোষা পাটের এবং ২০১৩ সালে দেশি পাটের জীবন রহস্য উন্মোচন করেন– বাংলাদেশের বিজ্ঞানী ড. মাকসুদুল আলম।
- পাট, পেঁপে, রাবার ও ছত্রাকের জীবন উন্মোচন করেন– ফরিদপুরের ড. মাকসুদুল আলম (গবেষক দলটির নাম ছিল– স্বপ্নযাত্রা)

CamScanner

- পাটের জুটন আবিষ্কার করেন – ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুল্লাহ
- জুটন হলো– ৭০% পাটের সাথে ৩০% তুলা মিশিয়ে তৈরি হয়
- একটি কাঁচা পাটের গাইটের ওজন– সাড়ে ৪ মণ।
- রিবন রেটিং হলো– পাট পচানোর পদ্ধতি। পাটের জন্য উপযোগী- দো-আঁশ
- এশিয়ার সবচেয়ে বড় পাটকল নারায়নগঞ্জ আদমজী পাটকল বন্ধ হয় – ৩০ জুন ২০০২ সালে
- পাটের আশ থেকে পচনশীল পলিমার ব্যাগ তৈরি করেন- মোবারক আহমেদ খান
- পাট থেকে এন্টিবায়োটিক ও ঢেউটিন আবিষ্কার করেন– মোবারক আহমেদ খান
- জাতীয় পাট দিবস – ৬ মার্চ
- বাংলাদেশে জিনোম গবেষণার প্রতিকৃৎ ও জিনতত্ত্ববিদ– ড. মাকসুদুল আলম
- Bangladesh Jute Research Institute (BJRI) অবস্থিত– মানিকমিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
- BTMC- Bangladesh Textile Mills Corporation.
- BJMC- Bangladesh Jute Mills Corporation.

চা *[তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ চা বোর্ড (ডিসেম্বর, ২০২৪)]*

- বাংলাদেশের ২য় অর্থকরী ফসল – চা।
- বাংলাদেশের চা গবেষণা কেন্দ্র অবস্থিত – শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।
- বাংলাদেশের প্রথম চা বাগান হয়– সিলেটের মালনিছড়ায় (১৮৫৭ সালে)
- বাংলাদেশের চা নিলাম কেন্দ্র– ৩টি; প্রথম টি- চট্টগ্রাম (১৯৪৯) দ্বিতীয় টি- শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার এবং তৃতীয় টি – পঞ্চগড়।
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি চা বাগান আছে – মৌলভীবাজার (৯০টি)।
- ২০০০ সালে বাংলাদেশে প্রথম 'অর্গানিক' চা চাষ করা হয় – পঞ্চগড়ে।
- কাজী অ্যান্ড কাজী কোম্পানির প্রথম চাষকৃত অর্গানিক চায়ের নাম – মীনা চা
- বর্তমানে চা বাগান রয়েছে– ১৬৯টি (সর্বশেষ চা বাগান – খাগড়াছড়ি)
- সম্প্রতি চা চাষ শুরু হয়– ঠাকুরগাঁও (১৬৮তম) ও খাগড়াছড়ি জেলায়।

কৃষির অন্যান্য ফসল

- 'ইউরিয়া সার' তৈরিতে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়– মিথেন গ্যাস।
- 'জুম' চাষ করা হয়– পাহাড়ি এলাকায় (চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও কক্সবাজার)।***
- 'রাবার' চাষের জন্য বিখ্যাত – কক্সবাজারের রামু।
- বলাকা, দোয়েল, কাঞ্চন, আকবর, গৌরভ, প্রতিভা, বিজয়, সুফী– গম*
- রুপালী ও ডেলফোর্স হল – উন্নত জাতের তুলা।**
- বর্ণালী, উত্তরণ ও শুভ্র হল– উন্নত জাতের ভুট্টা।**
- তোষা, মেসতা হল – উন্নত জাতের পাট।**

ফসল	ফসলের জাত *[জাস্ট রিভিং পড়ুন]*
বাঁধাকপি	গোল্ডেন ক্রস, কে ওয়াই ক্রস, গ্রীন এক্সপ্রেস, ড্রামহেড, এটলাস
টমেটো	বাহার, মানিক, রতন, অপূর্ব, সিঁদুর, শ্রাবণী, ঝুমকা, মিন্টু
তরমুজ	পদ্মা, মধুবালা (হলদে জাতের তরমুজ)
পিয়াজ	তাহেরপুরী, ভাজি, ঝিটকা
মরিচ	মেজর, যমুনা, চন্দ্রশুকী, চাতক
আলু	ডায়মন্ড, কার্ডিনাল, কুফরী, সুন্দরী, আইসা
কলা	অগ্নিশ্বর, কানাইবাঁশী, বীটজবা, করবী, অমৃতসাগর
আম	মহানন্দা, মোহনভোগ, গোপালভোগ, ইলামতি
ধান	ময়না, বাংলামতি, ব্রিশাইল, প্রগতি, চিনিগুড়া, কালিজিরা, কাটারিভোগ, ইরাটম, নারিকা-১, হরিধান, বিপ্লব, সোনার বাংলা
বেগুন	শুকতারা, তারাপুরী, নয়নতারা ও ইওরা*
মিষ্টি কুমড়া	হাজী ও দানেশ*
তামাক	সুমাত্রা, ম্যানিলা**
সরিষা	সফল, অগ্রণী

- বাংলায় আলু চাষের বিস্তার লাভ করে– ওয়ারেন হেস্টিংসের উদ্যোগে
- প্রথম রাবার বাগান হয়– ১৯৬১ সালে কক্সবাজারের রামুতে।
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি রেশম গুটির চাষ হয়– চাঁপাইনবাবগঞ্জে
- ফুলের রাজধানী বলা হয়– যশোরের ঝিকরগাছার গদখালীকে।
- পাহাড়ি এলাকায় আনারস চাষ করা হয়– টুরেসিং বা কন্টুর পদ্ধতিতে

গবেষণা কেন্দ্র	অবস্থান
ধান* (BRRI) ও কৃষি* (BARI)	জয়দেবপুর, গাজীপুর
গম** ও ভুট্টা	নশিপুর, দিনাজপুর
তুলা	যশোর
ডাল, ইক্ষু	ঈশ্বরদী, পাবনা
মসলা**	শিবগঞ্জ, বগুড়া
আম	চাঁপাইনবাবগঞ্জ
পাট	মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা
চা	শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার
মৎস্য	বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
বন**	সাতকানিয়া চট্টগ্রাম
ফল	বিনোদপুর, রাজশাহী

বাংলাদেশে আর্সেনিক দূষণ

- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) এর মতে ১ লিটার পানিতে যে মি. গ্রা. আর্সেনিক থাকলে তাকে আর্সেনিক দূষণ বলা হয় – ০.০১ মি.গ্রা.।
- বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ১ লিটার পানিতে আর্সেনিকের গ্রহণযোগ্য মাত্রা – ০.০৫ মি. গ্রা/ লিটার
- বাংলাদেশে আর্সেনিক আক্রান্ত জেলা – ৬১টি।
- বাংলাদেশে আর্সেনিক মুক্ত জেলা – ৩টি (খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, বান্দরবান)
- ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশে প্রথম আর্সেনিক সনাক্ত হয় – বড়ঘরিয়া ইউনিয়ন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
- বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত জেলা– গোপালগঞ্জ (পূর্বে ছিল- চাঁদপুর)
- বাংলাদেশে প্রথম আর্সেনিক ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয় – গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে।
- পানি থেকে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক দূর করার কাজে ব্যবহৃত 'সনোফিল্টার' এর উদ্ভাবক – আবুল হুসসাম।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম পানি শোধনাগার - সায়দাবাদ পানি শোধনাগার (২০০২)

ডাক যোগাযোগ

- বাংলাদেশের প্রথম ডাকটিকিটের ডিজাইনার – বিমান মল্লিক।
- ১৯৭১ সালের ২৯ জুলাই মুজিবনগর সরকারের ৮টি স্মারক প্রচারমূলক ডাকটিকেট চালু করা হয়। (১০ পয়সা, ২০ পয়সা, ৫০ পয়সা, ১ টাকা, ২ টাকা, ৩ টাকা, ৫ টাকা, ১০ টাকা)।
- বাংলাদেশের প্রথম স্মারক ডাকটিকিট বিক্রির দায়িত্ব পায় - বাংলাদেশ ফিলাটেলিক এজেন্সি।
- স্বাধীনতার পরে ১৯৭২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে ডাকটিকেট প্রকাশিত হয়– শহিদ মিনারের ছবি সম্মলিত । ***
- শহিদ মিনারের ছবি সম্মিলিত ডাকটিকিটের ডিজাইনার - বিপি চিতনিশ (ডাকটিকিটের মূল্যমান - ২০ পয়সা)**
- ১৯৭২ সালের স্বাধীনতা দিবসের ডাকটিকিটের ডিজাইনার– নিতুন কুন্ডু
- ১৯৭২ সালের বিজয় দিবসের ডাকটিকিটের ডিজাইনার– কে.জি মোস্তফা
- বাংলাদেশের প্রথম পোস্টমাস্টার – মওদুদ আহমেদ।
- বাংলাদেশে প্রথম ডাকঘর চালু হয়– চুয়াডাঙ্গা।

CamScanner

- ডাক জাদুঘর অবস্থিত – জিপিও, গুলিস্তান, ঢাকা।
- ডাক বিভাগের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ একাডেমি অবস্থিত – রাজশাহীতে। ডাক বিভাগের স্লোগান - সেবাই আদর্শ।**
- আগারগাঁও-এ অবস্থিত ডাক ভবনের স্থপতি– কৌশিক বিশ্বাস।

বাংলাদেশের পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা

- বাংলাদেশ সড়ক পরিবহনে নিয়োজিত সরকারি সংস্থা– বিআরটিসি
- ২০১৪ সালের ৩ সেপ্টেম্বর যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে নামকরণ করা হয়– সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
- বিআরটিসি প্রতিষ্ঠিত হয়– ১৯৬১ সালে
- BRTC – Bangladesh Road Transport Corporation
- বাংলাদেশের বৃহত্তম সেতু– পদ্মা সেতু (দৈর্ঘ্য ৬.১৫ কি.মি.)
- বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সেতু– যমুনা সেতু (দৈর্ঘ্য- ৪.৮ কি.মি.)
- বাংলাদেশের একক বৃহত্তম রেলসেতু– যমুনা বহুমুখী রেলসেতু।(দৈর্ঘ্য- ৪.৮ কি.মি.)
- কর্ণফুলী নদীর উপর নির্মিত সেতু– শাহ আমানত সেতু (দৈর্ঘ্য- ৯৫০ মি.)
- পদ্মা নদীর উপর নির্মিত সেতু– লালন শাহ সেতু (দৈর্ঘ্য- ১.৮ কি.মি.)
- রূপসা নদীর উপর নির্মিত সেতু– খানজাহান আলী সেতু (দৈর্ঘ্য- ১৩৬০ মিটার)

রেলপথ

- ১৮৫৩ সালে উপমহাদেশে প্রথম রেল যোগাযোগ চালু করেন– লর্ড ডালহৌসি
- ১৮৫৪ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানি কর্তৃক নির্মিত প্রথম ভারতের রেল লাইন নির্মিত হয়– হাওড়া থেকে হুগলী (চুচুঁড়া) (দৈর্ঘ্য ৩৮ কি.মি.)
- ১৮৬২ সালে বাংলাদেশে প্রথম রেল লাইন স্থাপিত হয়– দর্শনা থেকে কুষ্টিয়া।
- রেলওয়ের সার্বিক সদর দপ্তর ও পূর্বাঞ্চলের সদর দপ্তর– ঢাকা।
- রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলের সদর দপ্তর– রাজশাহী।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম রেলওয়ে স্টেশন– কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন।
- বাংলাদেশ রেলওয়ের সর্ববৃহৎ কারখানা অবস্থিত– সৈয়দপুর, নীলফামারী
- পদ্মা নদীর উপর বাংলাদেশের দীর্ঘতম রেলসেতু– হার্ডিঞ্জ ব্রিজ (১.৮ কি.মি.)
- হার্ডিঞ্জ ব্রিজ নির্মিত হয়– ১৯০৯-১৯১৫ সালের মধ্যে
- ব্রিটিশ সরকার তিন ধরনের গেজের (প্রস্থের) রেলপথ প্রবর্তন করেন– মিটার গেজ, ব্রড গেজ, ন্যারো গেজ
- বাংলাদেশের ব্রডগেজ রেলওয়ে লাইন সবচেয়ে বেশি রয়েছে– রাজশাহী বিভাগে

নৌ পরিবহন

- বাংলাদেশের অভ্যন্তরীন নৌপরিবহন কর্পোরেশন– BIWTC
- Bangladesh Inland Water Transport Corporation (BIWTC) সদর দপ্তর– ঢাকায়
- নদীপথে ঢাকার সাথে সরাসরি যোগাযোগ নেই – রাঙ্গামাটি জেলার
- বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউট অবস্থিত– জলদিয়া, চট্টগ্রাম
- বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন এর বহরে সংযোজিত বাংলাদেশের জাতীয় পতাকাবাহী প্রথম জাহাজ– বাংলার দূত

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স

- প্রতিষ্ঠা – ৪ জানুয়ারি, ১৯৭২।
- প্রতীক – বলাকা (উদীয়মান সূর্যের মধ্যে উড়ন্ত বলাকা)
- প্রতীক বলাকা এর ডিজাইনার – শিল্পী কামরুল হাসান।
- স্লোগান – আকাশে শান্তির নীড় (Your home in the sky)।
- যে মন্ত্রণালয়ের অধীনে – বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
- প্রথম অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট – ৭ মার্চ, ১৯৭২ (চট্টগ্রাম ও সিলেট)।
- প্রথম আন্তর্জাতিক ফ্লাইট – ৪ মার্চ, ১৯৭২ (ঢাকা – লন্ডন – ঢাকা)।
- বিমান বাংলাদেশের এয়ার লাইন্সের সদরদপ্তর – বলাকা ভবন, কুর্মিটোলা, ঢাকা

বাংলাদেশের প্রথম

প্রথম নিয়োগ/নির্বাচিত প্রসঙ্গ

প্রথম প্রেসিডেন্ট, প্রথম সাংবিধানিক প্রধানমন্ত্রী	শেখ মুজিবুর রহমান
প্রথম সাংবিধানিক প্রেসিডেন্ট	আবু সাইদ চৌধুরী
প্রথম প্রধান বিচারপতি	এ এস এম সায়েম
প্রথম নির্বাচন কমিশনার	বিচারপতি মোহাম্মদ ইদ্রিস
প্রথম উপজাতীয় রাষ্ট্রদূত	শরবিন্দু শেখর চাকমা
প্রথম বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর	এ এন হামিদুল্লাহ

বিবিধ প্রথম

প্রথম পাঠাগার	রাজা রামমোহন রায় পাঠাগার
প্রথম নিরক্ষরমুক্ত জেলা	মাগুরা
প্রথম মোবাইল ফোন কোম্পানি	সিটিসেল (১৯৯৩ সালে)
প্রথম টেলিভিশন চালু হয়	১৯৬৪ সালে
প্রথম রঙিন টেলিভিশন চালু হয়	১৯৮০ সালে

প্রথম মহিলা প্রসঙ্গ

প্রথম বাংলা সিনেমার অভিনেত্রী	পূর্ণিমা সেনগুপ্তা
প্রথম মহিলা মুসলিম অভিনেত্রী	বনানী চৌধুরী
প্রথম মহিলা শোর্ড অব অনার লাভ কারী	মারজিয়া ইসলাম
প্রথম মহিলা কূটনীতিবিদ	তাহমিনা হক ডলি
প্রথম মহিলা স্পিকার	ড. শিরিন শারমীন
প্রথম মহিলা বিচারপতি	নাজমুন আরা সুলতানা
প্রথম মহিলা জাতীয় অধ্যাপক	ড. সুফিয়া আহমেদ
প্রথম বাংলাদেশী এভারেস্ট বিজয়ী নারী	নিশাত মজুমদার
প্রথম নারী মেজর**	গীতা গোপিনাথ
প্রথম নারী মেজর জেনারেল	সুসানে গীতি
প্রথম নারী ভাস্কর	নভেরা আহমেদ
প্রথম নারী BGMEA সভাপতি	রুবানা হক

বাংলাদেশের বৃহত্তম

বৃহত্তম গ্রাম	বানিয়াচং (হবিগঞ্জ)
বৃহত্তম জাদুঘর	জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা
বৃহত্তম সিনেমা হল	মনিহার সিনেমা হল, যশোর
বৃহত্তম মসজিদ	বায়তুল মোকাররম মসজিদ
বৃহত্তম মন্দির	ঢাকেশ্বরী মন্দির
বৃহত্তম ঘন্টা	রামু থানার বৌদ্ধবিহার ঘন্টা (কক্সবাজার)
বৃহত্তম অফিস	বাংলাদেশ সচিবালয়
বৃহত্তম স্মৃতিসৌধ	জাতীয় স্মৃতিসৌধ, সাভার

বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ

শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ	ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ
শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী	ড. কুদরত-এ-খুদা
শ্রেষ্ঠ আধুনিক কবি	শামসুর রাহমান
শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি	সুফিয়া কামাল
শ্রেষ্ঠ স্থপতি	এফ আর খান (ফজলুর রহমান খান)
শ্রেষ্ঠ ফুটবলার	যাদুকর সামাদ
শ্রেষ্ঠ সাতারু	ব্রজেন দাস
শ্রেষ্ঠ দাবাড়ু	নিয়াজ মোর্শেদ
শ্রেষ্ঠ মহিলা দাবাড়ু	রানী হামিদ

CamScanner

শ্রেষ্ঠ যাদুকর	জুয়েল আইচ
শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ লেখক	সৈয়দ মুজতবা আলী
শ্রেষ্ঠ কাঠ খোদাই শিল্পী	অনক রায়
শ্রেষ্ঠ ভাস্কর	শামীম শিকদার
শ্রেষ্ঠ কার্টুনিস্ট/ব্যঙ্গ চিত্রশিল্পী	রফিকুন্নবী (রনবী)
শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত সাধক	ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ

বাংলাদেশের জাদুঘর

- বাংলাদেশের প্রথম জাদুঘর 'বরেন্দ্র জাদুঘর' অবস্থিত – রাজশাহী (১৯১০)
- জাতীয় জাদুঘর প্রতিষ্ঠা হয় – শাহবাগ, ঢাকা (১৯১৩ সালে)
- ঢাকা জাদুঘরকে জাতীয় জাদুঘর নামকরণ করা হয়- ১৯৮৩ সালে।
- বিজ্ঞান জাদুঘর, বিমান জাদুঘর অবস্থিত – আগারগাঁও, ঢাকা।
- মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর অবস্থিত – আগারগাঁও, ঢাকা (১৯৯৬ সালে)।
- বাংলাদেশের একমাত্র লোকশিল্প জাদুঘর (জয়নুল চারু ও কারু শিল্প জাদুঘর) অবস্থিত – সোনারগাঁ, নারায়নগঞ্জ। প্রতিষ্ঠা– ১৯৭৫ সালে।
- 'জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর' অবস্থিত - চট্টগ্রাম।
- রেলওয়ে জাদুঘর অবস্থিত– চট্টগ্রাম ও (সৈয়দপুর) নীলফামারী।
- পানি জাদুঘর অবস্থিত - পটুয়াখালী।
- সামরিক জাদুঘর অবস্থিত - বিজয় সরণি, ঢাকা।
- ডাক জাদুঘর অবস্থিত - জিপিও, ঢাকা।
- বাংলাদেশের প্রথম প্রত্নতত্ত্ব যাদুঘর অবস্থিত – ময়নামতি, কুমিল্লা
- 'ক্রিকেট জাদুঘর' অবস্থিত – ঢাকায় (২০০০ সালে)
- জাদুঘরে দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রধানকে বলা হয়– কিউরেটর

Note: *১৯১৩ সালে লর্ড কারমাইকেল শাহবাগের জাতীয় জাদুঘর ঢাকা জাদুঘর নামে প্রতিষ্ঠা করেন।*

■ *১৯৯৬ সালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সেগুনবাগিচায় স্থাপিত হয়, যা ২০১৭ সালে ঢাকা আগারগাঁওয়ে স্থানান্তরিত হয়।*

বাংলাদেশের প্রত্নস্থল

- বাংলার প্রাচীনতম নগর কেন্দ্র– 'উয়ারী বটেশ্বর' অবস্থিত- নরসিংদী
- 'উয়ারী বটেশ্বরের প্রত্নাবশেষ যে সময়কার– ৫০০ খ্রি. পূর্ব অব্দে।
- 'উয়ারী বটেশ্বর সভ্যতা– ২৫০০ বছরের আগের।
- ছাপাংকৃত রৌপ্য মুদ্রার প্রাপ্তিস্থল– উয়ারী বটেশ্বর।
- ১৯৩০ সালে উয়ারী বটেশ্বর প্রথম নজরে আসে– মো. হানিফ পাঠানের
- জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রধান সুফী মোস্তাফিজুর রহমানের উদ্যোগে খনন কাজ শুরু হয়– ২০০০ সালে

স্থানের নাম	বিশেষ তথ্য
পাহাড়পুর	✓ একক বৃহত্তম বৌদ্ধ বিহার। ✓ পূর্বনাম- সোমপুর বিহার। নির্মাতা – ধর্মপাল ✓ নিদর্শন- পাল যুগের বৌদ্ধ সভ্যতার। ✓ অবস্থিত– নওগাঁ জেলার আত্রাই নদীর তীরে ✓ সত্য পীরের ভিটা অবস্থিত।
ময়নামতি	✓ দেশের ১ম প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর (১৯৫৫) ✓ পূর্বনাম- রোহিতগিরি, বৌদ্ধ সভ্যতার স্মৃতি নির্দশন ✓ বর্তমান শালবন বিহার নামে পরিচিতি। ✓ নির্মাতা- দেবপাল,পাল যুগের দেব বংশীয় নিদর্শন ✓ অবস্থিত- কুমিল্লা জেলার কোটবাড়ীতে। ✓ স্থাপনা- শালবন বিহার, আনন্দ বিহার, ভোজ বিহার, লালমাই পাহাড়, কুটিলামুড়া, রূপবানমুড়া
সোনারগাঁও	অবস্থিত নারায়ণগঞ্জ, পূর্ব নাম- সুবর্ণগ্রাম। নামকরণ- ঈসাখাঁর স্ত্রী সোনাবিবির নামানুসারে। দর্শনীয় স্থান– পাঁচবিবির মাজার, পাঁচ পীরের মাজার, সোনাবিবির মাজার, গিয়াস উদ্দিন আজম শাহের মাজার, গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড, পানাম নগর, বাংলার তাজমহল। উনিশ শতকে উচ্চবিত্ত ব্যবসায়ীদের বাসস্থান ছিল– পানাম নগরী, সোনারগাঁও।

- বিক্রমপুরী বিহার পাওয়া গেছে– বজ্রযোগিণী গ্রাম, মুন্সিগঞ্জ।
- বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ পোড়ামাটির ফলকচিত্র রয়েছে– নওগাঁর পাহাড়পুরে
- যে প্রত্নস্থান থেকে সবচেয়ে বেশি পাথরের ভাস্কর্য পাওয়া যায়– পাহাড়পুর।
- সম্প্রতি যে স্থানে বৌদ্ধ বিহারের সন্ধান পাওয়া গেছে– মুন্সিগঞ্জে।
- ভারতের বিহারের অচিন্তকে চিহ্নিত হয়েছে তার নাম– বিক্রমশীল মহাবিহার
- কান্তজীউ মন্দির বা কান্তজীর মন্দির অবস্থিত– কাহারোল, দিনাজপুর।
- কান্তজীউ মন্দির গাত্রের রিলিফ ভাস্কর্যগুলো রচিত হয়েছে– পোড়ামাটির ফলকে
- গুরুদুয়ারা শিখ মন্দির অবস্থিত– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
- সুলতানি আমলের সবচেয়ে বড় মধ্যযুগীয় মসজিদ– ষাটগম্বুজ মসজিদ।
- টেরাকোটার জন্য বিখ্যাত– রাজশাহীর বাঘা মসজিদ।
- মুঘল আমলের ঢাকা শহরের প্রাচীনতম মসজিদ– আওলাদ হোসেন লেনের জামে মসজিদ।
- ঢাকার বিখ্যাত তারা মসজিদ তৈরি করেন– মির্জা গোলাম পীর।
- সপ্তদশ শতাব্দিতে নির্মিত ঢাকার মোহাম্মদপুরে অবস্থিত সাত গম্বুজ মসজিদের গম্বুজের সংখ্যা– ৭টি। কিন্তু ষাট গম্বুজ মসজিদ– বাগেরহাট।
- সুলতানি আমলে নির্মিত ঢাকা নারিন্দায় অবস্থিত– বিনত বিবির মসজিদ।
- ১৬৭৬ সালে ঢাকার চকবাজার শাহী মসজিদ নির্মান করে– শায়েস্তা খাঁ।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সাথে জড়িত কমনওয়েলথ সমাধি– কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম।
- ঢাকার হোসেনী দালানের নির্মাতা– মীর মুরাদ।
- লালবাগ দুর্গের অভ্যন্তরে সমাধি রয়েছে– পরি বিবি/ইরান দুখত।
- ১৮৭২ সালে ঢাকার আহসান মঞ্জিল নির্মাণ করেন– নবাব আব্দুল গণি।
- ১৭৩৪ সালে রাজা দয়ারাম রায় নির্মাণ করেন– উত্তরা গণভবন, নাটোর।
- ১৯৭২ সালে এই রাজবাড়ির নাম 'উত্তরা গণভবন' করেন– শেখ মুজিব।
- রানী ভবানীর রাজবাড়ী অবস্থিত– নাটোর।
- বালিয়াটি জমিদার বাড়ি অবস্থিত– সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ।
- রাজশাহী অঞ্চলের সর্বপ্রাচীন ইমারত– বড়কুঠি (এটি ওলন্দাজদের ব্যবসা কেন্দ্র ছিল) যা অষ্টাদশ শতাব্দির প্রথমে নির্মিত হয় বলে ধারণা করা হয়।
- লালবাগ কেল্লা অবস্থিত ঢাকায় কিন্তু লাল কেল্লা অবস্থিত– দিল্লী, ভারত।
- সোনাকান্দা জলদুর্গ অবস্থিত– শীতলক্ষ্যা নদীর পূর্ব তীরে, নারায়ণগঞ্জ।
- ঢাকার চকবাজারে 'বড় কাটরা' নির্মাণ করেন– মুঘল সুবেদার শাহ সুজা।
- ঢাকার চকবাজারে 'ছোট কাটরা' নির্মাণ করেন– মুঘল সুবেদার শায়েস্তা খাঁ

বাংলাদেশের শিল্প ও সংস্কৃতি

- বাংলাদেশের সুর সম্রাট বলা হয় – ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁকে।
- বাংলাদেশের বাউল সম্রাট বলা হয় – লালন ফকিরকে।
- বাংলাদেশের মরমী কবি নামে পরিচিত – হাছন রাজা।
- বাংলা টপ্পা গানের জনক – নিধু বাবু বা রামনিধি গুপ্ত।
- মাটির পুরুষ, ভাটির পুরুষ বলা হয় – শাহ আব্দুল করিমকে।
- বাংলার পপ সম্রাট বলা হয় - আজম খানকে।
- শাক্ত গীতাবলির জনক– রাম প্রসাদ সেন।

গান	অঞ্চল
গম্ভীরা	চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী
ভাওয়াইয়া গান	রংপুর, রাজশাহী
চটকা	রংপুর
ভাটিয়ালি, ঘাটু গান	ময়মনসিংহ ও সিলেট
সারি গান	সিলেট, ময়মনসিংহ
মাইজভান্ডারি, সাম্পানের গান	চট্টগ্রাম

CamScanner

নৃত্য	অঞ্চল
গম্ভীরা নৃত্য	চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী
ঝুমুর নৃত্য	রাজশাহী ও রংপুর
জারি নৃত্য	ঢাকা ও ময়মনসিংহ
মনিপুরী নৃত্য	সিলেট
বল নৃত্য, ধুপ নৃত্য	যশোর অঞ্চল

লালন ফকির

- জন্ম– ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে ঝিনাইদহ জেলার হরিশপুর গ্রামে।
- পরিচিতি– মানবতাবাদী মরমী কবি, বাউল সম্রাট, আধ্যাত্মিক ভাবধারার গানের রচয়িতা।

লালনের বিখ্যাত গান:

- সময় গেলে সাধন হবে না....., ▪ খাঁচার ভিতর অচিন পাখি.....
- জাত গেল জাত গেল বলে.., ▪সত্য বল সুপথে চল ওরে আমার মন..
- আমার ঘরের চাবি পরের হাতে কেমনে খুলিয়ে সে ধন দেখব.....
- আমি অপার হয়ে বসে আছি, ওহে দয়াময় পাড়ে লয়ে যাও আমায়...
- আমার বাড়ির কাছে আরশী নগর, এক পরশী বসত করে

দেওয়ান হাসন রাজা

- জন্ম– ১৮৫৪ সালে, সুনামগঞ্জে। হাসনকে বলা হয়– মরমি কবি।

তাঁর বিখ্যাত গান:

- লোকে বলে, বলে রে, ঘর বাড়ি ভালা নাই আমার.....
- মাটির পিঞ্জিরার মাঝে বন্দী হইয়ারে.....
- নিশা লাগিল রে, বাঁকা দু'নয়নে নিশা লাগিলো রে.....

শাহ আবদুল করিম

- পরিচিতি– তিনি বাউল সম্রাট হিসেবে পরিচিত।
- ভাটির পুরুষ, মাটির পুরষ বলা হয়– শাহ আবদুল করিমকে।

শাহ আবদুল করিমের বিখ্যাত গান:

- গাড়ি চলে না, চলে না, চলে না রে.....
- আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম.....
- বন্দে মায়া লাগাইছে, পিরিতি শিক্ষাইছে.....
- কেন পিরিতি বাড়াইলারে বন্ধু ছেড়ে যাইবা যদি.....
- পরানের বান্ধবরে বুড়ি হইলাম... শিল্পী– শেখ ওয়াহিদুর রহমান
- এইযে দুনিয়া কিসের ও লাগিয়া... শিল্পী– আব্দুল আলীম।
- ও কি গাড়িয়াল ভাই... গানটি যে ধরনের– ভাওয়াইয়া।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন

- বাংলাদেশের জাতীয়, শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী – জয়নুল আবেদীন (উপাধি-শিল্পচার্য) তাঁর চিত্রকর্ম গুলো (ম্যাডোনা- ৪৩, মনপুরা– ৭০, গাঁয়ের বধূ, সংগ্রাম, মইটানা, নবান্ন, বিদ্রোহী গরু, নৌকা, বীরমুক্তিযোদ্ধা, গরুর গাড়ি, দুমকার ছবি, প্রসাধন, পাইন্যার মা, দুর্ভিক্ষ, দুই মুখ, সাঁওতাল রমনী, মই দেয়া (জল রং) ইত্যাদি।
- ১৯৪৩ সালে বাংলার দুর্ভিক্ষের ছবি এঁকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন (ম্যাডোনা-৪৩)।
- ১৯৭০ সালে মনপুরায় ঘূর্ণিঝড়ের উপরে অঙ্কিত চিত্রকর্ম– মনপুরা-৭০ (জয়নুল আবেদীন অঙ্কন করেন ১৯৭৪ সালে)
- ঢাবির চারুকলা ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা – জয়নুল আবেদীন।
- জয়নুল সংগ্রহশালা অবস্থিত – পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের তীরে, ময়মনসিংহ।
- শ্রমজীবী মানুষের জীবন সংগ্রামের চিত্র ক্যানভাসের তেলরং অঙ্কিত চিত্রকর্ম – সংগ্রাম। ৬০ ফুট দীর্ঘ স্ক্রল চিত্রকর্ম – নবান্ন।
- মৃত্যুর কয়েকদিন আগে ঢাকার পিজি হাসপাতালে শুয়ে শেষ চিত্রকর্ম অঙ্কন করেন – দুই মুখ।
- ঢাবি'র চারুকলা ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা – জয়নুল আবেদীন।
- জয়নুল সংগ্রহশালা অবস্থিত– পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের তীরে, ময়মনসিংহ

কামরুল হাসান (১৯২১-১৯৮৮ খ্রি.)

- কামরুল হাসান পটুয়া নামে খ্যাত। তিনি তরুণ বয়সেই ব্রতচারী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ব্রতচারী আন্দোলনে খাঁটি বাঙালি গড়ে তোলার জন্য 'মুকুলফৌজ' নামে শিশুকিশোর সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন
- জাতীয় পতাকা ও জাতীয় প্রতীকের ডিজাইনার– কামরুল হাসান।
- তাঁর বিখ্যাত চিত্রকর্ম– তিন কন্যা, নাইওর, রায়বেঁশে নৃত্য, বাংলার রূপ, উঁকি দেয়া, জেলে, প্যাঁচা, শিয়াল, বাংলাদেশ, গণহত্যার আগে ও পরে।
- ১৯৮৮ সালে তিনি স্বৈরশাসক হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে ব্যঙ্গ করে পোস্টারটির স্কেচ আঁকেন– দেশ আজ বিশ্ব বেহায়ার খপ্পরে
- স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন সময়ে জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে ব্যঙ্গ করে তার মুখের স্কেচ আঁকেন– "এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে (Annihilate These Demons)।
- ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল প্রবাসী সরকার গঠিত হলে তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের অধীনে গড়ে তোলেন- আর্ট ও ডিজাইন সেন্টার।
- 'তিন কন্যা' চলচ্চিত্রের পরিচালক - সত্যজিৎ রায় (১৯৬১ সাল)।
- বাংলাদেশের পতাকা, প্রতীক, বিমানের প্রতীক বলাকা, সংসদের প্রতীক শাপলা ও বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের মনোগ্রাম অঙ্কন করেন– কামরুল হাসান।

এস এম সুলতান

- জন্ম – নড়াইলে, ডাকনাম - লালমিয়া।
- চিত্রকলার আবহমান বাংলার মানুষের রূপকার– এস এম সুলতান।
- বিখ্যাত চিত্রকর্ম– হত্যাযজ্ঞ, চরদখল, প্রথম বৃক্ষ রোপণ, মাটি কাটা, ধান মাড়াই, যাত্রী, পৃথিবীর মানচিত্র ইত্যাদি।
- তাঁর বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান– নন্দন কানন, শিশুস্বর্গ, চারুপীঠ, অবস্থিত – নড়াইল
- বিখ্যাত চিত্রকর্ম– হত্যাযজ্ঞ, চরদখল *(বোর্ডের উপর তেলরং)*, জমি কর্ষণ, প্রথম বৃক্ষরোপণ (First Tree Plantation), মাটি কাটা ধান মাড়াই, যাত্রী, পৃথিবীর মানচিত্র ইত্যাদি।
- শিল্পকলায় গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার তাকে প্রদান করেন – রেসিডেন্ট আর্টিস্টের সম্মান।
- এসএম সুলতানকে নিয়ে তৈরি চলচ্চিত্র - আদম সুরত (পরিচালক তারেক মাসুদ)

অন্যান্য চিত্র শিল্পী

শাহাবুদ্দিন আহমেদ	বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী যিনি মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেন– প্লাটুন কমান্ডার হিসেবে। চিত্রকলায় অসামান্য অবদানের জন্য ফরাসি সরকার তাকে সম্মানে ভূষিত করেন– Knight in the order of Fine Arts and Humanities.
সফিউদ্দিন আহমেদ	জনক বলা হয়– বাংলাদেশের আধুনিক ছাপচিত্রের। তাঁর বিখ্যাত চিত্রকর্মগুলো– জলের নিনাদ, মেলার পথে
মর্তুজা বশীর	চিত্রশিল্পী, লেখক ও ভাষা আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী তিনি পুত্র ছিলেন– ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর। বাংলাদেশের স্বাধিকার সংগ্রামকে মনে রেখে এঁকেছেন– এপিটাফ সিরিজ।
মুস্তাফা মনোয়ার	দ্বিতীয় সাফ গেমসের প্রতীক 'মিশুক' নির্মাণ এবং ঢাকা কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের পিছনে লাল রঙের সূর্যের প্রতিরূপ স্থাপনায় তাঁর সৃজনশীল প্রতিভার পরিচয় মেলে দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন ভাষায় নির্মিত– একটি শিক্ষামূলক কার্টুন 'মীনা' এর স্রষ্টা।

CamScanner

বাংলাদেশের স্থাপত্য কর্ম

স্থাপত্যকর্ম	অবস্থান	স্থপতি
সাবাস বাংলাদেশ	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	নিতুন কুন্ডু
বায়তুল মোকাররম	পুরানা পল্টন	আবুল হোসেন মোহাম্মদ থারিয়ানী
কমলাপুর রেল স্টেশন	কমলাপুর, ঢাকা	বব বুই
শাপলা চত্বর	মতিঝিল	আজিজুল জলিল পাশা
শাহ জালাল বিমান বন্দর	কুর্মিটোলা, ঢাকা	লারোস
সার্ক ফুয়ারা	কাওরান বাজার	নিতুন কুণ্ডু
চারুকলা ও শহিদ বুদ্ধিজীবী সমাধি সৌধ	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	মাজহারুল ইসলাম

- 'শিখা চিরন্তন' অবস্থিত– সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে
- 'শিখা অনির্বাণ' অবস্থিত– ঢাকা সেনানিবাসে
- 'নভোথিয়েটার' এর স্থপতি– আলী ইমাম
- রক্তসোপান অবস্থিত- গাজীপুরের রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাস
- বিজয়গাঁথা অবস্থিত- রংপুর সেনানিবাসে অবস্থিত।

স্থাপত্য শিল্পী

নভেরা আহমেদ	**পরিচিতি–** বাংলাদেশের প্রথম মহিলা ভাস্কর এবং আধুনিক ভাস্কর্য শিল্পের পথিকৃৎ। **তাঁর উত্থান–** পঞ্চাশের দশকের মধ্যভাগ থেকে ষাটের দশকের প্রারম্ভে **তাঁর উল্লেখযোগ্য–** চাইল্ড ফিলোসফার, ইকারুস, জেব্রা ক্রসিং, এক্সটার্মিনেটিং এঞ্জেল, যুগল ও পরিবার (অপর নাম- কাউ উইথ টু ফিগারস)
শামীম শিকদার***	**পরিচিতি–** বাংলাদেশের খ্যাতনামা মহিলা ভাস্কর **জন্ম–** ১৯৫২ চিংগাশপুর গ্রাম, মহাস্থানগড়, বগুড়া। **তাঁর অমর ভাস্কর্য-** ১. 'স্বোপার্জিত স্বাধীনতা' ২.'স্বাধীনতা সংগ্রাম' ৩. জগন্নাথ হলে স্বামী বিবেকানন্দের ভাস্কর্য ৪. স্ট্রাগলিং ফোর্স ৫. একটি মধুর স্বপ্ন
নিতুন কুণ্ডু	**পরিচিতি–** বিখ্যাত ভাস্কর, চিত্রশিল্পী এবং নকশাবিদ **তাঁর অমর কীর্তি-** রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ভাস্কর্য 'সাবাস বাংলাদেশ'। **তাঁর শিল্পকর্ম-** ঢাকার কাওরানবাজারের 'সার্ক ফোয়ারা' এবং 'ঢাকার হাইকোর্ট সংলগ্ন 'কদম ফোয়ারা'।
হামিদুজ্জামান খান	**ভাস্কর্যগুলো–** বঙ্গভবনের 'পাখি পরিবার', ১৯৮৮ সালে সিউল অলিম্পিকের 'স্টেপস' (সিঁড়ি) এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্মারক ভাস্কর্য 'সংশপ্তক'*
মৃণাল হক***	**উল্লেখযোগ্য ভাস্কর্য–** রাজারবাগ পুলিশ লাইনে 'দুর্জয়', মতিঝিলে 'বক', ইস্কাটনে পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ের সামনে 'কোতোয়াল', ধানমন্ডির ২৭ নম্বর সড়কে 'ইস্পাতের কান্না', ফুলবাড়িয়ায় 'প্রত্যাশা'। **২০০৩ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার সুবর্ণজয়ন্তী (৫০ বছর পূর্তি) উপলক্ষে নির্মিত হয়-** 'গোল্ডেন জুবিলি টাওয়ার'। **ঢাকা মহানগরীর ৪০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে–** কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ'র হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনে নির্মাণ করা হয় – 'রাজসিক বিহার'।

আধুনিক গান ও দেশাত্মবোধক গান

গান	গীতিকার/সুরকার/শিল্পী
জন্ম আমার ধন্য হলো মাগো....	গীতিকার- নয়ীম গহর সুরকার- আমজাদ রহমান শিল্পী- সাবিনা ইয়াসমিন
আমি বাংলার গান গাই.....	গীতিকার, সুরকার ও প্রথম শিল্পী- প্রতুল মুখোপাধ্যায় বর্তমান শিল্পী- মাহমুদুজ্জামান বাবু
আমার দেশের মাটির গন্ধে ভরে আছে সারা মন.....	গীতিকার- মো. মনিরুজ্জামান শিল্পী- শাহনাজ রহমতুল্লাহ
একবার যেতে দেনা আমার ছোট্ট সোনার গাঁয়.....	গীতিকার- গাজী মাজহারুল আনোয়ার শিল্পী- শাহনাজ রহমতুল্লাহ
ধন ধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা....	গীতিকার ও সুরকার- দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
সালাম সালাম হাজার সালাম.	গীতিকার- ফজল এ খোদা শিল্পী- আব্দুল জাব্বার
মানুষ মানুষের জন্য.....	গীতিকার ও শিল্পী- ভূপেন হাজারিকা
কফি হাউজের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই...	গীতিকার- গৌরি প্রসন্ন মজুমদার শিল্পী- মান্না দে (প্রকৃতনাম- প্রবোধ চন্দ্র)

চলচ্চিত্র

- সর্বপ্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন – লুমিয়ার ব্রাদার্স (USA, ১৮৯৫ সালে)
- উপমহাদেশের চলচ্চিত্রের জনক – হীরালাল সেন (তাঁর পরিচালিত বিখ্যাত চলচ্চিত্র – আলিবাবা ও চল্লিশ চোর)
- বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের জনক– আব্দুল জব্বার খান (তাঁর পরিচালিত বিখ্যাত চলচ্চিত্র– মুখ ও মুখোশ। এটি বাংলাদেশের প্রথম সবাক চলচ্চিত্র)
- উপমহাদেশের প্রথম মুসলিম চলচ্চিত্রকার – কাজী নজরুল ইসলাম।
- বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকার – জহির রায়হান।
- উপমহাদেশের প্রথম নির্বাক চলচ্চিত্র– জামাই ষষ্ঠী (পরিচালক– অমর চৌধুরী)
- বাংলাদেশের প্রথম চলচ্চিত্র – মুখ ও মুখোশ (১৯৫৬)
- বাংলাদেশের প্রথম রঙ্গিন চলচ্চিত্র– সঙ্গম (জহির রায়হান)
- কাজী নজরুল ইসলাম যে চলচ্চিত্রের পরিচালক ছিলেন – ধুপছায়া।
- কাজী নজরুল ইসলাম যে চলচ্চিত্রের অভিনয় করেন – ধ্রুব।
- জহির রায়হানের চলচ্চিত্র – জীবন থেকে নেয়া, কাঁচের দেয়াল, আনোয়ারা, সোনার কাজল, বেহুলা, সঙ্গম, স্টপ জেনোসাইড, লেট দেয়ার বি লাইট
- তারেক মাসুদের চলচ্চিত্র– মুক্তির গান, মুক্তির কথা, মাটির ময়না, কাগজের ফুল, রানওয়ে, অন্তর্যাত্রা, নর সুন্দর, আদম সুরত।
- সত্যজিৎ রায়ের বিখ্যাত চলচ্চিত্র- পথের পাঁচালি,অশনি সংকেত, হিরোক রাজার দেশে, অপুর সংসার, অপরাজিত, তিন কন্যা, গণশত্রু, চারুলতা।
- ১৯৯২ সালে পথের পাঁচালি চলচ্চিত্রের জন্য উপমহাদেশের প্রথম ব্যক্তি হিসাবে অস্কার পুরস্কার লাভ করেন – সত্যজিৎ রায়।
- ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্র– সুবর্ণ রেখা, মেঘে ঢাকা তারা, কোমল গান্ধার।
- হুমায়ুন আহমেদের বিখ্যাত চলচ্চিত্র – আগুনের পরশমণি, শ্যামল ছায়া, আমার আছে জল এবং শেষ চলচ্চিত্র– ঘেটুপুত্র কমলা
- তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসের লেখক– অদ্বৈত মল্লবর্মন, কিন্তু চলচ্চিত্রের পরিচালক– ঋত্বিক ঘটক
- বাঘা বাঙালি চলচ্চিত্রের পরিচালক– আনন্দ
- মাস্টারদা সূর্য সেনের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের কাহিনী নিয়ে নির্মিত 'চিটাগং' এর পরিচালক– দেবব্রত পাইন।
- ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের কাহিনী নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্র 'চিত্রা নদীর পাড়ে' এর পরিচালক– তানভীর মোকাম্মেল।
- লালন ফকিরের জীবনী অবলম্বনে নির্মিত 'মনের মানুষ' এর পরিচালক– গৌতম ঘোষ।

CamScanner

- 'পদ্মা নদীর মাঝি' চলচ্চিত্রের পরিচালক– গৌতম ঘোষ।

Note: তারেক মাসুদ কাগজের ফুল চলচ্চিত্রের লোকেশন খুঁজতে গিয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন– মানিকগঞ্জে।

পত্র পত্রিকা

- উপমহাদেশের প্রথম সংবাদপত্র হলো– বেঙ্গল গেজেট।
- উপমহাদেশের প্রথম সাময়িক/ মাসিক বাংলা পত্রিকার নাম – দিকদর্শন।
- উপমহাদেশের প্রথম সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকার নাম – সমাচার দর্পণ।
- উপমহাদেশের প্রথম দৈনিক বাংলা পত্রিকার নাম – সংবাদ প্রভাকর।
- বর্তমান বাংলাদেশ অঞ্চলের ১ম পত্রিকা – রংপুর বার্তা (১৮৪৭)।
- ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম পত্রিকা- ঢাকা প্রকাশ (১৮৬১)।
- বাংলা ভাষা-ভাষী অঞ্চলের বাইরে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্রের নাম– দেশবার্তা (ইংল্যান্ডের লন্ডন থেকে)।
- জাপান থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকার নাম– মানচিত্র।
- কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত পত্রিকা হলো – ধূমকেতু, লাঙ্গল, নবযুগ।
- কুষ্টিয়ার কুমারখালী থেকে প্রকাশিত পত্রিকা– গ্রাম বার্তা।
- চলিত বা কথ্য রীতির প্রথম মুখপত্র– সবুজ পত্র।
- বুদ্ধির মুক্তির আন্দোলনের সাথে জড়িত 'শিখা পত্রিকার' শ্লোগান ছিল– জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।
- বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সংবাদ পত্র– সমাচার দর্পণ।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে পত্রিকাটিতে অভিনন্দন বাণী পাঠান– ধূমকেতু।

পত্রিকা	প্রকাশকাল	সম্পাদক
বেঙ্গল গেজেট	১৭৮০	জেমস অগাস্টাস হিকি
দিকদর্শন, সমাচার দর্পণ	১৮১৮	জন ক্লার্ক মার্শম্যান
মিরাতুল আখবার	১৮২২	রাজা রামমোহন রায়
সংবাদ প্রভাকর	১৮৩১	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
তত্ত্ববোধিনী	১৮৪৩	অক্ষয় কুমার দত্ত
ঢাকা প্রকাশ	১৮৬১	কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার
গ্রামবার্তা	১৮৬৩	কাঙ্গাল হরিনাথ
বঙ্গদর্শন	১৮৭২	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সাধনা	১৮৯১	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
মিহির	১৮৯২	শেখ আব্দুর রহিম
সবুজপত্র	১৯১৪	প্রমথ চৌধুরী
সওগাত	১৯১৮	মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন
কল্লোল	১৯২৩	দীনেশরঞ্জন দাস
শনিবারের চিঠি	১৯২৪	সজনীকান্ত দাস
দৈনিক আজাদ	১৯৩৬	মাওলানা আকরম খাঁ
বেগম	১৯৪৭	নূরজাহান বেগম
লোকায়েত	১৯৮২	এ কে ফজলুল হক

বিখ্যাত ব্যক্তিদের পৈতৃক নিবাস

নাম	পৈতৃক নিবাস	নাম	পৈতৃক নিবাস
অমর্ত্য সেন	মানিকগঞ্জ	অতীশ দীপংকর	মুন্সিগঞ্জ
হীরালাল সেন	মানিকগঞ্জ	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	মাদারীপুর
সত্যজিৎ রায়	কিশোরগঞ্জ	ব্রজেন দাস	মুন্সিগঞ্জ
সরোজিনী নাইডু	মুন্সিগঞ্জ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	খুলনা

বাংলাদেশে অবস্থিত প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার

নাম	অবস্থান	নাম	অবস্থান
হুলুদ বিহার	নওগাঁ	আনন্দ বিহার, শালবন বিহার ভোজ বিহার	কুমিল্লার ময়নামতি
সোমপুর বিহার বা পাহাড়পুর বিহার	নওগাঁ	সীতাকোট বিহার	দিনাজপুর
জগদ্দল বিহার	নওগাঁ	রাজবন বৌদ্ধ বিহার	রাঙ্গামাটি
মহামুনি বিহার	চট্টগ্রামের রাউজানে	ভাসু বিহার	বগুড়ার মহাস্থানগড়
শাক্যমনি বিহার	মিরপুর, ঢাকা		

(বাংলাদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান)

বাংলা একাডেমি

- ভাষা আন্দোলনের ফলে সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান- বাংলা একাডেমি।
- প্রতিষ্ঠা – ৩ ডিসেম্বর ১৯৫৫ সাল (১৩৬২ বঙ্গাব্দ)।
- মূল ভবনের পূর্বনাম – বর্ধমান হাউজ। স্বপ্নদ্রষ্টা – ড. মু. শহীদুল্লাহ।
- প্রথম পরিচালক – ড. মুহম্মদ এনামুল হক।
- প্রথম মহাপরিচালক – ড. মাযহারুল ইসলাম।
- বাংলা একাডেমি পুরস্কার চালু – ১৯৬০ সালে।
- বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে বই মেলা শুরু হয় – ১৯৭৮ সালে।
- বাংলা একাডেমি অবস্থিত ভাস্কর্য – মোদের গরব (স্থপতি – অখিল পাল)
- এছাড়াও অবস্থিত– নজরুল মঞ্চ, রবীন্দ্র মঞ্চ ও রোকেয়া মঞ্চ।
- বাংলা একাডেমি রবীন্দ্র পুরস্কার চালু করে– ২০১০ সালে।

বাংলা একাডেমি প্রকাশিত পত্রিকা

পত্রিকার নাম	ধরণ
উত্তরাধিকার	সৃজনশীল মাসিক
ধান-শালিকের দেশ	ত্রৈমাসিক কিশোর পত্রিকা
লেখা	বাংলা একাডেমির মাসিক মুখপত্র

এশিয়াটিক সোসাইটি

- প্রতিষ্ঠা – ১৭৮৪ সালে।
- প্রতিষ্ঠাতা – উইলিয়াম জোন্স।
- এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা– ১৯৫২ সালে।
- বাংলাপিডিয়ার প্রকাশক – এশিয়াটিক সোসাইটি (২০০৩)**

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি : (BARD)

- পূর্ণরূপ – Bangladesh Academy for Rural Development.
- প্রতিষ্ঠা – ১৯৫৯ সালে (একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান)।
- প্রতিষ্ঠাতা – আখতার হামিদ খান।**
- অবস্থান – কোটবাড়ী, কুমিল্লা।*

ECNEC (একনেক)

- পূর্ণরূপ- Executive Committee of the National Economic Council (জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি) - একনেক
- প্রতিষ্ঠা-১৯৮২, সভাপতি- প্রধানমন্ত্রী অথবা সমমর্যাদার কেউ।
- বিকল্প সভাপতি- অর্থমন্ত্রী, নিয়মিত বৈঠক হয় - মঙ্গলবার।
- বৈঠক হয়- আগারগাঁওয়ের পরিকল্পনা কমিশন ভবনে।
- উন্নয়নশীল প্রকল্প অনুমোদিত হয়– একনেকে।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম প্রকল্প পাস হয়– একনেকে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

- প্রতিষ্ঠা- ৯ ডিসেম্বর, ২০০৭। যাত্রা শুরু- ১ ডিসেম্বর, ২০০৮।
- জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ দেয়- রাষ্ট্রপতি।
- প্রথম চেয়ারম্যান- বিচারপতি আমিরুল কবীর চৌধুরী।

ব্র্যাক (BRAC)

- পূর্ণরূপ – Bangladesh Rural Advancement Committee.
- প্রতিষ্ঠা – ১৯৭২ সালে (বিশ্বের সবচেয়ে বড় NGO ব্র্যাক)।
- প্রতিষ্ঠাতা– স্যার ফজলে হাসান আবেদ।

Note: গুরুত্বপূর্ণ ৪ জন বাঙালি 'নাইট' উপাধি লাভ, তাঁরা হলেন (i) রবীন্দ্রনাথ (১৯১৫), (ii) জগদীশচন্দ্র বসু (১৯১৬) (iii) ফজলে হাসান আবেদ (২০১০), (iv) আখলাকুর রহমান (২০১৭)।

CamScanner

BIRDEM (বারডেম)

- BIRDEM – Bangladesh Institute of Research Rehabilitation in Diabetes, Endocrine and Metabolic Disorders. বারডেমকে বলা হয়– বহুমূত্র সমিতি**
- প্রতিষ্ঠা– ১৯৮০ সালে (শাহবাগ)
- প্রতিষ্ঠাতা– মোহাম্মদ ইব্রাহিম**

অন্যান্য প্রতিষ্ঠান (খুবই গুরুত্বপূর্ণ)

- বাংলাদেশ মসলা গবেষণা কেন্দ্র অবস্থিত – বগুড়ার মহাস্থানগড়।
- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট অবস্থিত – সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
- বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি কেন্দ্র অবস্থিত – সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
- জনসংখ্যা গবেষণা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান 'নিপোর্ট' (NIPORT) অবস্থিত- আজিমপুর, ঢাকা।
- ব্যবসায়ীদের সবচেয়ে বড় সংগঠন হলো – এফবিসিসিআই (FBCCI)।
- গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠানগুলোর সবচেয়ে বড় সংগঠন হলো– BGMEA
- বাংলাদেশের বৃহত্তম প্রকল্প পাস হয়– একনেক (ECNEC) এ।
- তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা হয় – ১ জুলাই, ২০০৯ সালে।

অন্যান্য প্রসঙ্গ

- 'বাংলাদেশ ভ্যালি' অবস্থিত – লাইবেরিয়ায়।
- বাংলাদেশ ভবন অবস্থিত- বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত।
- 'বাংলাদেশ সড়ক' অবস্থিত – আইভরিকোস্ট।
- 'লিটল বাংলাদেশ' অবস্থিত – লস এঞ্জেলস, যুক্তরাষ্ট্র।
- 'মিনি বাংলাদেশ' অবস্থিত– সিঙ্গাপুর।
- 'বাংলা টাউন' অবস্থিত– লন্ডন, যুক্তরাজ্য।
- বাংলাদেশে আগমনকারী প্রথম বিদেশী প্রধানমন্ত্রী– ভারতের ইন্দিরা গান্ধী (১৭ মার্চ, ১৯৭২)।
- জাতিসংঘের যে মহাসচিব প্রথম বাংলাদেশে আগমন করেন- কূট ওয়ার্ল্ড হেইম, ১৯৭৩ সাল (অস্ট্রিয়া)।
- বাংলাদেশে আগমনকারী প্রথম মার্কিন প্রেসিডেন্ট– বিল ক্লিনটন।
- 'রূপসী বাংলাদেশ' বলা হয় যে এলাকাকে– সোনারগাঁয়ের জাদুঘর এলাকাকে।
- বাংলাদেশের যে এলাকাকে 'মিনি বাংলাদেশ' বলা হয় – সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জ।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ

- বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে – ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর (২৯ তম অধিবেশনে) ১৩৬ তম দেশ হিসেবে
- শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘে প্রথম বাংলায় ভাষণ দেয় – ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর (২৯ তম অধিবেশনে)
- বাংলাদেশ প্রথম যে আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য পদ লাভ করে – কমনওয়েলথ (১৮ এপ্রিল, ১৯৭২) ৩২তম দেশ হিসেবে।
- বাংলাদেশ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সভাপতিত্ব করেন – হুমায়ন রশিদ চৌধুরী – ১৯৮৬ সালে, ৪১ তম অধিবেশনে
- বাংলাদেশ এ পর্যন্ত নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হয় – ২বার (১৯৭৯-৮০) (১৯৯৯-২০০০)।
- বাংলাদেশ নিরাপত্তা পরিষদে সভাপতিত্ব করে- ২ বার (২০০০ সালের মার্চ মাস ও ২০০১ সালের জুন মাস)।
- বাংলাদেশ ১৯৮৮ সালে ইরাক-ইরানের UNIIMOG শান্তিরক্ষী মিশনে প্রথম সৈন্য প্রেরণ করে- ১৫ জন।
- ১৯৭৩ সালে ন্যামের সদস্য পদ লাভ করলে বঙ্গবন্ধু ৪র্থ ন্যাম সম্মেলনে যোগদান করতে যান- আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সে
- বাংলাদেশ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার যে আঞ্চলিক জোটের সদস্যপদ লাভে আগ্রহী – ASEAN।
- যে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সদরদপ্তর বাংলাদেশের ঢাকায় অবস্থিত– BIMSTEC, CIRDAP, ICDDR'B, সার্ক আবহাওয়া গবেষণা কেন্দ্র, সার্ক কৃষি তথ্য কেন্দ্র, আন্তর্জাতিক পাট গবেষণা কেন্দ্র।
- বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক আছে কিন্তু কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই যে দেশের সাথে – তাইওয়ান।
- বিশ্বের যে রাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের কূটনৈতিক ও টেলিযোগাযোগ নেই – ইসরায়েল।
- বাংলাদেশ CTBT সনদে স্বাক্ষর করে – ১৯৯৬ সালে, কিন্তু সনদ কার্যকর করে- ২০০০ সালে (১২৯ তম দেশ হিসেবে)।

বিবিধ প্রসঙ্গ

- বাংলাদেশে সর্ব প্রথম শিশু আইন প্রণীত হয়– ১৯৭৪ সালে।
- জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ বাংলাদেশ অনুসমর্থন করে– ১৯৯০।
- বাংলাদেশ সরকার 'শিশু অধিকার দশক' ঘোষণা করে– ২০০১-২০১০
- জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ অনুযায়ী শিশুর বয়স– ০-১৮ বছর।
- ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত 'বাংলাদেশ শিশু একাডেমি' অবস্থিত– পুরাতন হাইকোর্ট এলাকা, ঢাকা। একাডেমি প্রাঙ্গণে ভাস্কর্য- দুরন্ত।
- সন্তানের পরিচয়ে মায়ের নাম ব্যবহার বাধ্যতামূলক– আগস্ট, ২০০০
- জন্ম নিবন্ধনে বাবার নামের পাশাপাশি মায়ের নাম– ২৪ আগস্ট, ২০০৪
- মহিলা চাকুরিজীবীদের জন্য মাতৃত্বকালীন ছুটি– ৬ মাস।
- মেয়েদের শিক্ষাকে অবৈতনিক করা হয়েছে– দ্বাদশ বা সমমান শ্রেণি পর্যন্ত
- যৌতুক নিরোধ আইন চালু হয়– ১৯৮০ (সর্বোচ্চ শাস্তি- ৫ বছর)
- বাংলাদেশে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন চালু– ২০০০ সালে।
- গ্রামীণ মানুষের কল্যাণে সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত কর্মসূচি– RSS
- প্রথম জাতীয় কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র– টঙ্গী, গাজীপুর (দ্বিতীয়টি- যশোর)
- একমাত্র কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রীয় কারাগার অবস্থিত– কোনাবাড়ি, গাজীপুর।
- বাংলাদেশে কিশোর অপরাধী হিসেবে গণ্য– ৭ থেকে ১৬ বছর।
- খাবার স্যালাইনের উদ্ভাবক প্রতিষ্ঠান– ICDDR,B, মহাখালী, ঢাকা।
- 'বেবি জিংক' ট্যাবলেটের আবিষ্কারক প্রতিষ্ঠান– ICDDR,B
- ১৯৭৬ সালে জনসংখ্যা নীতির রূপরেখা প্রণীত হয়– বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি ২০১২ নামে।
- নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস- ২৮ মে। ডায়াবেটিস সচেতনতা দিবস- ২৮ ফেব্রুয়ারি
- ১৯৯৮ সাল থেকে স্বাস্থ্য পরিচর্যা কেন্দ্রের প্রতীক– সবুজ ছাতা।
- ইউএসএইড এর 'মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা'র প্রতীক– সূর্যের হাসি ক্লিনিক
- ১৯৯৮ বাংলাদেশের প্রথম ভাসমান হাসপাতাল চালু– জীবন তরী।
- EPI এ বর্তমানে রোগের টিকা দেয়– ১০টি (সর্বশেষ ইপিআইভুক্ত টিকা – হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস)
- যক্ষা রোগের টিকা- BCG। পোলিও রোগের টিকা– OPV
- WHO বাংলাদেশকে পোলিও মুক্ত ঘোষণা করে– ২৭ মার্চ, ২০১৪।
- বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) সম্প্রচার শুরু হয়– ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৬৪।
- বিটিভি'র রঙ্গিন সম্প্রচার শুরু হয়– ১ ডিসেম্বর, ১৯৮০।
- বিটিভি'র প্রধান কার্যালয় অবস্থিত– রামপুরা, ঢাকা (১৯৭৫ সালে ঢাকার ডিআইটি ভবন থেকে প্রধান কার্যালয় স্থানান্তরিত হয়- রামপুরা)
- বিটিভি'র বর্তমান লোগোর ডিজাইনার– ইমদাদ হোসেন।
- বিটিভি'র প্রথম শিল্পী– ফেরদৌসি রহমান। গান- এইযে আকাশ নীল
- বিটিভি'র প্রথম নাটক– একতলা দোতলা (রচনা- মুনির চৌধুরী)
- বর্তমানে সরকারি টিভি চ্যানেল– ৪টি।
- বাংলাদেশ বেতারের পূর্ব নাম– রেডিও বাংলাদেশ।
- বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত প্রথম বাংলা নাটক– কাঠ ঠোকরা।
- বাংলাদেশ বেতারের সদর দপ্তর অবস্থিত– আগারগাঁও, ঢাকা।

CamScanner

- দেশের প্রথম FM (Frequency Modulation) Radio- রেডিও টুডে
- ভারতে বাংলাদেশ বেতার সম্প্রচার শুরু হয়- ১৪ জানুয়ারি, ২০২০।
- বাংলাদেশের প্রথম ইন্টারনেট ভিত্তিক নিউজ এজেন্সি- BD News
- বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন চালু হয়- ১ জুলাই, ২০০৯ সালে।
- ১৯৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত BFDC (Bangladesh Film Development Corporation) অবস্থিত- তেজগাঁও, ঢাকা
- ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় প্রেসক্লাব অবস্থিত- তোপখানা রোড, ঢাকা।
- বঙ্গবন্ধু ফিল্ম সিটি অবস্থিত- গাজীপুর।
- দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রধান সংবাদ সংস্থা- BSS (বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা)
- পৌষ সংক্রান্তি হলো- পৌষ মাসের শেষদিন ও পিঠা পুলির উৎসব।
- বাংলা সন প্রবর্তন করেন- মুঘল সম্রাট আকবর ১৫৮৪ সালে (কিন্তু প্রচলন ধরা হয়- আকবরের সিংহাসন আরোহনের বছর ১৫৫৬ সাল)।
- ১৯৬৬ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমি কর্তৃক বাংলা সন সংস্কারের উদ্যোগ নেন- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।
- রমনার বটমূলে ১লা বৈশাখের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের আয়োজক- ছায়ানট।
- পহেলা বৈশাখের মঙ্গল শোভাযাত্রাকে ইউনেস্কো স্বীকৃতি দেয়- ২০১৬ সালে।
- বাংলা একাডেমি প্রকাশিত সংগীত কোষ গ্রন্থের রচয়িতা- করুণাময় গোস্বামী
- ঢাকার বেইলি রোডের নামকরণ 'নাটক সরণি' করা হয়- ২০০৫ সালে।

বাংলাদেশের কতিপয় পুরস্কার প্রবর্তনের সাল

- বাংলা একাডেমি পুরস্কার- ১৯৬০, বঙ্গবন্ধু কৃষি পদক- ১৯৭৩
- একুশে পদক পুরস্কার- ১৯৭৬, জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার- ১৯৭৬
- স্বাধীনতা পুরস্কার- ১৯৭৭, শিশু একাডেমি পুরস্কার- ১৯৮৯
- জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার- ১৯৭৬, প্রধানমন্ত্রী জাতীয় পুরস্কার- ১৯৯৩

আইসিসি (ICC)

- বিশ্ব ক্রিকেটের নির্বাহী সংস্থা – ICC (International Cricket Council)। প্রতিষ্ঠা- ১৯০৯ সালে।
- সদর দপ্তর – দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত।***

পুরস্কার ও খেলাধুলা (Sports)

- বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৮৬ সালে (সাভারের জিরানী)
- বাংলাদেশের জাতীয় খেলা – হাডুডু/কাবাডি।
- শহিদ চান্দু স্টেডিয়াম অবস্থিত – বগুড়ায় (প্রতিষ্ঠা – ২০০২ সালে)
- মা ও মনি হলো - একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতার নাম (প্রথম আয়োজন করে- ১৯৯১ সালে)
- গিনিস বুক অব রেকর্ডে নাম উঠেছে বাংলাদেশের টেবিল টেনিস খেলোয়াড়- জোবায়রা লিনু (মোট - ১৬ বার চ্যাম্পিয়ন হন)
- বাংলাদেশ প্রথম কমনওয়েলথ গেমসে অংশগ্রহণ করে- ১৯৭৮ সালে
- বাংলাদেশ প্রথম বিশ্ব অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করে- ১৯৮৪ সালে (২৩তম অলিম্পিক, লস এ্যাঞ্জেলস, যুক্তরাষ্ট্র)।
- বিশ্ব অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যপদ লাভ করে বাংলাদেশ - ১৯৮০ সালে।

ফুটবল (Football)

- বাংলাদেশ প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবলের বাছাইপর্বে অংশগ্রহণ করে – ১৯৮৬ সালে।
- বাংলাদেশে ফুটবলের উন্নয়নে গঠিত সর্বোচ্চ প্রশাসনিক সংস্থা বাফুফে (বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন) প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৭২ সালে (মতিঝিল)
- বাফুফে ফিফার সদস্য পদ লাভ করে - ১৯৭৬ সালে।
- বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু হয় – ১৯৯৬ সালে।

ক্রিকেট (Cricket)

- বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (BCB) গঠিত হয়- ১৯৭২ সালে।
- ক্রিকেট পিচের দৈর্ঘ্য – ২২গজ/৬৬ ফুট
- বাংলাদেশ শততম টেস্ট খেলে যে দলের বিপক্ষে - শ্রীলঙ্কা।
- বাংলাদেশ আইসিসির সদস্যপদ লাভ করে – ১৯৭৭ সালে।
- বাংলাদেশ প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলে – ভারতের বিপক্ষে।
- বাংলাদেশ প্রথম ওয়ানডে ও টেস্ট সিরিজ জয় লাভ করে - জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে।
- ২০০৪ সালে বাংলাদেশ শততম ওয়ানডেতে জয় লাভ করে- ভারতকে হারিয়ে।
- ২০০৩ সালে টেস্ট ক্রিকেটে পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম হ্যাটট্রিক করে – অলক কাপালী।
- ওয়ানডে বিশ্বকাপে বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ- নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে
- বাংলাদেশ প্রথম আন্তর্জাতিক ওয়ানডে ম্যাচ জয় লাভ করে - ১৯৯৮ সালে (কেনিয়ার বিপক্ষে)
- দেশের সর্বশেষ অষ্টম টেস্ট ভেন্যু – সিলেট ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়াম, সিলেট।
- ২০২০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত ১৩তম অনূর্ধ্ব- ১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হয়- বাংলাদেশ।
- ওয়ানডে ক্রিকেটে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রান – ৩৪৯ রান।
- টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রান – ৬৩৮ রান।
- টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের সর্বনিম্ন রান – ৪৩ রান।
- বাংলাদেশের টেস্ট ক্রিকেটে ডাবল সেঞ্চুরিয়ান – মুশফিকুর রহিম (১ম), তামিম ইকবাল, সাকিব আল হাসান।
- বিশ্বের প্রথম উইকেটরক্ষক হিসেবে টেস্ট ক্রিকেটে তিনটি ডাবল সেঞ্চুরি করেন- মুশফিকুর রহিম
- বিশ্বকাপ ক্রিকেটে সেঞ্চুরিয়ান – ৩ জন, প্রথম- মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ, দ্বিতীয়- সাকিব আল হাসান ও তৃতীয়- মুশফিকুর রহিম।
- বাংলাদেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১০০০০ (দশ হাজার) রান পূর্ণ করেছেন – তামিম ইকবাল।

ওয়ানডে ক্রিকেটে স্ট্যাটাস লাভ করে	১৫ জুন, ১৯৯৭
বিশ্বকাপ ক্রিকেটে অভিষেক করে (৭ম আসরে)	১৯৯৯
বাংলাদেশ টেস্ট স্ট্যাটাস লাভ করে	২৬ জুন, ২০০০
বাংলাদেশ প্রথম টেস্ট ক্রিকেটে জয় পায়	২০০৫ জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে
মহিলা ক্রিকেট দল ওয়ানডে স্ট্যাটাস লাভ করে	২০১১
মহিলা ক্রিকেট দল এশিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন হয়	২০১৮
মহিলা ক্রিকেট দল টেস্ট স্ট্যাটাস লাভ করে	১ এপ্রিল, ২০২১

বাংলাদেশ ক্রিকেটের প্রথম অধিনায়ক	
জাতীয় ক্রিকেট দলের প্রথম অধিনায়ক	শামীম কবির
জাতীয় ফুটবল দলের প্রথম অধিনায়ক	জাকারিয়া পিন্টু
প্রথম ক্রিকেট টেস্ট দলের অধিনায়ক	নাঈমুর রহমান দুর্জয়
প্রথম বিশ্বকাপ ক্রিকেটের অধিনায়ক	আমিনুল ইসলাম বুলবুল
বাংলাদেশের প্রথম ওয়ানডে অধিনায়ক	গাজী আশরাফ লিপু

দাবা ও সাঁতার

- দাবা খেলার জন্ম – ভারতে।
- দাবায় গ্রান্ডমাস্টার খেতাব পেয়েছেন – ৫ জন বাংলাদেশি।
- বাংলাদেশের প্রথম এবং দক্ষিণ এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ দাবাড়ু - নিয়াজ মোর্শেদ (১৯৮৭ সালে গ্রান্ড মাস্টার খেতাব পান)
- বাংলাদেশের সর্বশেষ পঞ্চম গ্রান্ডমাস্টার খেতাব পান- এনামুল হক রাজিব (২০০৮ সালে)

CamScanner

দেশের একমাত্র আন্তর্জাতিক মহিলা দাবাড়ু– রানী হামিদ।
দেশের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সাঁতারু – ব্রজেন দাস।
চ্যানেল অতিক্রমকারী একমাত্র সাঁতারু – ব্রজেন দাস [১৯৫৮]

সন, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ [প্রিলি প্রার্থীদের জন্য]

বিভিন্ন সংস্থার মতে সুশাসনের উপাদান

জাতিসংঘ	বিশ্বব্যাংক	UNHCR	AFDB
৮টি	৬টি	৫টি	৫টি

বিভিন্ন সংস্থার মতে সুশাসনের ধারণাসমূহ

ংক	ADB	IMF	UNDP	IDA
৯	১৯৯৫	১৯৯৬	১৯৯৭	১৯৯৮

সালে সুশাসনের প্রথম ধারণা দেয়– বিশ্বব্যাংক।
ংক সুশাসনের সংজ্ঞা প্রদান করে – ১৯৯২ সালে।
, রাষ্ট্র ও প্রশাসনের সাথে ঘনিষ্ঠ প্রত্যয় হলো– সুশাসন।
হচ্ছে এমন একটি শাসন ব্যবস্থা যা শাসক ও শাসিতের মধ্যে সুসম্পর্ক তালে
ন বলতে- রাষ্ট্রের সঙ্গে সুশীল সমাজের, সরকারের সঙ্গে শাসিত ণের, শাসকের সঙ্গে শাসিতের সম্পর্ক বোঝায়" বলেছেন– ম্যাককরনি
র আচরণ পরিচালনাকারী নীতি ও মানদন্ড হলো– মূল্যবোধ।
রি চাকুরিতে সততার মাপকাঠি– নির্মোহ ও নিরপেক্ষভাবে অর্পিত দায়িত্ব ধি সম্পন্ন করা।
সালে **Johannesburg Plan of Implementation** নের সঙ্গে যে বিষয়টিকে অধিক গুরুত্ব দেয়– টেকসই উন্নয়ন
াংকের মতে সুশাসনের স্তম্ভ – ৪টি এবং উপাদান – ৬টি।
নের পূর্ব শর্ত হচ্ছে– মত প্রকাশের স্বাধীনতা, অর্থনীতি ও সামাজিক ।
র শিক্ষিত শ্রেণির যে অংশ সরকার বা কর্পোরেট গ্রুপে থাকে না কিন্তু র উপর প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা রাখে– সুশীল সমাজ।
l Society শব্দের পরিভাষা – সুশীল সমাজ।
সমাজের কাজ – সরকারকে দিকনির্দেশনা দেয়া।
সালে কার্যক্রম শুরু হওয়া (আইন ও সালিশ কেন্দ্র) যে ধরনের – মানবাধিকার।
নের পথে অন্তরায়– স্বজনপ্রীতি।
ক্ষ ও শক্তিশালী গণমাধ্যমের অনুপস্থিতি যার অন্তরায়– সুশাসনের দিহিমূলক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সুশীল সমাজের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকে ইত করার লক্ষ্যে ১৯৯৩ সালে (সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ) প্রতিষ্ঠা – রেহমান সোবহান।
ষ্টিকারী গোষ্ঠী হচ্ছে– এমন এক গোষ্ঠী যার সদস্যগণ সমজাতীয় ার্থ এবং স্বার্থের দ্বারা আবদ্ধ, স্বার্থের ভিত্তিতে তারা পরস্পরের সাথে হন।
ond ও Powel চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে বিভক্ত করেছেন – ৪ (স্বতঃস্ফূর্ত স্বার্থগোষ্ঠী, সংগঠনভিত্তিক স্বার্থগোষ্ঠী, সংগঠনহীন ষ্ঠী, প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থগোষ্ঠী)।
ষ্ট্রিক পদ্ধতিতে বিকল্প সরকার বলা হয় – বিরোধী দলকে।
দেশের নব্যনৈতিকতার প্রবর্তক হলেন– আরজ আলী মাতুব্বর
Good Governance এর এজেন্ডা গ্রহণ করে – ১৯৯৬ সালে সুশাসনের উপর প্রতিবেদন প্রকাশ করে– ১৯৯৮ সালে।
সালে **ADB** সুশাসনের উপর রিপোর্ট প্রকাশ করে– ernance: Sound Development Management নামে।
াংক সুশাসনের সংজ্ঞা প্রদান করে– 'শাসন প্রক্রিয়া এবং উন্নয়ন ' রিপোর্টে।
সালে জাতিসংঘ যে শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করে– শাসন ও র্মমান মানবিক উন্নয়ন।

- রাষ্ট্রের স্তম্ভ/ এস্টেট হলো– ৫টি (১. আইন বিভাগ, ২. শাসন বিভাগ, ৩. বিচার বিভাগ, ৪. গণমাধ্যম ও ৫. সুশীল সমাজ)
- রাষ্ট্রের ফোর্থ এস্টেট বা চতুর্থ স্তম্ভ – গণমাধ্যম।
- কৌটিল্য ও IDA -এর মতে সুশাসনের উপাদান– ৪টি।
- রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য সুশাসন আবশ্যক।

সুশাসনের.....

- ✓ **লক্ষ্য**- জনকল্যাণ ও মৌলিক স্বাধীনতার উন্নয়ন
- ✓ **মানদণ্ড**- জনগণের সম্মতি ও সন্তুষ্টি
- ✓ **অন্তরায়**- দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি
- ✓ **চালিকা শক্তি**- স্বচ্ছতা
- ✓ **সুশাসনের পথ সুগম করে**- স্বচ্ছতা
- ✓ **প্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধি করে**- পেশাদারিত্ব
- ✓ **মূল চাবিকাঠি**- জবাবদিহিতা
- ✓ **অন্তর্নিহিত শক্তি**- নৈতিকতা
- ✓ **মূলভিত্তি**- আইনের শাসন (যা সভ্য সমাজের মানদণ্ড)
- ✓ **সুশাসনের প্রাণ**- গণতন্ত্র
- ✓ **সুশাসনকে গতিশীল করে**- অংশগ্রহণ মূলক প্রক্রিয়া

- সরকার ও জনগণের **'Win Win Game'** বলা হয়- সুশাসনকে
- **উপযোগবাদ (Utilitarianism)** তত্ত্বের জনক বা প্রতিষ্ঠাতা– ইংলিশ দার্শনিক জেরেমি বেন্থাম। কিন্তু Utilitarianism গ্রন্থের লেখক – জন স্টুয়ার্ট মিল।
- জেরেমি বেন্থাম ১৭৮৯ সালে প্রকাশিত তাঁর 'An Introduction of the Principles of Morals and Legislation গ্রন্থে উপযোগবাদ তথ্যটি প্রথম ব্যাখ্যা করেন।
- **'Critique of Pure Reason', 'Critique of Practical Reason'** এর রচয়িতা– জার্মান অধিবাসী নৈতিক দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট
- ব্রিটিশ দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল এর বিখ্যাত গ্রন্থ – A History of Western Philosophy, The elements of Ethics, Introduction to Mathematical Philosophy, Human Society in Ethics and Politics, Power: A New Social Analysis, Principia Mathematica, Dictionary of Mind,'Marriage & Morals.

ই-গভর্নেন্স (E-Governance)

- **E-Governance** এর পূর্ণরূপ- Electronic Governance
- **E-Governance** হলো- তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর শাসন।
- ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য ও সেবা জনগণের নিকট পৌছানোকেই বলে- ই-গভর্নেন্স।
- ই-গভর্নেন্সের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য- সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা।
- সুশাসনের সহায়ক- ই-গভর্নেন্স।
- সরকারি তথ্য ও সেবা, ইন্টারনেট এবং WWW এর মাধ্যমে জনগণের নিকট পৌছানোর মাধ্যমই ই-গভর্নেন্স' বলেছেন- জাতিসংঘ।
- ই-গভর্নেন্স এর সফল অঞ্চল- ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র ও এশিয়া মহাদেশ।
- ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকার ২০০৭ সালে গ্রহণ করে– a2i (Agency to Innovate)

মূল্যবোধ (Values)

- যে গুণের মাধ্যমে মানুষ ভুল ও শুদ্ধ এর পার্থক্য নির্ধারণ করতে পারে তা হচ্ছে- মূল্যবোধ।
- গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান- পরমতসহিষ্ণুতা।
- সামাজিক মূল্যবোধের ভিত্তি- আইনের শাসন, সামাজিক ন্যায়বিচার, সহনশীলতা, নীতি ও ঐতিহ্যবোধ।
- মূল্যবোধ হলো- মানুষের আচরণ পরিচালনাকারী নীতি ও মানদণ্ড।
- 'মূল্যবোধ মানুষের ইচ্ছের একটি মানদণ্ড' বলেছেন- Mr. William
- 'মূল্যবোধ হলো আবেগিক ও আদর্শগত ঐক্যেরবোধ' বলেছেন- ফ্রাঙ্কেল।
- আমাদের চিরন্তন মূল্যবোধ- সত্য ও ন্যায়।

CamScanner

- মূল্যবোধ শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে- সামাজিক অনাচার রোধ করা।
- ব্যক্তিগত মূল্যবোধ শাসন করে- সামাজিক মূল্যবোধকে।
- মূল্যবোধের চালিকা শক্তি হচ্ছে- সংস্কৃতি।
- মূল্যবোধ নির্ধারিত হয়- নৈতিকতার মাধ্যমে।
- মূল্যবোধ দৃঢ় হয়- শিক্ষার মাধ্যমে।
- মূল্যবোধ শিক্ষা শুরু হয়- পরিবার থেকে। ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি হলো- গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ।
- মূল্যবোধ পরীক্ষা করে- ভালো ও মন্দ, ন্যায় ও অন্যায়, নৈতিকতা ও অনৈতিকতা।
- ব্যক্তি সহনশীলতার শিক্ষা লাভ করে- মূল্যবোধের শিক্ষা থেকে।
- যে মূল্যবোধ রাষ্ট্র, সরকার ও গোষ্ঠী কর্তৃক স্বীকৃত- ইতিবাচক মূল্যবোধ
- মূল্যবোধের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো- আপেক্ষিকতা, পরিবর্তনশীলতা, নৈতিক প্রত্যয়, যোগসূত্র ও সেতুবন্ধন, সামাজিক মানদণ্ড, বিমূর্ততা।
- প্রাথমিকভাবে একজন মানুষের মানবীয় গুণাবলি ও সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে- পরিবারে।
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল অনুসারে 'শুদ্ধাচার' হচ্ছে- সততা ও নৈতিকতা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষ।
- জাতিসংঘের দুর্নীতি বিরোধী কনভেনশনের নাম- UNCAC
- বাংলাদেশে 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' প্রণয়ন করা হয়- ২০১২ সালে।
- বাংলাদেশে উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়- দুর্নীতি।
- দুর্নীতির মূল কারণ- মূল্যবোধ ও নৈতিকতার অবক্ষয়।

নীতিবিদ্যা ও নৈতিকতা (Ethics & Morality)

- 'কর্তব্যের জন্য কর্তব্য' মতবাদের প্রবক্তা- জার্মানির ইমানুয়েল কান্ট।
- 'সততার জন্য সদিচ্ছার' কথা বলেছেন- জার্মানির ইমানুয়েল কান্ট।
- 'কর্তব্যের নৈতিকতার ধারণা' প্রবর্তন করেন- ইমানুয়েল কান্ট।
- আচরণের ন্যায় বা ভালো যে আলোচনা হয় সেটাই নীতিবিদ্যা বলেছেন- ম্যাকেঞ্জি ও লিলি।
- নৈতিক শক্তির প্রধান উপাদান- সততা ও নিষ্ঠা।
- 'নীতিবিদ্যা হচ্ছে আচরণে ন্যায় বা অন্যায়, ভালো বা মন্দ বা অন্য কোনো একই ধরনের পন্থা বিচার করে' বলেছেন- উইলিয়াম লিলি।
- মানুষের যে ক্রিয়া নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়- ঐচ্ছিক ক্রিয়া।
- নৈতিকতাকে বলা হয় মানব জীবনের- নৈতিক আদর্শ।
- নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়- সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণের আলোচনা ও মূল্যায়ন।
- সমাজ, রাষ্ট্র ও ব্যক্তিজীবনে নৈতিকতার শক্তির প্রধান উপাদান- সততা ও নিষ্ঠা
- সরকারি সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে 'স্বার্থের সংঘাত' এর উদ্ভব হয়- যখন গৃহীতব্য সিদ্ধান্তের সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্মকর্তা নিজের বা পরিবারের সদস্যদের স্বার্থ জড়িয়ে থাকে।
- নৈতিক মানদণ্ডটি সর্বোচ্চ সুখের উপর গুরুত্ব প্রদান করে- উপযোগবাদে।
- আমরা যে সমাজে বাস করি না কেন, আমরা সকলেই ভালো নাগরিক হওয়ার প্রত্যাশা করি এটি- নৈতিক অনুশাসন।
- শূন্যবাদ শব্দটির প্রতিশব্দ 'Nihilism' যার অর্থ হলো- সবই মিথ্যা। এটি ল্যাটিন শব্দ Nihil থেকে এসেছে, যার অর্থ- কিছুই না।
- সরকারি চাকুরিতে সততার মাপকাঠি- নির্মোহ নিরপেক্ষ ভাবে অর্পিত দায়িত্ব যথাবিধি সম্পন্ন করা।
- একজন যোগ্য নাগরিকের গুণাবলি হলো- মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও সাম্য।

গ্রন্থ	লেখক
On Liberty	জন স্টুয়ার্ট মিল
Political Ideals	বার্ট্রান্ড রাসেল
Leviathan	টমাস হবস

- উপযোগবাদ (Utilitarianism) তত্ত্বের জনক বা প্রতিষ্ঠাতা- যুক্তরাজ্যের দার্শনিক জেরেমি বেন্থাম।
- 'Critique of Pure Reason', 'Critique of Practical Reason' রচয়িতা- জার্মান অধিবাসী নৈতিক দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট।
- আধুনিক দর্শনের জনক- ডেকার্ট, কিন্তু মুসলিম দর্শনের জনক- আল কিন্দি।

মৌলিক বিষয়াবলি (শুধু ভর্তি পরীক্ষার্থীদের জন্য)

অর্থনীতি (Economics)

- জে এল হ্যানসন বলেছেন- যে উপকরণ (ভূমি, শ্রম এবং মূলধন) ব্যবহার করে দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করা হয় তাই সম্পদ
- অর্থনীতিতে অভাবের তুলনায় সম্পদের স্বল্পতাকে বলে- দুষ্প্রাপ্যতা।
- দ্রব্য (Goods) দুই প্রকার- ১. অর্থনৈতিক দ্রব্য (Economic Goods) ২. মুক্ত দ্রব্য (Free Goods)
- স্বল্প সম্পদ হতে যে সব দ্রব্য প্রস্তুত করা হয় তাকেই বলে- অর্থনৈতিক দ্রব্য (Economic Goods)।
- যে সকল দ্রব্যের যোগান দাম নেই তাকে বলে- মুক্ত দ্রব্য (Zero Price)।
- মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যার প্রকৃতি অনুধাবন করা যায় ৩টি বিষয়ে- ১. কী এবং কতটুকু উৎপাদন করা হবে? ২. কী উপায়ে উৎপাদন করা হবে? ৩. কার জন্য উৎপাদন করা হবে?
- উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা (PPC) হলো- একটি রেখা, যার বিভিন্ন বিন্দুতে নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্যের সম্ভাব্য বিভিন্ন সংমিশ্রণ নির্দেশ করে।
- উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার বৈশিষ্ট্য- বেকারত্ব ও পূর্ণনিয়োগ নির্ধারণ, সম্পদের স্বল্পতার প্রেক্ষিতে দক্ষ ব্যবহার নির্ধারণ, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং মূল্য নির্ধারণ সুযোগ ব্যয় নির্ধারণ
- একটি দ্রব্যের অতিরিক্ত উৎপাদন পাওয়ার জন্য অপর দ্রব্যের উৎপাদন যতটুকু ছেড়ে দিতে হয়, সেই ছেড়ে দেওয়ার পরিমাণ হলো- সুযোগ ব্যয়।
- সুযোগ ব্যয় ৩ ধরনের- ১. ক্রমবর্ধমান সুযোগ ব্যয় ২. ক্রমহ্রাসমান সুযোগ ব্যয় ৩. স্থির সুযোগ ব্যয়।
- বহুবিধ অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে মানবজাতি যেসব কর্মপ্রচেষ্টা গ্রহণ করে থাকে তাকে ৪ ভাগে ভাগ করা যায়- ক. উৎপাদন (Production) খ. বিনিময় (Exchange) গ. বণ্টন (Distribution) ঘ. ভোগ (Consumption)
- অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ৪ ধরনের- ক. ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি খ. নির্দেশমূলক সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গ. মিশ্র অর্থনীতি ঘ. ইসলামী অর্থনীতি।
- ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার সূচনা হয়- ইউরোপে।
- ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য- পুঁজিপতি ও শ্রমিক শ্রেণির অস্তিত্ব, বৃহদায়তন উৎপাদন, ব্যবস্থা, সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা, ভোক্তার সার্বভৌমত্ব, অবাধ প্রতিযোগিতা, মুনাফা অর্জন।
- যে কোনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বাজার ব্যবস্থার প্রকৃতিকেই বলে- দাম প্রক্রিয়া।
- সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য- শ্রেণি-শোষণ অনুপস্থিত, উপকরণে ব্যক্তিমালিকানা নেই, যৌথ ও রাষ্ট্রীয় মালিকানা বিদ্যমান, চাহিদার উপর নিয়ন্ত্রণ।
- ব্যষ্টিক শব্দটির ইংরেজি- 'Micro'
- Micro শব্দটি- গ্রিক শব্দ Mikros থেকে এসেছে যার অর্থ অতি ক্ষুদ্র।
- অর্থনীতির প্রতিটি এককের আচরণ ও কার্যকলাপ যখন পৃথক পৃথক ভাবে বিশ্লেষণ করা হয় তখন তাকে বলে- ব্যষ্টিক অর্থনীতি
- ব্যক্তিগত চাহিদা, যোগান, আয়, ভোগ, সঞ্চয়, বিনিয়োগ, মুনাফা, প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত- ব্যষ্টিক অর্থনীতির।
- ব্যষ্টিক অর্থনৈতিক তত্ত্ব- উৎপাদন মূল্য নির্ধারণ, বণ্টন তত্ত্ব, কল্যাণমূলক অর্থনৈতিক তত্ত্ব
- সামষ্টিক শব্দের ইংরেজি- Macro গ্রিক শব্দ Makros থেকে এসেছে
- Macro শব্দের অর্থ- বড় বা সামগ্রিক।
- অর্থনীতির আওতাভুক্ত কোনো বিষয়কে যখন সামগ্রিক বা জাতীয় পর্যায়ে বিশ্লেষণ করা হয় তখন তাকে বলে- সামষ্টিক অর্থনীতি।
- অর্থনৈতিক সমস্যা সৃষ্টির পেছনে মূল কারণ- সম্পদের সীমাবদ্ধতা।
- যে অর্থ ব্যবস্থায় সরকারি ও বেসরকারি খাতের উপস্থিতি স্বীকৃত- মিশ্র
- বাজার অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত হয় যা দ্বারা- দাম।

CamScanner

- ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে ফার্মের মূল অর্থনৈতিক লক্ষ্য– মুনাফা সর্বোচ্চকরণ।
- উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার উপরিস্থিত বিন্দু/ যেকোনো বিন্দু নির্দেশ করে– পূর্ণ নিয়োগ।
- সম্পদের দক্ষ ব্যবহারের জন্য অভাবের অগ্রাধিকার বাছাইয়ের প্রক্রিয়া হলো– নির্বাচন
- The General Theory of Employment Interest and Money বইটির লেখক– জে. এম. কেইন্স।
- অর্থনীতির যমজ সমস্যাদ্বয় হলো– দুষ্প্রাপ্যতা ও নির্বাচন।
- অর্থনীতিকে সর্বপ্রথম 'দুষ্প্রাপ্যতার বিজ্ঞান' বলেছেন– এল. রবিন্স
- অর্থনীতিতে উপযোগ বলতে কোনো দ্রব্য বা সেবার ঐ বিশেষ গুণকে বোঝায় যা মানুষের বিশেষ অভাব মেটানো সম্ভব।
- কোনো নির্দিষ্ট দ্রব্য ভোগে প্রাপ্ত তৃপ্তির স্তরের ভিত্তিতে সংখ্যাগত উপযোগ ৩ ধরনের– ক. প্রাথমিক উপযোগ (Initial Utility) খ. প্রান্তিক উপযোগ (Marginal Utility) গ. মোট উপযোগ (Total Utility)
- কোনো দ্রব্যের ভোগের পরিমাণে অতিক্ষুদ্র পরিবর্তনের ফলে ঐ দ্রব্যের মোট উপযোগের মধ্যে যে পরিবর্তন হয় তাই– প্রান্তিক উপযোগ।
- কোনো নির্দিষ্ট সময়ে, একটি দ্রব্যের বিভিন্ন একক থেকে প্রাপ্ত উপযোগের সমষ্টিকে মোট উপযোগ বলে।
- উপযোগ পরিমাপের একক– ইউটিল।
- অন্যান্য অবস্থা স্থির থেকে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো ব্যক্তি যখন একই দ্রব্য ক্রমাগতভাবে ভোগ করতে থাকে, তখন ঐ দ্রব্যের মোট উপযোগ বৃদ্ধি পেলেও প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পায়।
- ভোক্তার ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে– মোট উপযোগ ক্রমশ বৃদ্ধি পায় কিন্তু প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পায়।
- অর্থনীতিতে চাহিদা বলতে তিনটি বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করে– কোনো দ্রব্য পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, ক্রয় ক্ষমতা এবং অর্থ ব্যয়ের ইচ্ছা।
- চাহিদার বৈশিষ্ট্য– একটি নির্দিষ্ট সময়ের ভিত্তিতে চাহিদা পরিমাপ করা হয়, চাহিদা একটি নির্দিষ্ট দ্রব্যের জন্য বিবেচ্য, একটি নির্দিষ্ট স্থান বা ব্যক্তির চাহিদা পরিবর্তিত অবস্থায় বা বাজার ধারণায় পরিবর্তিত হতে পারে।
- চাহিদা বিভিন্ন প্রকার হতে পারে– ১. দাম চাহিদা ২. আয় চাহিদা ৩. আড়াআড়ি চাহিদা ৪. প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চাহিদা ৫. যুক্ত চাহিদা ৬. বিকল্প চাহিদা
- অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে স্বাভাবিক সময়ে– কোনো দ্রব্যের দাম হ্রাস পেলে চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, দাম বৃদ্ধি পেলে চাহিদার পরিমাণ হ্রাস পায়।
- দাম ও চাহিদার পরিমাণের মধ্যে বিপরীত সম্পর্ককে বলে– চাহিদা বিধি
- চাহিদা বিধি কিছু শর্তের উপর নির্ভরশীল– ১. ভোক্তার আয় স্থির ২. ভোক্তার রুচি অভ্যাস অপরিবর্তিত ৩. ভোক্তার যুক্তিশীল ৪. সম্পর্কিত দ্রব্যের দাম স্থির ৫. সময় স্থির ৬. বাজারে ক্রেতার সংখ্যা স্থির।
- চাহিদা রেখা বাম দিকে স্থানান্তরিত হয় – চাহিদা হ্রাসের কারণে।
- ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির প্রবক্তা– অধ্যাপক মার্শাল।
- দুই বা ততোধিক চলকের নির্ভরশীলতার সম্পর্কে বলে– অপেক্ষক
- দুটি দ্রব্য পরস্পর বিকল্প হলে দ্রব্যের আড়াআড়ি চাহিদা রেখা হবে– বাম থেকে ডানে ঊর্ধ্বগামী
- পর্যায়গত উপযোগ ধারণা দেন– জে আর হিফস।
- অর্থনীতিতে চাহিদা হলো দ্রব্য ও সেবার জন্য ভোক্তার– আকাঙ্ক্ষা পূরণের সামর্থ্য এবং অর্থ ব্যয়ের ইচ্ছা।
- নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের স্থিতিস্থাপকতা যে ধরনের– অস্থিতিস্থাপক।
- প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক হলে মোট উপযোগ– হ্রাস পাবে।
- বাজার ভারসাম্য নির্ধারণের শর্ত– চাহিদার পরিমাণ= যোগানের পরিমাণ
- উৎপাদনের উপকরণ– ৪টি যথা: ভূমি (Land), শ্রম (Labour), মূলধন (Capital) এবং সংগঠন (Organization)
- ব্যয় যেটির উপর নির্ভরশীল– উৎপাদন।
- প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদের অবস্থার পরিবর্তন বা রূপান্তর করে নতুন উপযোগ সৃষ্টি করাকে বলে– উৎপাদন।
- পরিবর্তনশীল ব্যয়– শ্রমের মজুরি। মাত্রাগত উৎপাদন– ৩ প্রকার।
- স্বল্পকালে উৎপাদন বন্ধ থাকলেও ফার্মকে বা উৎপাদনকারীকে যে ব্যয় বহন করতে হয় তাকে বলে– স্থির ব্যয়।
- অর্থনীতিতে বাজার বলতে বোঝায়– কোনো দ্রব্যকে, যা ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে একটি নির্ধারিত দামে ক্রয় বিক্রয় হয়।
- আয়তন বা পরিধির ভিত্তিতে বাজার ৩ ধরনের– ক. স্থানীয় বাজার খ. জাতীয় বাজার গ. আন্তর্জাতিক বাজার।
- সময়ের ভিত্তিতে বাজার ৪ ধরনের– ক. অতি স্বল্পকালীন খ. স্বল্পকালীন গ. দীর্ঘকালীন ঘ. অতি দীর্ঘকালীন বাজার।
- প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজার ২ ধরনের– ক. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার খ. অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার।
- অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার কয়েক ধরনের হতে পারে, যেমন– একচেটিয়া, অলিগোপলি বাজার, ডুয়োপলি বাজার, মনোপসনি বাজার, ডুয়োপসনি বাজার, দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া বাজার
- একচেটিয়া বাজারে উৎপাদনকারী বা বিক্রেতা থাকে– একজন।
- ডুয়োপলি বাজারে বিক্রেতা থাকে– মাত্র দুজন কিন্তু ক্রেতা থাকে অসংখ্য।
- অলিগোপলি বাজারে বিক্রেতা থাকে– দুজনের অধিক কিন্তু খুব বেশি নয়।
- মনোপসনি বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা– অসংখ্য কিন্তু ক্রেতা মাত্র একজন।
- ডুয়োপসনি বাজারে ক্রেতার সংখ্যা– মাত্র দুজন কিন্তু বিক্রেতা অসংখ্য।

সমাজবিজ্ঞান

- সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়– ১৮৩৯ সালে।
- সমাজবিজ্ঞানের জনক– অগাস্ট কোঁৎ।
- সমাজবিজ্ঞানকে বলা হয়– বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান।
- Logos শব্দটি এসেছে যে ভাষা থেকে– গ্রিক।
- Sociology শব্দটির প্রবক্তা– অগাস্ট কোঁৎ (ফ্রান্স)
- 'সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞান' বলেছেন– এমিল দুর্খেইম
- Sociology is the Science of Institutions উক্তিটি– দুর্খেইম।
- সমাজবিজ্ঞানের আদি বা প্রাচীন জনক মনে করা হয়– ইবনে খালদুন কে।
- প্রখ্যাত দার্শনিক ইবনে খালদুন জন্মগ্রহণ করেন– তিউনিশিয়ায় (তাঁর গ্রন্থ- কিতাবুল ইবার, আল মুকাদ্দিমা)
- ইতিহাসকে যিনি বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত করেন– ইবনে খালদুন (জন্ম- তিউনিশিয়া, গ্রন্থ- আল মুকাদ্দিমা)
- Theory of Surplus Value-এর প্রবক্তা– কাল মার্কস।
- The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism- গ্রন্থের লেখক– জার্মানির ম্যাক্সওয়েভার।
- Suicide গ্রন্থটির লেখক– এমিল দুর্খেইম।
- আমলাতন্ত্রের জনক বলা হয়– ম্যাক্সওয়েবার।
- হেনরি মরগানের মতে, সমাজ বিবর্তনের স্তর– ৫টি
- 'আমরা যা তাই হলো সংস্কৃতি' উক্তিটি করেন– ম্যাকাইভার।
- সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা– পরিবারের।
- সমাজের চালিকা শক্তি হলো– আদর্শ, মূল্যবোধ।
- সংস্কৃতি হলো– মানুষের সামগ্রিক জীবন প্রণালি।
- কৃষি নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থায়– সামন্তবাদের উদ্ভব ঘটে।
- সমাজের ক্ষুদ্রতম একক সামাজিক সংগঠন হলো- পরিবার।
- বিবাহোত্তর বসবাসের স্থান অনুযায়ী পরিবার– চার প্রকার।
- Marriage and the Family গ্রন্থের লেখক– নিমকফ।
- সামাজিক স্তরবিন্যাসের রূপ– ৪টি।
- দাস প্রথা সামাজিক স্তর বিন্যাসের– প্রথম স্তর।
- সামাজিক স্তর বিন্যাসের দ্বন্দ্বমূলক তত্ত্বের প্রবক্তা– কার্ল মার্ক্স।
- অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের কর্ম পর্যায়– উৎপাদন।

CamScanner

- পুঁজিবাদের মূল ভিত্তি– ব্যক্তি মালিকানা।
- কৃষিকাজের শুভ সূচনা করেছে– নারীরা।
- রাষ্ট্র বিজ্ঞানে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদ– ৪টি।
- ধর্ম হলো আত্মিক জীবের বিশ্বাস– টেইলর।
- ভদ্রবেশী অপরাধ বলে আখ্যায়িত করা হয়– আয়কর ফাঁকি।
- সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সামাজিক বিবর্তনের তত্ত্বটি কার– হার্বার্ট স্পেন্সার
- বর্তমান চীনা মঙ্গোলয়েডগণ উত্তরপুরুষ বলে বিবেচিত– পিকিং মানবের।
- কৃষি ও চাকার আবিষ্কার হয়– নব্য প্রস্তর যুগে।
- আধুনিক সভ্যতার ভিত্তি– লোহা।
- উপমহাদেশে প্রাচীনতম সভ্যতা– সিন্ধুসভ্যতা (কৃষি অর্থনীতি ভিত্তিক)
- মানুষের মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, জীবন ও আদর্শের পরিবর্তনকে বলে– সামাজিক পরিবর্তন।

পৌরনীতি

- ইংরেজি Civics শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ – পৌরনীতি।
- Civics শব্দটি এসেছে- ল্যাটিন শব্দ সিভিস (Civis) এবং সিভিটাস (Civitas) থেকে
- সিভিস এবং সিভিটাস শব্দের অর্থ যথাক্রমে – নাগরিক ও নগররাষ্ট্র।
- সংস্কৃত ভাষায় নগরকে 'পুর বা পুরী' এবং নগরের অধিবাসীদেরকে বলা হয় – পুরবাসী
- নাগরিক জীবনের অপর নাম – পৌর জীবন।
- নাগরিক সম্পর্কিত বিদ্যার নাম – পৌরনীতি।
- পৌরনীতিকে বলা হয়– 'নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান'।
- 'সমাজবিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে পৌরনীতি ও সুশাসন চিন্তা করা সম্ভব নয়' বলেছেন– ক্যাটলিন
- 'Education for Citizenship' বলে আখ্যায়িত করা হয় – পৌরনীতিকে।
- পৌরনীতি ও সুশাসন যে ধরনের বিজ্ঞান– সামাজিক বিজ্ঞান।
- পৌরনীতি ও সুশাসনের অগ্রযাত্রার কেন্দ্র বিন্দুতে থাকে – নাগরিক।
- 'প্রতিটি নাগরিক বিশ্ব সমাজের সদস্য'-এর দ্বারা নাগরিকত্বের যে রূপ প্রকাশ পেয়েছে – আন্তর্জাতিক রূপ।
- পৌরনীতি ও সুশাসনের মূল উদ্দেশ্য – মানব কল্যাণ।
- সুশাসনের উপাদান ও বৈশিষ্ট্য হলো – গণতন্ত্র, অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া, নৈতিক মূল্যবোধ, স্বচ্ছতা, দায়িত্বশীলতা, আইনের শাসন, সততা, বিকেন্দ্রীকরণ, মর্যাদা ও বিশ্বাস অর্জন।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য – সামাজিক দায়িত্ব পালন, রাষ্ট্রের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য প্রদর্শন, আইন মান্য করা, সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বে নির্বাচন, নিয়মিত কর প্রদান, রাষ্ট্রের সেবা করা, রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ, সংবিধান মেনে চলা
- অনিয়ন্ত্রিত আমলাতন্ত্র গণতন্ত্রের জন্য হুমকি স্বরূপ (An Uncontrolled bureaucracy is a threat to Democracy) উক্তিটি করেছেন– রিচার্ড ক্রসম্যান।
- সুশীল সমাজ হচ্ছে– রাজনীতি সচেতন মধ্যবিত্ত শ্রেণি।
- সভ্য সমাজের মানদণ্ড – সুশাসন।
- উৎপত্তিগত অর্থে Governance শব্দটি এসেছে – ল্যাটিন শব্দ থেকে।
- কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের অপরিহার্য শর্ত – সুশাসন।
- স্বচ্ছতা শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ – Transparency
- 'যেখানে আইন থাকে না সেখানে স্বাধীনতা থাকতে পারে না' বলেছেন – জন লক।
- মানুষের ইচ্ছার একটি প্রধান মানদণ্ড হলো – মূল্যবোধ।
- মূল্যবোধের উপাদান বা ভিত্তি হলো – নীতি ও ঔচিত্যবোধ, সামাজিক ন্যায়বিচার, শৃঙ্খলাবোধ, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, শ্রমের মর্যাদা, আইনের শাসন, নাগরিক সচেতনতা, কর্তব্যবোধ, সরকার ও রাষ্ট্রের জনকল্যাণমুখিতা, সরকার ও রাষ্ট্রের দায়দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা।
- ফারসি আইন শব্দটির অর্থ – সুনির্দিষ্ট নীতি বা নিয়ম।
- আইনের ইংরেজি প্রতিশব্দ – Law
- ইংরেজি Law শব্দটির উৎপত্তি – টিউটনিক মূল শব্দ Lag থেকে।
- Lag শব্দের অর্থ – স্থির বা অপরিবর্তনীয়।
- আইনের সুপ্রাচীন বা প্রাচীনতম উৎস হলো – প্রথা।
- 'আইন হলো আবেগ বিবর্জিত যুক্তি' উক্তিটি করেছেন – এরিস্টটল।
- 'যুক্তিসিদ্ধ ইচ্ছার অভিব্যক্তিই হচ্ছে আইন' (Law is the passionless reason) বলেছেন– এরিস্টটল।
- আইন হচ্ছে নিম্নতমের প্রতি উর্ধ্বতন রাজনৈতিক কর্তৃত্বের আদেশ' উক্তি করেছেন– জন অস্টিন
- আইনের সর্বজনগ্রাহ্য বা সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞানসম্মত সংজ্ঞা প্রদান করেছেন – উড্রো উইলসন
- অধ্যাপক হল্যান্ডের মতে আইনের উৎস ছয়টি– ১. প্রথা ২. ধর্ম ৩. বিচারকের রায় ৪. ন্যায়বিচার ৫. বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা ৬. আইনসভা।
- জন অস্টিনের মতে আইনের উৎস একটি, তা হলো – সার্বভৌমের আদেশ।
- 'জনমত অন্যতম আইনের উৎস' বলেছেন – ওপেনহেইম।
- লর্ড ব্রাইসের মতে, মানুষ যে ৫টি কারণে আইন মেনে চলে – নির্লিপ্ততা, শ্রদ্ধা সহানুভূতি, শাস্তির ভয় এবং যৌক্তিকতার উপলব্ধি।
- নৈতিকতার ইংরেজি প্রতিশব্দ– Morality শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ Moralitas থেকে, যার অর্থ সঠিক আচরণ বা চরিত্র।
- জোনাথন হেইট এর মতে নৈতিকতার উদ্ভব হয়েছে – ধর্ম, ঐতিহ্য এবং মানব আচরণ হতে
- 'শুভর প্রতি অনুরাগ ও অশুভর প্রতি বিরাগই হচ্ছে নৈতিকতা' বলেছেন– নীতিবিদ ম্যুর।
- স্বাধীনতার ইংরেজি– Liberty শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Liber থেকে এসেছে।
- 'মানুষের মৌলিক শক্তি বলিষ্ঠ, অব্যাহত ও বিভিন্নমুখী প্রকাশই স্বাধীনতা' জন স্টুয়ার্ট মিল কথাটি বলেছেন যে গ্রন্থে – Essay on Liberty.
- পৌরনীতি ও সুশাসনে 'অধিকার' বলতে বোঝায়– সমাজের সকলের জন্য কল্যাণকর কতগুলো সুযোগ-সুবিধা।
- 'অধিকার হচ্ছে সমাজ জীবনের সে সকল শর্তাবলি যা ব্যতীত ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধন করতে পারে না'-উক্তিটি করেছেন – অধ্যাপক হ্যারল্ড জে. লাস্কি।
- 'অধিকার সমাজ বহির্ভূত বা সমাজ নিরপেক্ষ নয়। অধিকার সমাজভিত্তিক'- উক্তিটি করেছেন– অধ্যাপক হ্যারল্ড জে. লাস্কি।
- অধিকার অবাধ হলে– স্বেচ্ছাচার প্রতিষ্ঠিত হয়।
- অধিকারের প্রধান রক্ষাকবচ হলো – আইন।
- অধিকার প্রধানত দুই ধরনের – ১. নৈতিক অধিকার ২. আইনগত অধিকার।
- নাগরিকের সামাজিক অধিকারগুলো হলো – চিন্তা ও মত প্রকাশের অধিকার, চলাফেরার অধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সভা-সমিতির অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, পরিবার গঠনের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, খ্যাতি বা সম্মান লাভের অধিকার
- নাগরিকের অর্থনৈতিক অধিকারগুলো হলো – কর্মের অধিকার, ন্যায্য মজুরি লাভের অধিকার, বিশ্রাম বা অবকাশ লাভের অধিকার, শ্রমিক সংঘ বা ইউনিয়ন করার অধিকার, বৃদ্ধ ও অক্ষম অবস্থায় অর্থনৈতিক নিরাপত্তা।
- নাগরিকের রাজনৈতিক অধিকার – স্থায়ীভাবে বসবাসের অধিকার, নির্বাচনের অধিকার, আবেদন করার অধিকার, সরকারি চাকরি লাভের অধিকার, বিদেশে অবস্থানকালে নিরাপত্তা লাভের অধিকার, সরকারের সমালোচনা করার অধিকার
- গণতন্ত্রের ইংরেজি প্রতিশব্দ Democracy, যা গ্রিক শব্দ Demos এবং Kratos বা Kratia থেকে উদ্ভূত।
- আধুনিক গণতন্ত্র হলো– পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র।
- প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি– রাজনৈতিক দল।
- 'রাজনৈতিক দল এমন এক সংগঠিত জনগোষ্ঠী যার একটি নির্দিষ্ট স্বীকৃত নীতির ভিত্তিতে যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রয়াসী হয়' উক্তিটি করেছেন – অধ্যাপক ম্যাকাইভার।
- জনগণ ও সরকারের মধ্যে সেতু বন্ধনের কাজ করে – রাজনৈতিক দল।

CamScanner

- প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে বিকল্প সরকার বলা হয় – বিরোধী দল।
- গণতন্ত্রের বিপরীত ধর্মীয় শাসনব্যবস্থা হলো – একনায়কতন্ত্র।
- একনায়কতন্ত্র বলতে বোঝায় – একধরনের শাসনব্যবস্থা যেখানে সরকারের সব ক্ষমতা এক ব্যক্তি এক দল বা একনায়কের হাতে কুক্ষিগত থাকে।
- একনায়কতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হলো – এক ব্যক্তির শাসন, এক দলীয় শাসন, বল প্রয়োগ, ক্ষমতার অতি মাত্রায় কেন্দ্রীয়করণ, প্রচার যন্ত্রের একচেটিয়া ব্যবহার, চরম জাতীয়তাবাদ।
- 'নেতৃত্বের অপরিহার্য গুণ হলো আত্মবিশ্বাস এবং দ্রুত ও সার্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা' উক্তিটি করেছেন– বার্ট্রান্ড রাসেল।
- আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে– সুযোগ্য নেতৃত্বের।
- রাজনৈতিক দল গড়ে উঠে – নীতি ও কর্মসূচির ভিত্তিতে।
- নেতৃত্ব হচ্ছে – সামাজিক গুণ।
- অধ্যাপক হ্যারল্ড জে. লাস্কি বলেছেন– সরকার হলো রাষ্ট্রের মুখপাত্র (A Government is a spokesman to the state)
- সরকার বলতে বোঝায় – আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীদের।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান

- রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক– এরিস্টটল।
- আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক– ম্যাকিয়াভেলি।
- কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের জনক– উইলিয়াম বেভারিজ।
- সেন্ট অগাস্টিন, সেন্ট একুইনাস, ফিলমা এবং ফ্রান্সের রাজা চর্তুদশ লুই রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত যে মতবাদ সমর্থন করেছিলেন– ঐশ্বরিক মতবাদ।
- আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা উদ্ভবের সময়কাল– ১৬০০-১৮০০ সাল।
- 'The Modern State' গ্রন্থটির রচয়িতা– আর. এম. ম্যাকাইভার
- নৈরাজ্য যে তত্ত্বের মূল উপাদান সেটি হচ্ছে– বাস্তববাদ।
- জিরোসাম গেম আন্তর্জাতিক সম্পর্কে যে তত্ত্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট– উদারতাবাদ।
- জাতি রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি– জাতীয়তাবাদ।

রাষ্ট্রের উপাদান ও কার্যাবলী

- রাষ্ট্র গঠনের উপাদান– চারটি (নির্দিষ্ট ভূখন্ড, জনসমষ্টি, সরকার ও সার্বভৌমত্ব)
- রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান উপাদান– জনসমষ্টি।
- রাষ্ট্র গঠনের অপরিহার্য উপাদান– সরকার।
- রাষ্ট্রের মুখপাত্র– সরকার। রাষ্ট্র গঠনের তৃতীয় উপাদান– সরকার।
- রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান– সার্বভৌমত্ব।
- পৃথিবীর যে রাষ্ট্র পূর্ণ সার্বভৌমত্বহীন– ফিলিস্তিন।
- আলাতন্ত্রের প্রধান প্রবক্তা– ম্যাক্স ওয়েবার।
- Persona-Non-Grata (অবাঞ্ছিত ঘোষিত) শব্দ সমষ্টি যে বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য– কূটনীতিবিদ
- রাষ্ট্রের কার্যাবলিকে ভাগ করা যায়– দুই ভাগে।
- রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কাজ– শিক্ষা বিস্তার করা।

রাষ্ট্রের শ্রেণি বিভাগ

- ল্যাটিন 'সিভিটাস' শব্দের অর্থ– নগররাষ্ট্র।
- গ্রিক 'Polis' শব্দটির অর্থ– নগররাষ্ট্র।
- দুই বা ততোধিক প্রতিদ্বন্দ্বী বৃহৎ শক্তিসমূহের মাঝখানে অবস্থিত দেশকে বলা হয়– বাফার রাষ্ট্র

নাগরিক ও নাগরিকত্ব

- জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব অর্জনের পদ্ধতি– জন্মনীতি ও জন্মস্থান নীতি।
- যে দেশে নাগরিকত্ব অর্জনে জন্মস্থান নীতি অনুসৃত হয়– আমেরিকা।
- রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকদের প্রধান কর্তব্য– আনুগত্য প্রকাশ করা।
- ভোটদানের অধিকার যে ধরনের অধিকার– রাজনৈতিক অধিকার।
- বিশ্বের যে দেশে ভোট দেওয়া বাধ্যতামূলক– অস্ট্রেলিয়া।

সরকার কাঠামো

- সংসদীয় গণতন্ত্রে শাসন বিভাগের সকল ক্ষমতা যার কাছে ন্যস্ত থাকে– প্রধানমন্ত্রীর কাছে
- 'গণতন্ত্র শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট শাসন ব্যবস্থা' উক্তিটি করেছেন– মিল।
- গণতন্ত্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান– নির্বাচন।
- প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মূলভিত্তি– রাজনৈতিক দল
- প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বিকল্প সরকার বলতে বুঝায়– বিরোধী দল।
- যে দেশকে গণতন্ত্রের সূতিকাগার বলা হয়– গ্রিস।
- যে দেশকে আধুনিক গণতন্ত্রের সূতিকাগার বলা হয়– ব্রিটেন/ যুক্তরাজ্য।
- যে দেশে সর্বপ্রথম সরাসরি গণতন্ত্র চালু হয়েছিল– সুইজারল্যান্ড।
- যে দেশে প্রাচীনতম গণতন্ত্র চালু আছে– ব্রিটেন/ যুক্তরাজ্য।
- যে দেশকে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলা হয়– ভারতকে।
- নির্বাচনে প্রতিনিধি বাছাইয়ের ক্ষেত্রে ভোটদাতাগণ নিজের পছন্দ প্রকাশের জন্য যে পত্র ব্যবহার করে তাকে বলে– ব্যালট পেপার।
- 'বুলেটের চাইতে ব্যালট শক্তিশালী' উক্তিটি করেছেন– আব্রাহাম লিংকন
- যে দেশের মহিলারা সর্বপ্রথম ভোটাধিকার লাভ করে– নিউজিল্যান্ড।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নারীরা যে সালে ভোটাধিকার লাভ করে– ১৯২০ সালে
- ২০০২ সালে মধ্যপ্রাচ্যের যে দেশের মহিলারা প্রথমবারের মতো ভোটাধিকার লাভ করে– বাহরাইন।
- EVM বলতে বোঝায়– ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন।
- সর্বপ্রথম যে দেশ নির্বাচনে ই-ভোটিং ব্যবহার করে– যুক্তরাষ্ট্র (অপশনে না থাকলে দিতে হবে– এস্তোনিয়া)
- 'ম্যানিফেস্টো' হচ্ছে– রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

গণতন্ত্র (Democracy)

- গণতন্ত্রের জনক - ক্লি স্টেনস।
- আধুনিক গণতন্ত্রের জনক - জন লক।
- গণতন্ত্রের সূতিকাগার বলা হয় - গ্রিসকে।
- বিশ্বের প্রাচীনতম গণতন্ত্র প্রচলিত আছে - যুক্তরাজ্যে।
- সর্বপ্রথম সরাসরি গণতন্ত্র (Direct Democracy) প্রচলন হয় - সুইজারল্যান্ডে।
- সংসদীয় গণতন্ত্রের উৎপত্তি হয় যে দেশে - যুক্তরাজ্যে।
- বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ - ভারত।
- গণতন্ত্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান - নির্বাচন।
- গণতন্ত্রের প্রাণ বলা হয় - জনগণকে।
- গণতন্ত্রই সর্বোৎকৃষ্ট শাসন ব্যবস্থা বলেছেন - লর্ড ব্রাইস।
- 'গণতন্ত্র মানে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে পরিচালিত সরকার' বলেছেন - বার্কল।

নগর রাষ্ট্র (Polis/Civitas)

- 'Polis' শব্দটি– একটি গ্রিক শব্দ।
- প্রাচীন গ্রিসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলকে বলা হতো- নগর রাষ্ট্র (যেমন: এথেন্স এবং স্পার্টা)
- পৌরনীতির ইংরেজি শব্দ– সিভিক্স (Civics)।
- সিভিক্স শব্দ দুটি এসেছে - ল্যাটিন শব্দ সিভিস (Civis) এবং সিভিটাস (Civitas) থেকে।
- সিভিস শব্দের অর্থ– নাগরিক (Citizen) আর সিভিটাস শব্দের অর্থ– নগর রাষ্ট্র (City state)
- আধুনিক কালেও নগর রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিদ্যমান; যেমন সিঙ্গাপুর।

বাংলা সাহিত্য (Bangla Literature)

চর্যাপদ/মধ্যযুগ/শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

- বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন - চর্যাপদ।
- চর্যাপদের অন্যনাম- চর্যাচর্যবিনিশ্চয়, চর্যাগীতিকোষ, দোহাকোষ, চর্যাগীতিকা।
- চর্যাপদ বৌদ্ধ সহজিয়াদের সাধন সঙ্গীত, এটি রচিত - মাত্রাবৃত্ত ছন্দে।
- চর্যাপদ রচিত হয় - পাল আমলে (সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতকে)
- চর্যাচর্যবিনিশ্চয় এর অর্থ - কোনটি আচরণীয় আর কোনটি নয়।
- চর্যাপদের পদকর্তা বা রচয়িতা-২৩/২৪ জন।
- ড.সুকুমার সেনের মতে, চর্যাপদের পদ সংখ্যা - ৫১টি।
- ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, চর্যাপদের পদ সংখ্যা - ৫০টি।
- চর্যাপদে প্রাপ্ত পদের সংখ্যা - সাড়ে ৪৬টি।
- চর্যাপদের সবচেয়ে বেশি পদ রচনা করেন- কাহ্নপা (১৩টি)
- চর্যাপদের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পদ রচনা করেন- ভুসুকুপা (৮টি)
- হরপ্রসাদ শাস্ত্রীসহ অধিকাংশের মতে, চর্যাপদের আদি কবি- লুইপা
- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, চর্যাপদের আদি কবি – শবরপা (মনে রাখুন: শহীদুল্লাহ শবরপা)।
- চর্যাপদের পদগুলো রচিত- সন্ধ্যা বা সান্ধ্য ভাষায় (এ জন্য এ ভাষাকে আলো আঁধারি ভাষা বলা হয়)
- চর্যাপদের যে কবি নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয় দিয়েছেন - ভুসুকুপা (পূর্ববঙ্গ)
- চর্যাপদের পদগুলো টীকার মাধ্যমে ব্যাখ্যা দেন- মুনিদত্ত।
- মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ সালে চর্যাপদ আবিষ্কার করেন - নেপালের রাজ গ্রন্থশালা থেকে
- ১৯১৬ সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে যে নামে প্রকাশিত হয় - 'হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষার বৌদ্ধগান ও দোহা' নামে।
- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সম্পাদিত চর্যাপদ বিষয়ক গ্রন্থের নাম - Buddhist Mystic Songs (বাংলায় বৌদ্ধ মর্ম বাদীর গান- ১৯৬০)
- চর্যাপদের প্রথম পদ হচ্ছে- কাআ তরুবর পাঞ্চ বি ডাল/চঞ্চল চীএ পৈঠা কাল (রচয়িতা- লুইপা)
- চর্যাপদের প্রবাদ বাক্য পাওয়া যায় - ৬টি।
- সর্বপ্রথম চর্যাপদের ভাষাতাত্ত্বিক পর্যালোচনা করেন- ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'Origin and Development of the Bengali Language'গ্রন্থে।
- বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ বা বন্ধ্যাযুগ বলা হয়- ১২০১-১৩৫০ খ্রিস্টাব্দকে।
- অন্ধকার যুগের বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন দুটি গ্রন্থে পাওয়া যায়- বৌদ্ধ ধর্মীয় তত্ত্ব গ্রন্থ রামাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণ' এবং হলায়ুধ মিশ্রের 'সেক শুভোদয়া'।
- মধ্যযুগের সর্বজন স্বীকৃত ও খাঁটি বাংলা ভাষায় প্রথম কাব্য গ্রন্থ - শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (প্রধান চরিত্র- রাধা, কৃষ্ণ ও বড়ায়ি)
- ১৩ খন্ডে রচিত এ কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা- বড়ু চন্ডীদাস।
- শ্রী বসন্তরঞ্জন রায় কাব্যটি পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার কাকিল্যা গ্রামের দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামের এক ব্রাহ্মণ বাড়ির গোয়াল ঘরের চালার নিচ থেকে আবিষ্কার করেন - ১৯০৯ সালে।
- ১৯১৬ সালে বসন্ত রঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় - বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে।
- প্রাচীনতম বাঙালি মুসলমান কবি ছিলেন - শাহ মুহম্মদ সগীর।
- মধ্যযুগের সর্বশেষ কবি/মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি/অন্নদামঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি- ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর
- যুগ সন্ধিক্ষণের কবি বলা হয়- ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে (১৮১২-১৮৫৯ খ্রি.)
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি- চন্দ্রাবতী।
- দোভাষী পুঁথি সাহিত্যের প্রথম সার্থক ও শ্রেষ্ঠ কবি- ফকির গরীবুল্লাহ
- লৌকিক কাহিনীর প্রথম কবি ও আরাকান রাজসভার প্রথম বাঙালি কবি- দৌলত কাজী।
- আরাকান রাজসভার কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি- আলাওল।
- পদ্মাবতী, তোহফা (নৈতিক কাব্য), হপ্ত পয়কর, রাগতালনামা এর লেখক- আলাওল
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের নাম- ইউসুফ-জুলেখা (লেখক- শাহ মুহম্মদ সগীর)
- ড.দীনেশচন্দ্র সেনের আগ্রহে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় ময়মনসিংহ গীতিকা সংগ্রহ করেন - চন্দ্রকুমার দে।
- পূর্ববঙ্গ গীতিকা ময়মনসিংহ, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও সিলেট থেকে গীতিকাগুলো সংগ্রহ করেন - ড.দীনেশচন্দ্র সেন

ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ

- প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯২৬ সালের ১৯ জানুয়ারি।
- বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের প্রধান লেখক- কাজী আব্দুল ওদুদ, কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল ফজল ও আবুল হুসেন
- ১৯২৭ সালে প্রকাশিত মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুখপাত্র পত্রিকা- শিখা (সম্পাদক - আবুল হুসেন)
- বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সাথে জড়িত 'শিখা' পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় লেখা থাকতো- জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।

কাজী নজরুল ইসলাম

- পরিচিত - বিদ্রোহী কবি, মরুকবি , বাংলাদেশের জাতীয় কবি।
- জন্ম -১৮৯৯ সালের ২৪ মে (বাংলা- ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১লা জৈষ্ঠ্য) পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে
- মৃত্যু - ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট (বাংলা- ১৩৮৩ সালের ১২ ভাদ্র) ঢাকায়।
- সমাধি - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গণে।

কাজী নজরুল ইসলামের ঢাকায় আগমন ও পদক

- কাজী নজরুল ইসলাম প্রথম ঢাকা আসেন- ১৯২৬ সালের জুন মাসে
- ১৯৬০ সালে কাজী নজরুল ইসলাম ভারত সরকার কর্তৃক লাভ করেন- পদ্মভূষণ।
- ৪৩ বছর বয়সে পিক্স ডিজিসের কারণে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন- ১৯৪২ সালে।
- ভারত সরকারের অনুমতিক্রমে বাংলাদেশ সরকার কবিকে সপরিবারে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন এবং জাতীয় কবির মর্যাদা দেন- ১৯৭২ সালের ২৪ মে।
- সংবর্ধনায় কবিকে জাতীয় কবি হিসেবে ঘোষণা করা হয়- ১৯৭৪ সালে।
- কাজী নজরুল ইসলামকে এক বিশেষ সমাবর্তনের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডি.লিট ডিগ্রি প্রদান করে- ১৯৭৪ সালে।
- জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম একুশে পদক লাভ করে- ১৯৭৬ সালে।
- কাজী নজরুল ইসলাম ১৯১৭ সালে ৪৯ নং বেঙ্গল রেজিমেন্টের হয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সৈনিক হিসেবে জীবন শুরু করেন- পাকিস্তানের করাচিতে
- কাজী নজরুল ইসলাম 'সঞ্চিতা' (১৯২৮) কাব্যটি উৎসর্গ করেন- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বসন্ত' গীতিনাট্য উৎসর্গ করেন- নজরুলকে ।
- পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের চাঁদ সড়কের দরিদ্র সম্প্রদায়ের দারিদ্র্য ও দুঃখ ভরা জীবন নিয়ে ১৯৩০ সালে মৃত্যুক্ষুধা নামে শ্রেষ্ঠ উপন্যাস লিখেন- কাজী নজরুল ইসলাম
- কবি ঢাকার নবাব পরিবারের এক মহিলার অঙ্কিত ছবি দেখে যে কবিতাটি রচনা করেছিলেন- 'খেয়াপারের তরণী' ।
- কাজী নজরুলের নিষিদ্ধ গ্রন্থ- ৫টি (যুগবাণী, বিষের বাঁশি, ভাঙার গান, প্রলয় শিখা, চন্দ্রবিন্দু)

CamScanner

- কাজী নজরুল ইসলাম ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ১ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন- 'আনন্দময়ীর আগমনে' (১৯২২) কবিতার জন্য
- মোট কবিতা - ১২টি; প্রথম কবিতা - প্রলয়োল্লাস।
- অগ্নিবীণা কাব্য গ্রন্থের দ্বিতীয় কবিতা - বিদ্রোহী (১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে বিজলী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

- পরিচিত - বিশ্বকবি (ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়), গুরুদেব (মহাত্মা গান্ধী), কবি গুরু (ক্ষিতি মোহন সেন), ভারতের মহাকবি (চীনের কবি চি-লি লিজন) উপাধি দেন।
- জন্ম- ১৮৬১ সালের ৭ মে (বাংলা- ২৫ বৈশাখ, ১২৬৮) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতার জোড়াসাকোর ঠাকুর পরিবারে।
- মৃত্যু- ১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট (বাংলা- ২২ শ্রাবণ, ১৩৪৮) শান্তি নিকেতনে।

গীতাঞ্জলি

- গীতাঞ্জলির রচনাকাল- ১৯০৮-০৯ ।প্রকাশিত হয়- ১৯১০ সালে।
- গীতাঞ্জলি কাব্যের ইংরেজি অনুবাদগ্রন্থ- The Song Offerings
- গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- ১৯১২ সালের শেষ দিকে প্রথম প্রকাশিত হয়- লন্ডনের ইন্ডিয়া সোসাইটি কর্তৃক।
- 'The Song Offerings' গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেন - আইরিশ কবি W.B Yeats.
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫২ বছর বয়সে প্রথম এশীয় হিসেবে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন- ১৯১৩ সালের ১০ নভেম্বর।
- রবীন্দ্রনাথের শান্তি নিকেতন থেকে নোবেল পুরস্কার চুরি হয়- ২০০৪ সালের ২৪ মার্চ ।

রবীন্দ্রনাথ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম ঢাকায় আসেন- ১৮৯৮ সালে ।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন- ১৯২৬ সালে ।
- ১৯২৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন এবং অবস্থান করেন- ঢাবির বাংলা বিভাগের অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদারের বাড়িতে।
- ঢাবির জগন্নাথ হলের ছাত্রদের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ 'বাসন্তিকা' নামের একটি পত্রিকার জন্য কবিতা লিখে দেন- 'এই কথাটি মনে রেখো তোমাদের এই হাসিখেলায় আমি যে গান গেয়েছিলেম জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়'।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ডি. লিট ডিগ্রি দেয়- ১৯১৩ সালে।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আইনস্টাইনের সাক্ষাত হয়- ১৯৩০ সালে।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডি. লিট ডিগ্রি দেয়- ১৯৩৬ সালে।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ডি. লিট ডিগ্রি দেয়- ১৯৪০ সালে।
- নজরুলের অনশনকালে রবীন্দ্রনাথ তাকে টেলিগ্রাম পাঠান- 'Give up Hunger Strike, Our Literature Claims You'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক উৎসর্গকৃত গ্রন্থ

গ্রন্থ	যাকে উৎসর্গ করা হয়েছে
বসন্ত (গীতিনাট্য)	কাজী নজরুল ইসলাম
খেয়া (কাব্য)	জগদীশচন্দ্র বসু
পূরবী (কাব্য)	ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোকে (আর্জেন্টিনা)
কালের যাত্রা (নাটক)	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
তাসের ঘর (নাটক)	নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে

কবি সাহিত্যিকদের উপাধি

প্রকৃত নাম	উপাধি	প্রকৃত নাম	উপাধি
আব্দুল কাদির	ছান্দসিক কবি	বিহারীলাল	ভোরের পাখি
বঙ্কিমচন্দ্র	সাহিত্য সম্রাট	সুফিয়া কামাল	জননী সাহসিকা
বিনয়কৃষ্ণ	যাযাবর	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	যুগসন্ধিক্ষণের কবি

বাংলা সাহিত্যের ঔপন্যাসিক ও উপন্যাস

ঔপন্যাসিক	উপন্যাস
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	জননী, দিবারাত্রির কাব্য, পদ্মা নদীর মাঝি, পুতুল নাচের ইতিকথা
আলাউদ্দিন আল আজাদ	তেইশ নম্বর তৈলচিত্র, কর্ণফুলী
মীর মশাররফ হোসেন	বিষাদ সিন্ধু, উদাসীন পথিকের মনের কথা
আবু ইসহাক	সূর্য দীঘল বাড়ী, পদ্মার পলিদ্বীপ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	চোখের বালি, গোরা, ঘরে বাইরে, চার অধ্যায়, চতুরঙ্গ, শেষের কবিতা, বৌ ঠাকুরাণীর হাট
আখতারুজ্জামান ইলিয়াস	চিলেকোঠার সেপাই, খোয়াবনামা
রোকেয়া সাখাওয়াত	পদ্মরাগ
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	দত্তা, দেনাপাওনা, শ্রীকান্ত, পল্লীসমাজ, দেবদাস, চরিত্রহীন, গৃহদাহ, পথের দাবী, শেষ প্রশ্ন।
কালী প্রসন্ন সিংহ	হুতোম প্যাঁচার নকশা
কাজী নজরুল ইসলাম	বাঁধনহারা, মৃত্যুক্ষুধা ও কুহেলিকা
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ	চাঁদের অমাবস্যা, কাঁদো নদী কাঁদো, লালসালু
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	কবি, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, পঞ্চগ্রাম
সেলিনা হোসেন	হাঙর নদী গ্রেনেড, পোকামাকড়ের ঘরবসতি, নিরন্তর ঘন্টাধ্বনি
নীলিমা ইব্রাহিম	এক পথ দুই বাঁক, বিশ শতকের মেয়ে
সৈয়দ শামসুল হক	এক মহিলার ছবি, সীমানা ছাড়িয়ে, খেলারাম খেলে যা, নীল দংশন

কবি সাহিত্যিকদের ছদ্মনাম

শামসুর রাহমান	মজলুম আদিব (বিপন্ন লেখক)
কাজী নজরুল ইসলাম	কহলন মিশ্র, ধূমকেতু
মীর মশাররফ হোসেন	গাজী মিয়া
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	নীল লোহিত, সনাতন পাঠক
আবু নাঈম মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ	শহীদুল্লাহ কায়সার
কালীপ্রসন্ন সিংহ	হুতোম প্যাঁচা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ভানুসিংহ
প্রমথ চৌধুরী	বীরবল

সাধারণ বিজ্ঞান (General Science)

বিভিন্ন খাদ্যে পাওয়া এসিড

খাদ্য/ফল	এসিড	খাদ্য/ফল	এসিড
লেবু, কমলা	সাইট্রিক এসিড	দুধ	ল্যাক্টিক এসিড
আমলকি, টমেটো, জাম	অ্যাসকরবিক এসিড	চা	ট্যানিক এসিড
আপেল, আঙ্গুর	ম্যালিক এসিড	কফি	ক্লোরোজেনিক
তেঁতুল, আলু, গাজর	টারটারিক এসিড	কচু	অক্সালিক এসিড

CamScanner

- ১৯২১ সালে মিথ্যা ধরার যন্ত্র পলিগ্রাফ (Polygraph) আবিষ্কার করেন – জন এ লারসন
- ১৯৪২ সালে প্রথম বাণিজ্যিকভাবে হেলিকপ্টার উৎপাদন করে – ইগর সিকোরস্কি।
- ১৯২২ সালে RADAR (Radio Detection and Ranging) উদ্ভাবন করেন – এ এইচ টেইলর এবং লিও সি ইয়ং।
- ১৯২৬ সালে টেলিভিশন আবিষ্কার করেন – স্কটিশ বিজ্ঞানী জন লগি বেয়ার্ড।
- ১৮৯৬ সালে বেতার যন্ত্রের সম্প্রচার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন – ইতালির প্রকৌশলী মার্কোনি
- ১৮৭৬ সালে টেলিফোন বা দূরালাপনি একটি যোগাযোগের মাধ্যমে টেলেক্স ও ফ্যাক্স আবিষ্কার করেন – স্কটিশ বিজ্ঞানী আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল।
- ১৮৭৭ সালে ফনোগ্রাফ (Phonograph) আবিষ্কার করেন – মার্কিন টমাস আলভা এডিসন
- ১৮৭৯ সালে সর্বপ্রথম বৈদ্যুতিক বাল্ব আবিষ্কার করেন – মার্কিন বিজ্ঞানী টমাস এডিসন।

আধুনিক বিজ্ঞান

- আলোকবর্ষ ব্যবহার করে পরিমাপ করা হয়- দূরত্ব।
- আলো শূন্য মাধ্যমে এক বছর সময়ে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে বলা হয়- আলোক বর্ষ
- কার্বনের বহুরূপী- গ্রাফিন (Graphene)
- ইলেকট্রিক বাল্ব এর ফিলামেন্ট তৈরি হয়- টাংস্টেন দিয়ে।
- পানিতে দ্রবীভূত হয় না- ক্যালসিয়াম কার্বনেট (কারণ সমযোজী যৌগ)।
- ফল পাকানোর জন্য দায়ী- ইথিলিন।
- কাঁদুনে গ্যাসের অপর নাম- ক্লোরোপিক্রিন।
- কাঁদুনে গ্যাসের ইংরেজি অর্থ- Tear Gas.**
- মানবদেহে লোহিত কণিকার গড় আয়ু- ১২০ দিন বা ৪ মাস।
- হার্ট থেকে রক্ত বাইরে নিয়ে যায় যে রক্তনালী- আর্টারি।
- AC (Alternating Current) কে DC (Direct Current) এ রূপান্তর করার যন্ত্র-রেকটিফায়ার
- বিদ্যুৎ শক্তিকে শব্দ শক্তিতে রূপান্তরিত করার যন্ত্রের নাম- লাউড স্পিকার
- বাতাসের চাপ মাপার যন্ত্রের নাম- ব্যারোমিটার।
- সাঁতার কাটা সহজ- সাগরে।
- ডিমে যে ভিটামিন নেই- ভিটামিন সি।
- যার জন্য পুষ্প রঙিন ও সুন্দর হয়- ক্রোমোপ্লাস্ট।
- লেজার রশ্মি আবিষ্কার করেন- মাইম্যান, ১৯৬০ সালে।
- পারমাণবিক বোমার আবিষ্কারক- ওপেন হেইমার।
- এক্স-রে আবিষ্কার করেন- উইলহেম রন্টজেন।
- টেলিফোন আবিষ্কার করেন- আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল
- তড়িৎ প্রবাহের ব্যবহারিক একক- নিউটন/কুলম্ব।
- আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে তাপমাত্রার একককে বলে- কেলভিন
- তাপের একক- জুল।
- দূরত্বের সবচেয়ে বড় একক- পারসেক।
- এক কুইন্টাল ওজন সমান- ১০০ কেজি।
- গ্যাসের চাপ নির্ণায়ক যন্ত্র হলো- ম্যানোমিটার।
- নিউটনের গতিসূত্র -৩টি।
- বস্তুর আপেক্ষিক ভর আবিষ্কার করেন- বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন।
- বস্তুর ওজন শূন্য হয়- ভূকেন্দ্রে।
- চন্দ্রে কোন বস্তুর ওজন পৃথিবীর ওজনের- ছয় ভাগের এক ভাগ।
- 'জীব থেকেই জীবের উৎপত্তি' এ সম্পর্কে আলোকপাত করেন- এরিস্টটল।
- শারীরবিদ্যার জনক- উইলিয়াম হার্ভে।
- যে আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি- লাল
- যে আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম- বেগুনি

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

পৃথিবী পরিচিতি***

- সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান জ্যোতিষ্কমণ্ডলীকে বলা হয়- সৌরজগৎ
- বিগ ব্যাং তত্ত্বের প্রবক্তা – বেলজিয়ামের জি. লেমেটার।
- বিগ ব্যাং তত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রদান করেন – ব্রিটেনের পদার্থবিজ্ঞানী স্টিফেন হকিংস তাঁর 'A Brief History of Time' গ্রন্থে।
- সৌরজগৎ আবিষ্কার করেন – কোপার্নিকাস। (১৫৪০ সালে)
- সৌরজগতের গ্রহের সংখ্যা – ৮টি (বুধ (Mercury), শুক্র (Venus), পৃথিবী (Earth), মঙ্গল (Mars), বৃহস্পতি (Jupiter), শনি (Saturn), ইউরেনাস (Uranus), নেপচুন।
- সৌরজগতের সবচেয়ে বৃহত্তম গ্রহের নাম – বৃহস্পতি (একে গ্রহরাজ বলা হয়)
- সূর্য থেকে সৌরজগতের সবচেয়ে নিকটতম গ্রহ, দ্রুততম ও ছোট গ্রহ – বুধ।
- সৌরজগতের সবুজ গ্রহ বলা হয় – ইউরেনাসকে।
- সৌরজগতের লাল গ্রহ বলা হয় – মঙ্গল গ্রহকে (মাটি লালচে)।
- সৌরজগতের যে গ্রহের উপগ্রহ সংখ্যা সবচেয়ে বেশি – বৃহস্পতি (৯৫টি)
- সৌরজগতের যে গ্রহের উপগ্রহ নেই – বুধ ও শুক্র।
- সৌরজগতের উষ্ণ গ্রহ, পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ ও জমজ গ্রহ- শুক্র।
- সূর্য থেকে সৌরজগতের তৃতীয় বৃহত্তম গ্রহের নাম – পৃথিবী।
- সূর্যের নিকটতম নক্ষত্রের নাম- প্রক্সিমা সেন্টরাই।
- পৃথিবীর আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র – লুব্ধক।
- 'পৃথিবী সূর্যের চার দিকে ঘোরে'-এ মতবাদ দেন – কোপার্নিকাস।
- শুকতারা ও সন্ধ্যাতারা বলা হয়- শুক্রগ্রহকে।
- পৃথিবীতে মহাদেশ আছে – ৭টি।
- পৃথিবীতে মোট স্বাধীন দেশ আছে – ১৯৫ টি।
- পৃথিবীর সর্বশেষ স্বাধীন দেশ – দক্ষিণ সুদান (৯ জুলাই, ২০১১ সাল)
- পৃথিবীর আয়তনে ও জনসংখ্যায় বৃহত্তম মহাদেশ – এশিয়া (৪৪টি দেশ)
- পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম মহাদেশ – ওশেনিয়া (১৪টি দেশ)
- স্বাধীন দেশভিত্তিক বৃহত্তম মহাদেশ – আফ্রিকা মহাদেশ (৫৪টি দেশ)
- স্বাধীন দেশভিত্তিক ছোট মহাদেশ- দক্ষিণ আমেরিকা (১২টি দেশ)
- পৃথিবীতে মহাসাগর আছে – ৫টি।
- পৃথিবীর বৃহত্তম, গভীরতম ও প্রশস্ততম মহাসাগর- প্রশান্ত মহাসাগর
- পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম মহাসাগর – উত্তর মহাসাগর/ আর্কটিক মহাসাগর
- পৃথিবীর খণ্ডিত দ্বীপ রাষ্ট্র- ২টি (জাপান, ইন্দোনেশিয়া)
- পৃথিবীতে ছিদ্রায়িত রাষ্ট্র আছে – ২টি (ইতালি, দক্ষিণ আফ্রিকা)
- পৃথিবীর সর্ব উত্তরের নগরীর নাম- হ্যামারফাস্ট, নরওয়ে
- পৃথিবীর সর্ব দক্ষিণের নগরীর নাম- পুয়ের্টো উইলিয়াম, চিলি
- এক দেশ দুই মহাদেশে অবস্থিত – ২টি দেশ (তুরস্ক, রাশিয়া)
- ইউরেশিয়ান রাষ্ট্র বলা হয়-তুরস্ক ও রাশিয়াকে।
- পৃথিবীর প্রাচীনতম দেশ – সানম্যারিনো (৩০১ খ্রিস্টাব্দে প্রজাতন্ত্র হয়)
- পৃথিবীর নবীনতম প্রজাতন্ত্র- বার্বাডোজ (২০২১)
- আয়তনে পৃথিবীর বৃহত্তম দেশ- রাশিয়া
- জনসংখ্যায় পৃথিবীর বৃহত্তম দেশ- ভারত।
- আয়তন ও জনসংখ্যায় পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম দেশ- ভ্যাটিকান সিটি
- বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ – মোনাকো এবং কম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ – মঙ্গোলিয়া। সর্বাধিক ঘনবসতিপূর্ণ শহর – ম্যানিলা (ফিলিপাইন)
- পৃথিবীর সর্বাধিক দেশের সাথে সীমান্তবর্তী দেশ – চীন ও রাশিয়া (১৪টি দেশের সাথে)
- পৃথিবীর দীর্ঘতম সীমান্ত যে দুইটি দেশের মধ্যে অবস্থিত – যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা (৪৯° অক্ষরেখা)।

CamScanner